সাপ্তাহিক জন্মভূমি

প্রবাসে বাংলাদেশের মুখ

অনলাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

Vol 25 No.44 Thursday 16 January 2025 Weekly Jonmobhumi New York Free in USA

২৫তম বর্ষ. ৪৪তম সংখ্যা. বৃহস্পতিবার ১৬ জানুয়ারী ২০২৫ / ০২ মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ মূল্য ছাড়া (ফ্রি)

বহুল আলোচিত ট্রাম্পের শপথ সোমবার

জন্মভূমি প্রতিবেদকঃ যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ২০ জানুয়ারি ৬০তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিতে যাচ্ছেন। তাঁর এই অভিষেককে ঘিরে থাকবে নি-দ্রি নিরাপত্তা ব্যবস্থা। ১৭০ মিলিয়ন ডলার ব্যয়ের এই শপথ অনুষ্ঠানে আড়াই লাখ আমেরিকান উপস্থিত থাকবেন। অনুষ্ঠানকে নি-দ্রি নিরাপত্তার আওতায় আনতে বসানো হচ্ছে চেক পয়েন্ট এবং এতে যুক্ত থাকবেন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অতিরিক্ত ২৫ হাজার অফিসার। গড়ে তোলা হচ্ছে ৩০ মাইল দীর্ঘ কালো অস্থায়ী বেষ্টনী। -চলমান পাতা ১৬

সংসদ হবে ২ কক্ষ বিশিষ্ট, আসন ৫০৫

ঢাকা ডেস্কঃ জাতীয় সংসদ দ্বিকক্ষবিশিষ্ট করার সুপারিশ করতে যাচ্ছে সংবিধান সংস্কার কমিশন। খসড়া প্রস্তাব অনুযায়ী, সংসদের নিম্নকক্ষে আসন থাকবে ৪০০, নির্বাচন হবে বর্তমান পদ্ধতিতে। এর মধ্যে ১০০ আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। -চলমান পাতা ১৭

দুর্নীতির দায় মাথায় নিয়ে পদত্যাগ করলেন টিউলিপ সিদ্দিক

লন্ডন প্রতিনিধিঃ যুক্তরাজ্যের ক্ষমতাসীন লেবার পার্টির গুরুত্বপূর্ণ এমপি এবং দেশটির ট্রেজারি ও নগর বিষয়ক মন্ত্রী টিউলিপ সিদ্দিক পদত্যাগ করেছেন। দেশটির প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বরাত দিয়ে এএফপি এ খবর দিয়েছে।

বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে আর্থিক সম্পর্কের বিষয়ে বারবার প্রশ্ন ওঠায় অবশেষে পদত্যাগ করেছেন যুক্তরাজ্যের অর্থ মন্ত্রণালয়ের -চলমান পাতা ১৪

১০ ট্রাক অস্ত্র মামলায় খালাস বাবর

কারামুক্তিতে বাধা নেই বাবরের

ঢাকা ডেস্কঃ চট্টগ্রামে আলোচিত ১০ ট্রাক অস্ত্র চোরাচালানের ঘটনায় অস্ত্র আইনে করা পৃথক মামলায় যাবজ্জীবন কারাদন্ডের -চলমান পাতা ১৪

আগামী নির্বাচনকে এ যাবৎকালের সেরা করতে চাই: প্রধান উপদেষ্টা

ঢাকা ডেস্কঃ প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, বাংলাদেশের আগামী নির্বাচনকে সরকার এযাবৎকালের সেরা করার পরিকল্পনা করছে, যাতে এটি গণতন্ত্রের একটি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে। -চলমান পাতা ১৫

পূর্বাচলে প্লট বরাদ্দে দুর্নীতি, হাসিনার বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

আবুল কালামঃ ক্ষমতার অপব্যবহার করে পূর্বাচল নতুন শহরে জমি বরাদ্দ নেয়ার অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুলসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে দুদকের এটিই প্রথম মামলা দায়ের। গতকাল রোববার বিকেলে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মামলার বিষয়টি জানান দুদকের মহাপরিচালক (প্রতিরোধ) মো: আক্তার হোসেন। -চলমান পাতা ১৫

জয়ের গাড়িবিলাস যুক্তরাষ্ট্রে

এফবিআইয়ের তদন্তে ৩৬০০ কোটি টাকা পাচারসহ নানা তথ্য

নিউইয়র্ক ডেস্কঃ ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেলে ও তাঁর সাবেক আইসিটিবিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় যুক্তরাষ্ট্রে বিলাসী জীবনযাপন করছেন। তাঁর মালিকানায় রয়েছে বিলাসবহুল আটটি গাড়ি। পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে রয়েছে তাঁর আর্থিক সম্পৃক্ততা। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে পাচার করেছেন ৩০০ মিলিয়ন (প্রায় ৩ হাজার ৬০০ কোটি টাকা) ডলার। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই)-এর প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানানো হয়। তবে এফবিআইয়ের প্রতিবেদনকে মিথ্যা ও বানোয়াট দাবি করেছেন সজীব ওয়াজেদ জয়। -চলমান পাতা ১৭

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

MHC
MARKS HOME CARE

প্রশিক্ষণ ছাড়াই আপনার আত্মীয়স্বজন/প্রতিবেশীদের স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে অর্থ উর্পাজন করুন

আমাদের এজেন্সীতে কি কি করতে পারবেন?

- আমাদের হোম কেয়ার এজেন্সী কোন HHA সার্টিফিকেট ছাড়াই আপনার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব অথবা প্রতিবেশীকে স্বাস্থ্য সেবা দেয়ার সুযোগ করে দিতে পারে।
- HHA সার্টিফিকেট থাকলে আপনি যে কোন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা দিতে পারবেন।
- আপনার মেডিকেইড নেই? আমাদের বিশেষজ্ঞ কর্মীরা এব্যাপারে আপনাকে সহায়তা করবে।
- আপনি ঘরে বসে, আপনার বাবা-মা/শ্বশুর-শাশুড়ীকে সেবা প্রদান করে অর্থ উর্পাজন করতে পারবেন।
- আমাদের রয়েছে হোম কেয়ারের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা।
- মনে রাখবেন, আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।
- আমরা CDPAP এর আওতায় কোন প্রকার সার্টিফিকেট ছাড়াই অর্থ উপার্জনের সুযোগ করে দিয়ে থাকি।

Office Hour
Mon-Sunday
9am-6pm

আয় করুন, আপনি প্রতি সপ্তাহে বেতন পেতে পারেন।

For details information please contact:
ENGINEER MAHFUZUL HAQUE
MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

MARKS HOME CARE

JAMAICA OFFICE # 1	JAMAICA OFFICE # 2	OZONE PARK OFFICE
148-37 Hillside Ave,	87-53 167 St. 2nd Floor	1226 Liberty Ave,
Jamaica, NY 11435	Jamaica, NY 11432	Brooklyn, NY 11208
Phone: 718-674-6333	Phone: 718-647-5555	Phone: 718-505-8500
646-591-6782	646-591-6782	646-591-6782
Fax : 347-694-8854	Fax : 347-694-8854	Fax : 347-694-8854

www.jonmobhumi.com

Vol 25 No. 44 Thursday 16 January 2025 Weekly Jonmobhumi

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

জুলাই-আগস্টের মধ্যেই জাতীয় নির্বাচন সম্ভবঃ মির্জা ফখরুল

ক্ষমতায় গেলে ফ্যাসিস্টদের বিচার করবে বিএনপি

ঢাকা ডেস্কঃ চলতি বছরের জুলাই-আগস্টের মধ্যেই জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব বলে মনে করে বিএনপি। এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে দলটির সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী পর্ষদ জাতীয় স্থায়ী কমিটি। মঙ্গলবার দুপুরে রাজধানীর গুলশানে দলের চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর স্থায়ী কমিটির এ মনোভাবের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'আমরা বারবার বলছি, নির্বাচিত সরকারের কোনো বিকল্প নেই। এটা গণতন্ত্রের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আমরা মনে করি, এ বছরের মাঝামাঝি, অর্থাৎ জুলাই-আগস্টের মধ্যেই নির্বাচন সম্ভব। এ কারণে আমরা সরকার, নির্বাচন কমিশন ও রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহ্বান জানাই। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে যেন এ বছরের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যেই জাতীয় নির্বাচনের আয়োজন করা হয়।' সোমবার রাতে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সভাপতিত্বে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সভা হয়। সভার সিদ্ধান্ত জানাতেই এ সংবাদ সম্মেলন।

স্থায়ী কমিটির সভায় জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মির্জা ফখরুল বলেন, 'নির্বাচনের বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টার (অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস) যে বক্তব্য ছিল, এ বছরের শেষের দিকে অথবা পরবর্তী বছরের অর্থাৎ ২০২৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে-এ বিষয়ে বিএনপির স্থায়ী কমিটিতে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয়েছে। আমরা মনে করি, এত বিলম্বিত করার কোনো কারণ নেই।'

কেউ কেউ বলছেন, ফ্যাসিস্টদের বিচার আগে করতে হবে, দলীয় সরকার ক্ষমতায় এলে বিচার হবে না-এমন প্রশ্নের জবাবে বিএনপি মহাসচিব বলেন, এগুলো ভুল ধারণা। বিচার তো রাজনৈতিক সরকারই করে। আমাদের ওপর ফ্যাসিস্ট সরকার যে অত্যাচার-নির্যাতন করেছে, তা আর কার ওপর হয়েছে? কারও ওপর হয়নি। এমনকি অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মধ্যে আমরা এবং জামায়াতে ইসলামী সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত হয়েছি। আমরা ফ্যাসিস্টদের বিচার করব না তো কে করবে? যদি আমরা ক্ষমতায় আসি আর যে বিচার শুরু হয়েছে, এখান থেকে সরে যাওয়ার কারও কোনো উপায় নেই। অবশ্যই বিচার হতে হবে। আবার বিচার নিয়ে তড়িঘড়িও করা যাবে না। তড়িঘড়ি করলে এ বিচার প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং এটি একটি প্রক্রিয়া, যেটি চলবে এবং আমরা সেটি শেষ করব-এ ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন নেই।

বিএনপির মহাসচিব বলেন, 'আমরা মনে করি, যেহেতু নির্বাচন কমিশন গঠন হয়ে গেছে এবং গভর্ন্যান্সের মধ্যে মোটামুটি একটা স্ট্যাবিলিটি (স্থিতিশীলতা) এসেছে, বুধবার (আজ) সংস্কারস-ংক্রান্ত কমিশনের প্রতিবেদন এসে যাবে। সুতরাং মনে হয় না আরও বিলম্বিত করার কোনো কারণ আছে। যত বিলম্ব হচ্ছে, ততই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট বৃদ্ধি পাচ্ছে।' জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রশ্নই ওঠে না বলে মন্তব্য করেন মির্জা ফখরুল। এ বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আমরা আগে সংসদ নির্বাচন চাই। স্থানীয় সরকার নির্বাচনের বিষয়ে আমাদের সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত হচ্ছে-জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের প্রশ্নই আসে না। কারণ, এখন তো সারা দেশ এবং পুরো জাতির ফোকাস জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ওপর। ক্রাইসিসটা ওই জায়গায়।' মির্জা ফখরুল আরও বলেন, 'গত তিনটি জাতীয় নির্বাচনে মানুষ ভোট দিতে পারেনি। মানুষ সেজন্য নির্বাচনের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র উত্তরণের স্বপ্ন পূরণ করতে চায়। আপনাদের বুঝতে হবে, স্থানীয় সরকার দেশ চালায় না। দেশ চালায় জাতীয় সংসদ, আইনপ্রণয়ন করে জাতীয় সংসদ, গণতন্ত্রের মূল বিষয়টি হচ্ছে জাতীয় সংসদ-এটি কার্যকর হলে গণতন্ত্র ফাংশনাল হয়।'

নির্বাচন পেছানোর চিন্তা আসে কোত্থেকে প্রশ্ন রেখে মির্জা ফখরুল বলেন, নির্বাচনের জন্য কতগুলো আনুষ্ঠানিকতা আছে, যেমন ভোটার তালিকা। যদি কেউ হালনাগাদ করতে চান, সেটা এক মাসের মধ্যেই করতে পারবেন। এরপর প্রিসাইডিং কর্মকর্তা নিয়োগসহ বিভিন্ন কাজ এক-দুই মাসের বেশি সময় লাগার কথা নয়। সবই তো তৈরি। তিনি আরও বলেন, নির্বাচন কমিশন বলেছে, নির্বাচন করার জন্য তারা প্রস্তুত এবং তারা জাতীয় সংসদ নির্বাচন করতে তৈরি আছে। তারা পরিষ্কার করে বলে দিয়েছে, দুটি নির্বাচন একসঙ্গে সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে বিএনপির মহাসচিব বলেন, 'এরকম ক্রিটিক্যাল সময়ে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ছাড়া অন্য নির্বাচন করার চিন্তা আসে কোত্থেকে? নির্বাচন পেছানোর চিন্তাটাই বা আসে কোত্থেকে? কারণ, এটা তো আপনার প্রথম কাজ। আপনি দেশকে যদি একটা লাইনের ওপরে তুলতে চান, তাহলে নির্বাচনের কোনো বিকল্প নেই।'

বিএনপির এ নেতা আবারও বলেন, 'সংস্কার তো চলমান প্রক্রিয়া। আমরাই তো সংস্কার প্রস্তাব আগে তৈরি করেছি, জাতির কাছে উপস্থাপন করেছি। সেই ২০১৬ সালে আমরা 'ভিশন-২০৩০' দিয়েছি, ২০২৩ সালে ৩১ দফা দিয়েছি। আমরাই তো সবচেয়ে বেশি সংস্কারের কথা বলেছি।'

গণ-অভ্যুত্থানের ঘোষণাপত্র প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমরা সরকারের উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের কাছ থেকে ঘোষণার খসড়াপত্র পেয়েছি। উনি আমাদের মতামত জানাতে অনুরোধ করেছেন। বিষয়টি এত সংবেদনশীল ও গুরুত্বপূর্ণ যে একদিনের নোটিশে এটি করা সম্ভব নয়। আমরা (দলে) এ বিষয়ে আলোচনা করেছি এবং আরও আলোচনা করব। অন্যান্য দলের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করতে হবে। শুধু তাই নয়, সংবিধান বিশেষজ্ঞ যারা আছেন, তাদের সঙ্গেও কথা বলতে হবে। কারণ, সংবিধানের ব্যাপারেও বহু কথা আছে, যেগুলো আমাদের দেখতে হবে।'

এ বিষয়ে জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খানকে প্রধান করে অধ্যাপক একেএম ওয়াহিদুজ্জামান, ব্যারিস্টার কায়সার কামালসহ একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি অবিলম্বে এ বিষয়ে প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে। এ বিষয়ে একটি বিস্তারিত তথ্য সংবলিত সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরীকে আহ্বায়ক ও চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ইসমাইল জবিউল্লাহ সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি অবিলম্বে এ বিষয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে। সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির মহাসচিবের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন স্থায়ী কমিটির সদস্য আবদুল মঈন খান।

শেখ হাসিনা ও জয় সহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে মামলা

ঢাকা ডেস্কঃ সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়ের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। ক্ষমতার অপব্যবহার করে পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে নিজ ও ছেলের নামে ২০ কাঠার সরকারি প্লট বরাদ্দ নেওয়ার অভিযোগে আলাদা দুটি মামলা হয়েছে। এতে জাতীয় গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) কর্মকর্তাসহ ২৩ জনকে আসামি করা হয়েছে। মঙ্গলবার দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয় ঢাকা-১ এ মামলা দুটি দায়ের করা হয়। সংস্থাটির মহাপরিচালক আক্তার হোসেন এ তথ্য জানান।

এর আগে রবি ও সোমবার দুদিনে একই অভিযোগে শেখ হাসিনার মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুল, বোন শেখ রেহানা, বোনের ছেলে রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক ববি ও মেয়ে আজমিনা সিদ্দিক রূপন্তী ও টিউলিপ সিদ্দিককে আসামি করে চারটি মামলা দায়ের করেছে দুদক। জানা গেছে, ক্ষমতার অপব্যবহার করে পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে শেখ হাসিনা নিজ নামে ১০ কাঠার একটি প্লট বরাদ্দ নেন। এই অভিযোগে তাকে প্রধান আসামি করে একটি মামলা হয়েছে। তার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়ের নামে ১০ কাঠা প্লট বরাদ্দের অভিযোগে জয়কে প্রধান আসামি ও শেখ হাসিনাকে সহযোগী আসামি করে অপর মামলাটি দায়ের করা হয়েছে। এ নিয়ে প্লট বরাদ্দ সংক্রান্ত অভিযোগে ছয় মামলার শেখ হাসিনাকে আসামি করা হলো। মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, পূর্বাচল নতুন শহরে প্লট বরাদ্দের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১ মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিনের স্বাক্ষরে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সচিব বরাবর চিঠি দেওয়া হয়। এতে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও তার ছেলের অনুকূলে সরকারের সংরক্ষিত কোটায় পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্প এলাকায় ২০ কাঠা আয়তনের দুটি প্লট বরাদ্দের বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া হয়। পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মাধ্যমে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের প্রভাবিত করেন বলেও প্রমাণ পাওয়া গেছে। অভিযুক্তদের অনুকূলে রাজউক আইনের ১৯৬৯ এর ১৩/অ(১) (প) বিধি মোতাবেক ১০ (দশ) কাঠা আয়তনের ছয়টি প্লট বরাদ্দের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান নির্দেশক্রমে অনুরোধ করেন। এক্ষেত্রে উল্লিখিত বিধিমালার বিধি-৪ ও বিধি-৫ এর বিধান স্পষ্ট লঙ্ঘন হয়েছে বলে দুদকের অনুসন্ধানে সত্যতা পাওয়া গেছে। গত রোববার প্লট বরাদ্দে অনিয়ম ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের নামে মামলা করা হয়। ওই মামলায় শেখ হাসিনাসহ ১৬ জনকে আসামি করা হয়েছে। সোমবার দায়ের করা হয় আরও তিনটি মামলা। ছয়টি মামলাতেই শেখ হাসিনা পরিবারের ছয় সদস্য ছাড়াও গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ও রাজউকের একই কর্মকর্তাদের আসামি করা হয়েছে।

দুদক বলছে, অভিযোগসংশ্লিষ্ট ও তাদের পরিবারের অন্য সদস্যদের মালিকানায় ঢাকা শহরে বাড়ি, ফ্ল্যাট বা আবাসন সুবিধা থাকার পরও তা গোপন করে পূর্বাচল নতুন শহর আবাসন প্রকল্পে প্লট বরাদ্দ আইন, বিধি ও নীতিমালা লঙ্ঘন করেছে। শেখ হাসিনা ক্ষমতার অপব্যবহার করে রাজউকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের যোগসাজশে নিজের ও ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়ের নামে পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের ২৭নং সেক্টরের কূটনৈতিক জোনের ২০৩ নম্বর রোড থেকে ১০ কাঠা করে মোট ২০ কাঠার দুটি প্লট বরাদ্দ নিয়েছেন। জানা গেছে, এই প্লট বরাদ্দে অনিয়ম নিয়ে যুগান্তরে প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে তোলপাড় শুরু হয়। এরপর গত ২৬ ডিসেম্বর এ বিষয়ে অনুসন্ধান শুরু করে দুদক। সেসময় দুদক শেখ পরিবারের ছয়জনের বিরুদ্ধে অনুসন্ধানের কথা জানায়। অনুসন্ধানে প্লট বরাদ্দে অনিয়ম ও ক্ষমতার অপব্যবহারের প্রমাণ পাওয়ায় পরিবারের সবার বিরুদ্ধে পৃথক ছয়টি মামলা করে দুদক।

প্রসঙ্গত, টানা দেড় দশক দেশ শাসনের পর ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত ৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করে ভারতে পালিয়ে যান শেখ হাসিনা। তিনি এখনো সেখানেই আছেন।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

রঙ্গভরা বঙ্গদেশ

বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষে একজন নিহত

ঢাকা ডেস্কঃ কুষ্টিয়ার মিরপুরে স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি হওয়া নিয়ে বিরোধে বিএনপি ও জামায়াত নেতা-কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় এক জামায়াত কর্মী নিহত হয়েছেন। তার নাম খোকন মোল্লা (৩৫)।

জানা গেছে, গত রবিবার বিকালে মিরপুরে বুড়াপাড়া-মিটন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অ্যাডহক কমিটির সভাপতি হওয়াকে কেন্দ্র করে বিএনপি-জামায়াত নেতা-কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এ সময় উভয়

পক্ষের ১৮ জন আহত হন। তাদের মধ্যে ছয়জনকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এবং ১২ জনকে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গতকাল সকালে জামায়াত কর্মী খোকন মোল্লাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল থেকে ঢাকার ইবনে সিনা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। তিনি মিরপুর উপজেলার বুড়াপাড়া গ্রামের নওশের মোল্লার ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, মিরপুরের আমলা ইউনিয়নের বুড়াপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অ্যাডহক কমিটির সভাপতি হওয়া নিয়ে কয়েকদিন ধরেই ইউনিয়ন জামায়াতের আমির নাসিম রেজা মুকুল ও স্থানীয় বিএনপি কর্মী রাশেদ মাহমুদ নাসিরের মধ্যে বিরোধ চলছিল। তারা দুজনেই কমিটির সভাপতি প্রার্থী ছিলেন।

অবৈধ হাসপাতাল ভয়ংকর চিকিৎসা

ঢাকা ডেস্কঃ থমকে আছে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা অবৈধ নিবন্ধনহীন হাসপাতালের বিরুদ্ধে অভিযান। চিকিৎসা অবহেলায় রোগী মৃত্যুর অভিযোগে দেশব্যাপী আলোচনা শুরু হলে তখন নড়েচড়ে বসে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। বিভিন্ন মৌসুমে বারবার হাঁকডাক দিয়ে অভিযান শুরু করলেও শেষ পর্যন্ত কোনো ঘোষণা ছাড়াই আবার থেমে যায়।

গত বছর রাজধানীর বাড্ডার সাঁতারকুল এলাকার ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে খতনা করাতে গিয়ে শিশু আয়ানের মৃত্যুর ঘটনায় লাইসেন্সবিহীন হাসপাতাল নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানায়, লাইসেন্স ছাড়াই কার্যক্রম চালিয়ে আসছিল এ হাসপাতাল। এর কিছুদিন পরই মালিবাগ চৌধুরীপাড়ার জে এস ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড মেডিকেল চেকআপ সেন্টারে আরেক শিশু আহনাফ তাহমিদের মৃত্যুর ঘটনায় দেশজুড়ে শুরু হয় তোলপাড়। এবারও উঠে আসে সেই একই ঘটনা, লাইসেন্স ছিল না এই হাসপাতালটিরও। এর পরেই অবৈধ হাসপাতালের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছিল স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। কাগজকলমে অভিযান চলমান থাকলেও বাস্তবে এর কোনো অস্তিত্ব নেই।

২০২০ সালে এমন অভিযানে নেমেছিল স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। কিন্তু নানামুখী চাপে বন্ধ হয়ে যায়। ২০২২ সালের ২৫ মে আকস্মিক ঘোষণা দিয়ে অবৈধ স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযানে নামে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। ওই সময় বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানকে জরিমানাসহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। লাইসেন্স নবায়নের সময়ও বেঁধে দেওয়া হয় কিছু প্রতিষ্ঠানকে। তবে পরবর্তীতে সেই অভিযানের গতি কমে এলে আবারও সক্রিয় হয়ে ওঠে অবৈধ সেবা প্রতিষ্ঠানগুলো। ২০২৩ সালে ডেঙ্গুর ব্যাপকতা বাড়ার সুযোগ নিয়ে অবৈধ প্রতিষ্ঠানগুলোর দৌরাত্ম্য বাড়লে অভিযানে নামে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। কিন্তু সেটিও ঝিমিয়ে পড়ে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হাসপাতাল ও ক্লিনিক শাখা সূত্রে জানা যায়, গত বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত সারা দেশে হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও ব্লাড ব্যাংকের সংখ্যা ছিল ১৬ হাজার ৮৪৫টি। এর মধ্যে হাসপাতাল ৫ হাজার ৫৬০টি, ডায়াগনস্টিক সেন্টার ১১ হাজার ৬২টি এবং ব্লাড ব্যাংক ২২৩টি। এর মধ্যে ঢাকা বিভাগে নতুন অনুমোদন পেয়েছে ৩৭৯টি, লাইসেন্স নবায়ন হয়েছে ১ হাজার ৫৯৩টির। চট্টগ্রামে অনুমোদন পেয়েছে ১৬০টি, লাইসেন্স নবায়ন হয়েছে ৯২৫টির। সিলেটে অনুমোদন পেয়েছে ২৩টি, লাইসেন্স নবায়ন হয়েছে ২২৫টি। ময়মনসিংহে অনুমোদন পেয়েছে ৪৩টি, লাইসেন্স নবায়ন হয়েছে ১১৫টির। খুলনায় অনুমোদন পেয়েছে ১০১টি, লাইসেন্স নবায়ন হয়েছে ৩৮৩টির। বরিশালে অনুমোদন পেয়েছে ৬৭টি, লাইসেন্স নবায়ন হয়েছে ৩৩৯টির। রংপুরে অনুমোদন পেয়েছে ৮০টি, লাইসেন্স নবায়ন হয়েছে ১১৮টির। রাজশাহীতে অনুমোদন হয়েছে ১২৪টি, লাইসেন্স নবায়ন হয়েছে ২২৮টির। জনস্বাস্থ্যবিদরা বলেন, কোথাও কোনো দুর্ঘটনা কিংবা ভুল চিকিৎসার অভিযোগ উঠলেই শুরু হয় অভিযান। কিছুদিন পর আবার এমনিতেই সবকিছু থেমে যায়। এ ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. সৈয়দ আবদুল হামিদ বলেন, 'দেশের বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক সেন্টার এবং ব্লাড ব্যাংক মনিটরিংয়ে যুগোপযোগী আইনের প্রয়োজন। ১৯৮২ সালের অধ্যাদেশ দিয়ে চলছে সারা দেশের ১৬ হাজারের বেশি হাস-পাতাল, ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মনিটরিং। ২০১৬ সাল থেকে এ আইনকে যুগোপযোগী করার চেষ্টা করা হচ্ছে। স্বাস্থ্যসেবা সুরক্ষা আইনের খসড়ায় এ বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু এই খসড়া বেশ কিছু দিন ধরে বিভিন্ন টেবিলে ঘুরছে।' তিনি আরও বলেন, 'স্বাস্থ্যসেবার এ অব্যবস্থাপনায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে রোগী ও স্বজনরা। প্রাণহানি, অঙ্গহানি, শারীরিক-মানসিক ট্রমার সঙ্গে আর্থিক ক্ষতির শিকারও হতে হচ্ছে। চিকিৎসাসেবার ক্ষেত্রে অবহেলা কোনোভাবেই কাম্য নয়।'

সার্বিক বিষয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হাসপাতাল ও ক্লিনিক শাখার পরিচালক ডা. আবু হোসেন মো. মঈনুল আহসান বলেন, 'সারা বছর বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও ব্লাড ব্যাংক মনিটরিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ঘোষণা দিয়ে কাজটি পরিচালনা করা হচ্ছে না বলে অনেক সময় ধীরগতি মনে হতে পারে। কিন্তু স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এই মনিটরিং প্রক্রিয়া সবসময় চলমান থাকে। দেশের সব হাস-পাতাল ও ক্লিনিককে নিয়মের মধ্যে নিয়ে এসে মানসম্মত
চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে আমাদের চেষ্টা অব্যাহত আছে।'

নবীগঞ্জে মহাসড়কের অধিগ্রহণকৃত জমির ন্যায্যমূল্যের দাবিতে মানববন্ধন

ঢাকা ডেস্কঃ হবিগঞ্জের নবীগঞ্জে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ৬ লেন নির্মাণে অধিগ্রহণকৃত জমি, ঘর-বাড়ি, বিল্ডিং, মার্কেট ও গাছপালার ক্ষতিপূরণের ন্যায্যমূল্য পাওয়ার দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল দুপুর ১২টায় উপজেলার দেবপাড়া বাজারে ক্ষতিগ্রস্ত মালিক ও এলাকাবাসীর আয়োজনে এ মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়। গোলাম মো. সকুরের সভাপতিত্বে ও কামরুল ইসলামের পরিচালনায় মানববন্ধনের শুরুতেই কর্মসূচি ঘোষণা করেন শাহ মিজানুর রহমান। এ সময় বক্তারা বলেন, আগামী ৩১শে জানুয়ারির মধ্যে অধিগ্রহণকৃত জমির মালিকদের আলাপ করে ন্যায্যমূল্য নির্ধারণ করতে হবে। ন্যায্যমূল্যের দাবি না মানলে মহ-াসড়ক অবরোধ ও জেলা প্রশাসক কার্যালয় ঘেরাওসহ বৃহত্তর কর্মসূচি দেয়া হবে। মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন- মো. শফিকুল ইসলাম, সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান মাওলানা আশরাফ আলী, মো. আশিকুর রহমান, সিরাজ মিয়া, আশরাফ উদ্দিন, সমুজ মিয়া, আব্দুল আলী লুৎফুর রহমান, সুফিয়ান, কাজী তাজুল ইসলাম সাহেদ, সৈয়দ জুবায়ের, সৈয়দ রুবেল মিয়া মিন্টু, সাজ্জাদ মিয়া, ইছা ও আনসার ইসলাম প্রমুখ।

স্ত্রীকে হত্যা করে থানায় স্বামী

ঢাকা ডেস্কঃ মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে নিজের দ্বিতীয় স্ত্রী মনোয়ারা বেগম (৩৫)কে পরকীয়া সন্দেহে গলায় ওড়না পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে থানায় হাজির হয়ে আত্মসমর্পণ করেছেন আজাদ বঙ নামে এক স্বামী। এ ঘটনায় ঘাতক স্বামী আজাদ বঙ্ককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল সকাল ১০টার দিকে পৌর এলাকার দক্ষিণ আলেপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত মনোয়ারা পৌর এলাকার দক্ষিণ আলেপুর গ্রামের মৃত মন্তাজ মিয়ার মেয়ে।

থানা হাজতে আজাদ বলেন, পারিবারিক কলহ ও পরকীয়ায় লিপ্ত থাকায় তার স্ত্রীকে হত্যা করেছেন। এতে তিনি অনুতপ্ত নন। অশান্তির জীবন থেকে মুক্তি পেয়েছেন। আজাদ বঙ্গের প্রথম স্ত্রী স্থানীয় একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক বলে জানা গেছে। কমলগঞ্জ থানার ওসি সৈয়দ ইফতেখার হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, নিজের স্ত্রীকে হত্যার পর স্বামী থানায় হাজির হয়ে আত্মসমর্পণ করেছে। পরে ঘাতক আজাদ বঙ্ককে গ্রেপ্তার করা হয়। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মৌলভীবাজার মর্গে পাঠানো হয়েছে। পরিবারের পক্ষ থেকে মামলার প্রস্তুতি চলছে।

ফজরের নামাজে গিয়ে নিখোঁজ, রাতে ৫০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি

ঢাকা ডেস্কঃ কক্সবাজার টেকনাফে বাড়ি থেকে ফজরের নামাজ পড়তে বের হয়েছিলেন মো. শাকের আহমদ (৬০)। পরে সারা দিন তার কোনো খোঁজ পাননি স্বজনেরা। রাতে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি ফোন করে জানান, তাকে অপহরণ করা হয়েছে। জীবিত ফিরে পেতে চাইলে দিতে হবে ৫০ লাখ টাকা।

গতকাল সোমবার সকালে কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলার হোয়াইক্যংয়ের ঘোনারপাড়া থেকে নিখোঁজ হন শাকের আহমদ। তিনি টেকনাফ হোয়াইক্যং মিনা বাজার ঘোনা পাড়ার এলাকার বাসিন্দা।

অপহৃত শাকের আহমদ ৩ বছর আগে মালয়েশিয়া থেকে প্রবাস জীবন শেষ করে বাড়িতে আসে। তার এক ছেলে মালয়েশিয়ায় নাগরিকত্ব নিয়ে মালয়েশিয়া থাকেন।

মঙ্গলবার দুপুরে এসব তথ্য নিশ্চিত করে টেকনাফ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কমকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন বলেন, 'ঘটনার খবর পেয়ে অপহৃতকে উদ্ধারে পুলিশের অভিযান চলছে। মুক্তিপণের বিষয়টি আমিও শুনেছি।'

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, সোমবার ফজরের নামাজ পড়তে বের হয়ে বাড়িতে ফিরে না আসায় বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করা হয় শাকেরকে। পরে গতকাল রাত সাড়ে ৮ টার দিকে তার স্ত্রী হাসিনা বেগমকে অচেনা নম্বর থেকে ফোন করে ৫০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করা হয়। টাকা না দিলে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়।

অপহৃত শাকের আহমদের ছেলে আব্দুল্লাহ জানান, আমার বাবা ১৩ জানুয়ারি ফজরের নামাজ পড়তে এলাকার মসজিদে যায়। নামাজ শেষে বাড়িতে ফিরে না আসায় অনেক খোঁজাখুঁজি করি, কিন্তু কোথায় না পেয়ে আমরা অনেক ভয়ের মধ্যে ছিলাম। পরে রাতে আমার আম্মুর নম্বরে ফোন করে অপহরণের কথা বলে ৫০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে। অপহরণের বিষয়ে টেকনাফে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি। আমার বৃদ্ধ পিতাকে উদ্ধারের জন্য আইন-প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে সহযোগিতা চাই।

আমরণ অনশনে বহিষ্কৃত এসআইরা

ঢাকা ডেস্কঃ চাকরিতে পুনর্বহালের দাবিতে ফের সচিবালয়ের সামনে অবস্থান নিয়েছেন পুলিশের ৪০তম ব্যাচের অব্যাহতি পাওয়া শিক্ষানবিশ উপ-পরিদর্শক (এসআই)রা। গতকাল সকাল ১০টার পর থেকে আব্দুল গণি রোডে সচিবালয়ের এক ও দুই নম্বর গেটের বিপরীতে অবস্থান নেন তারা। সরজমিন দেখা গেছে, বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে তারা দাঁড়িয়ে আছেন। দাবি পূরণে কোনো আশ্বাস না পেলে আমরণ এ কর্মসূচি পালন করবেন বলে তারা জানিয়েছেন। অবস্থানকারী সদস্যরা বলেন, শিগ্‌গিরই আমাদের বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত আসবে বলে প্রত্যাশা করছি। তবে, সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত না আসা পর্যন্ত অবস্থান কর্মসূচি চলমান থাকবে বলেও জানান তারা। চাকরিপ্রত্যাশীরা বলেন, বিকাল ৪টায় এক সংবাদ সম্মেলনে আমরা আমরণ অনসনের সিদ্ধান্তের বিষয়ে জানিয়েছি। আমরা শান্তিপূর্ণ অবস্থান কর্মসূচি পালন করছি। কোনো স্লোগান নেই। বিক্ষোভ নেই। আমরা আমাদের দাবির পক্ষে দাঁড়িয়েছি। আমরা আশা করছি সরকার এ বিষয়ে দ্রুত ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেবে। এর আগে প্রশিক্ষণ থেকে অব্যাহতি দেয়ার প্রতিবাদ ও চাকরিতে পুনর্বহালের দাবিতে গত ৫ ও ৬ই জানুয়ারি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সামনে অবস্থান নিয়েছিলেন তারা। অব্যাহতি পাওয়া এসআইরা বলেন, আমাদের একটি প্রতিনিধি দল এদিন স্বরাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে দেখা করতে যান। এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেবেন বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন স্বরাষ্ট্র সচিব নাসিমুল গণি। এখন পর্যন্ত এর দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছে না। যে কারণে আমরা ৩২১ জন আবার অবস্থান কর্মসূচি পালন করছি। অবস্থান কর্মসূচিতে আসা মিনহাজ উদ্দিন বলেন, খুবই তুচ্ছ অভিযোগে আমাদের অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। পুলিশ একাডেমি সারদার ইতিহাসে একসঙ্গে এত মানুষের অব্যাহতি দেয়ার ঘটনা নজিরবিহীন। আমাদের সঙ্গে অন্যায় করা হয়েছে। আমাদের চাকরি ফিরিয়ে দেয়া হোক। আরেক অব্যাহতি পাওয়া এসআই অম্‌লান মিত্র বলেন, আমি ২০২৩ সালের ৪ঠা নভেম্বর ট্রেনিংয়ে অংশ নিই। অব্যাহতি দেয়া হয় ২০২৪ সালের ৪ঠা নভেম্বর। আমাকে বলা হচ্ছে- ক্লাসে অমনোযোগী এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী। কিন্তু আমি অর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষায় ৮০৪ সদস্যের মধ্যে ১০০ নম্বর তালিকায় ছিলাম। অমনোযোগী থাকলে তো এমন ফলাফল হওয়ার কথা না। কর্মসূচিতে আসা আরেকজন নাম প্রকাশ না করে বলেন, আমরা এক বছর অনেক ত্যাগ স্বীকার করে প্রায় বিনাবেতনে ট্রেনিং করেছি। যখন চাকরিতে নিয়মিত হবো তখনই আমাদের বাদ দেয়া হলো। এর থেকে কষ্টের আর কিছু হতে পারে না। পুলিশের ৪০তম ক্যাডেট এসআই ব্যাচে ৮৫৭ জন সুপারিশপ্রাপ্ত হয়েছিলেন বলে জানিয়েছে পুলিশ সূত্র। এর মধ্যে ৮২৩ জন এসআই সদস্য চাকরিতে যোগদান করেন। ২০২৩ সালের ৪ঠা নভেম্বর তাদের প্রশিক্ষণ শুরু হয়। প্রশিক্ষণ অবস্থায় ১৯ জন বিভিন্ন কারণে ট্রেনিং থেকে চলে যান। গত বছরের ৪ঠা নভেম্বর এ এসআই ব্যাচের প্রশিক্ষণ শেষ করে পাসিং আউট নিয়ে বিভিন্ন ইউনিটে যোগদানের কথা ছিল। কিন্তু শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে কয়েক দফায় ৩২১ জনকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। যদিও কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলায় জড়িত ছিলেন না বলে দাবি করেন তারা। তবে পুলিশ একাডেমি থেকে যদি শৃঙ্খলাজ-নিত কারণে কাউকে বের করে দেয়া হয়, তাকে আর নেয়া হয় না বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। গত ৬ই জানুয়ারি ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) কার্যালয়ে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, এটা শুধু আমাদের পুলিশ একাডেমি বলে নয়, পৃথিবীর সব জায়গায় একই নিয়ম। আমাদের রাজশাহী সারদা পুলিশ একাডেমি পুরো এশিয়ার মধ্যে খুবই নাম করা। তাদের শৃঙ্খলাজনিত কারণে বের করা হয়েছে। এটা যে সত্য তার বড় প্রমাণ হচ্ছে তারা সচিবালয় এসে বিশৃঙ্খলা করছেন।

এ সপ্তাহের জন্মভূমির কার্টুন

নামাজের সময়সূচী

জানুয়ারী	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
ফজর	০৩;৫৪	০৩:৫৫	০৩:৫৬	০৩:৫৭	০৩:৫৮	০৩:৫৯	০৪:০০
যোহর	০১:০১	১১:৪১	০১:০১	০১:০১	০১:০২	০১:০২	০১:০৩
আসর	০৬:১৩	০৬:১৩	০৬:১৩	০৬:১৩	০৬:১৩	০৬:১২	০৬:১২
মাগরিব	০৮:৩০	০৮:২৯	০৮:২৯	০৮:২৯	০৮:২৮	০৮:২৮	০৮:২৮
এশা	১০:০৭	১০:০৭	১০:০৬	১০:০৫	১০:০৫	১০:০৪	১০:০৩

পূজার সময়সূচী

কুইন্সের সকল হিন্দু মন্দিরের সময়সূচী

সকাল ৭ টা থেকে রাত ৯ টা পর্যন্ত। সকাল ৭ টায় আরতী ও ভোরের পূজা সন্ধ্যা ৭ টায় আরতী ও সন্ধ্যা পূজা

(এছাড়াও পূণ্যার্থীদের অনুরোধে পুরোহিত গণ নিয়মিত সকাল থেকে সন্ধ্যা পযর্ন্ত পূজা অর্চনা করে থাকেন)

বৌদ্ধদের পূজার সময়সূচী

মন্দির খোলা থাকে সকাল ৬ টা থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত।

ভোরের পূজা ৬ টায় দুপুরের পূজা ১২ টায় সন্ধ্যার পূজা ৬ টায়

(এছাড়াও পূণ্যার্থীদের অনুরোধে নিয়মিত সকাল থেকে সন্ধ্যা পযর্ন্ত পূজা করা হয়)

চার্চে প্রার্থনার সময়সূচী

নিউইয়র্ক এলাকার সকল গীর্জা খোলা থাকে সকাল ৮ টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত। প্রতি রবিবার সকাল ১১ টায় প্রার্থনা ও মধ্যরাতে বিশেষ প্রার্থনা করা হয়।

(এছাড়াও প্রতিদিনই পূণ্যার্থীদের সমাগম ঘটে ও প্রার্থনা করা হয়)

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের উন্নতি

ঢাকা ডেস্কঃ লন্ডনে চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষা চলছে। স্বাস্থ্যের প্যারামিটারগুলোর কিছু কিছু ক্ষেত্রে উন্নতি হয়েছে। বাংলাদেশের এভার কেয়ার হাসপাতালে পরীক্ষার রিপোর্টের সঙ্গে লন্ডন ক্লিনিকের রিপোর্টের মধ্যে পার্থক্য উনিশ-বিশ বলে গতকাল জানিয়েছেন খালেদা জিয়ার চিকিৎসায় গঠিত মেডিক্যাল বোর্ডের একজন সদস্য।

ওই সদস্য জানান, বেগম জিয়া আগের চেয়ে ভালো আছেন। শুধু কিছুটা ভোগাচ্ছে ওয়েদার। লন্ডনে এবার বেশি ঠান্ডা পড়ছে। তিনি বলেন, কিভাবে লিভার প্রতিস্থাপন করা যায়; সেটি নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বয়স একটা বড় ফ্যাক্টর। ঝুঁকির কারণে শেষ পর্যন্ত এটি না-ও হতে পারে। প্রয়োজনে কিছু পরীক্ষা একাধিকবার করা হচ্ছে। যাতে লিভার প্রতিস্থাপনের বিষয়ে কনক্রিট (চূড়ান্ত) সিদ্ধান্ত নেয়া সহজ হয়।

জানা গেছে, চিকিৎসকরা কোনো সিদ্ধান্ত না দেয়া পর্যন্ত খালেদা জিয়া লন্ডন ক্লিনেকেই থাকবেন। হাসপাতালে প্রতিদিন পরিবারের সদস্যরা যাচ্ছেন। বিএনপি চেয়ারপারসন সব খাবার খেতে পারেন না। চিকিৎসকদের পরামর্শে তাকে তরল-জাতীয় খাবার দেয়া হচ্ছে। নিয়মিত বাসা থেকে স্যুপ-ডালসহ নানা জাতীয় তরল খাবার তৈরি করে হাসপাতালে নিয়ে আসেন খালেদা জিয়ার পুত্রবধূ ডা: জুবাইদা রহমান। তার দুই পুত্রবধূ সার্বক্ষণিক হাসপাতালে আসা-যাওয়ার মধ্যে আছেন। তিন নাতনিও অদলবদল করে হাসপাতালে থাকছেন।

জানা গেছে, 'দ্য লন্ডন ক্লিনিক'-এ কার্ডিওলজিস্ট, আইসিইউ স্পেশালিস্ট, ইন্টারন্যাল মেডিসিন স্পেশালিস্ট, ফিজিওথেরাপিস্টসহ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেছেন। তারা আরো কিছু পরীক্ষা করার পরামর্শ দিয়েছেন।

এ দিকে খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করেছেন মহিলা দলের সভাপতি আফরোজা আব্বাস। এ সময় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাসও উপস্থিত ছিলেন। খালেদা জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে আফরোজা আব্বাস সাংবাদিকদের বলেন, 'মাশাল্লাহ, ম্যাডামকে দেখে অনেক ভালো লেগেছে। আশাকরি, অচিরেই তিনি সুস্থ হয়ে দেশে ফিরে দেশ ও জনগণের হাল ধরবেন। মানসিকভাবে বেগম জিয়া সবসময় স্ট্রং ছিলেন। এ জন্য এখনো এভাবে মেরুদন্ড সোজা করে আছেন। অন্য কেউ হলে এতদিনে খুঁজে পাওয়া যেত না।'

এদিকে খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন গতকাল বলেন, ম্যাডাম যথেষ্ট ভালো আছেন। তার স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে।

গত বুধবার (০৮ জানুয়ারি) বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় খালেদা জিয়াকে যুক্তরাজ্যের পশ্চিম লন্ডনের বিশেষায়িত হাসপাতাল 'লন্ডন ক্লিনিকে' ভর্তি করা হয়। সেখানে তিনি অধ্যাপক ডা. প্যাট্রিক কেনেডির অধীনে ভর্তি রয়েছেন।

শেখ হাসিনা সুবিধা দেয়ায় সীমান্তের বেড়া দিয়েছে ভারত : রিজভী

ঢাকা ডেস্কঃ শেখ হাসিনা সুবিধা দেয়ায় বাংলাদেশ সীমান্তের ১৬০টি স্থানে ভারত কাঁটাতারের বেড়া দিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন, বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী।

গতকাল সোমবার সকালে রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক দোয়া মাহফিলে তিনি এ মন্তব্য করেন। জাতীয়তাবাদী রিকশা-ভ্যান-অটোরিকশাচালক শ্রমিক দলের উদ্যোগে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার আশু রোগমুক্তি কামনায় এই দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী বলেন, শেখ হাসিনা ২০১০ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ভারতকে নানা সুবিধা দিয়েছেন। এই সুবিধার কারণে ভারত নানা অসম কাজ করেছে। দুটি স্বাধীন দেশের মধ্যে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে যে কাজগুলো করা যায়, সেটা না করে ভারত জোর করে সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দিয়েছে। শেখ হাসিনা সুবিধা দেয়ায় বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বকে দুর্বল করে ভারত সীমান্তের ১৬০টি জায়গায় কাঁটাতারের বেড়া দিয়েছে।

তিনি বলেন, ভারতের সাথে ৪ হাজার ৬০০ কিলোমিটার সীমান্তের মধ্যে ৩ হাজার কিলোমিটারের বেশি কাঁটাতারের বেড়া দেয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক নিয়ম, বিধিবিধান, দুই দেশের মধ্যকার চুক্তি, আলাপ-আলোচনাও মানছে না ভারত। শূন্যরেখা থেকে ১৫০ গজ সীমানার মধ্যে কোনো উন্নয়ন পরিকল্পনা নিতে গেলে দুই দেশের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করতে হবে।

কিন্তু সেটা না মেনে লালমনিরহাটসহ বিভিন্ন জায়গার সীমান্তে ভারত কাঁটাতারের বেড়া দেয়ার চেষ্টা করেছে। এর বিরুদ্ধে যে জনগণ দাঁড়াতে পারে, বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষীরা প্রতিরোধ করতে পারেন, এ দৃষ্টান্ত শেখ হাসিনার আমলে তিনি স্থাপন করতে দেননি। তিনি ফ্যাসিজম দিয়ে, তার নির্দয়তা দিয়ে, তার নির্মমতা দিয়ে ভারতের সেবাদাস হয়ে কাজ করেছেন।

বিএনপির এই মুখপাত্র বলেন, 'শেখ হাসিনা একটা কথা বলতেন, নিজের দলের লোকদেরও বলেছেন যে আমার দলের লোকদের মধ্যে অনেককে কেনা যায়, কিন্তু শেখ হাসিনাকে কেনা যায় না। আরে, আপনাকে (শেখ হাসিনা) তো সবার আগে কেনা যায়। ভারত আপনাকে সবার আগে কিনেছে, তাই আপনার নিজের দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব এবং গৌরবকে আপনি পদদলিত করে ভারতকে অসম কাজ করার সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেন।'

দোয়া মাহফিলে ছাত্র-জনতার বিপ্লবে রিকশা-ভ্যান-অটোরিকশার চালকদের ভূমিকা, আত্মত্যাগ, বীরত্ব, আহত হওয়ার কথা স্মরণ করে রিজভী আহমেদ আহত ব্যক্তিদের পাশে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের থাকার অঙ্গীকারের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন।

মডেল তিন্নি হত্যায় সাবেক এমপি অভি খালাস

ঢাকা ডেস্কঃ মডেল সৈয়দা তানিয়া মাহবুব তিন্নি হত্যা মামলা থেকে খালাস পেয়েছেন সাবেক সংসদ-সদস্য গোলাম ফারুক অভি। মঙ্গলবার ঢাকার দ্বিতীয় অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক শাহিনুর আখতার এ রায় ঘোষণা করেন। রায়ে বিচারক বলেন, রাষ্ট্রপক্ষ মামলার একমাত্র আসামির বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ প্রমাণ করতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। তাই আসামি অভিযোগ থেকে খালাস পেয়েছেন। রায় ঘোষণার সময় ভিকটিমের পরিবারের কেউ আদালতে উপস্থিত ছিলেন না।

মামলার বিচার চলাকালে ২০২২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি তিন্নির বাবা সৈয়দ মাহবুব করিম আদালতে জবানবন্দি দেন এবং আসামির দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন। এর আগে রাষ্ট্রপক্ষ ও সরকারিভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত আইনজীবী তাদের যুক্তিতর্ক শেষ করেন এবং আদালত মামলার বাদীসহ ২৬ জন সাক্ষীর জবানবন্দি রেকর্ড করেন।

২০০২ সালের ১০ নভেম্বর বুড়িগঙ্গা নদীর ওপরে বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু-১-এর নিচে তিন্নির লাশ পাওয়া যায়। এ ঘটনায় কেরানীগঞ্জ থানায় মামলা হয়। থানার উপপরিদর্শক শফিউদ্দিন অভিযান চালিয়ে তিন্নির সাবেক স্বামী শাফকাত আহমেদ পিয়ালসহ স্বপন গাজী, গাজী শরিফুল্লাহ তপন, শফিকুল ইসলাম জুয়েল ও সোমনাথ সাহা বাপ্পীকে গ্রেফতার করেন। পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) ২০০৮ সালের ৮ নভেম্বর অভির বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করে এবং পিয়াল ও অন্যদের নাম বাদ দেওয়া হয়।

অভিযোগপত্রে বলা হয়, অভির প্ররোচনায় মডেল তিন্নি তার স্বামীকে তালাক দেন। কিন্তু অভি এরপর তিন্নিকে বিয়ে করতে অস্বীকৃতি জানান। তিন্নি এসব তথ্য মিডিয়ায় ফাঁস করে দেওয়ার হুমকি দেন। ক্ষিপ্ত হয়ে অভি ২০০২ সালের ১০ নভেম্বর সন্ধ্যার পর রাতের যে কোনো সময় তিন্নিকে হত্যা করে লাশ গুম করার জন্য গাড়িতে করে কেরানীগঞ্জ থানার বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু-১-এর কাছে ফেলে রাখেন।

২০১০ সালের ১৪ জুলাই অভির বিরুদ্ধে বিচার শুরুর আদেশ দেন ঢাকার সপ্তম অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালত। একই সঙ্গে বিভিন্ন তারিখে অভিকে আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেন আদালত। কিন্তু অভি আদালতে হাজির হননি। পরে আদালত তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন।

মামলার নথিতে দেখা যায়, পলাতক অভি কানাডা থেকে তার আইনজীবী বরাবর একটি চিঠি লেখেন। এর কপি দেওয়া হয় ঢাকার জেলা ও দায়রা জজ আদালতের প্রধান সরকারি কৌঁসুলিকেও। এতে অভি দাবি করেন, ১৯৯৬ সালে বরিশাল-২ আসন থেকে তিনি সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হন এবং তিনি আইনের শাসনে বিশ্বাসী। ষড়যন্ত্রমূলকভাবে তিন্নি হত্যা মামলায় তাকে আসামি করা হয়েছে। মামলার এজাহারে তার নাম ছিল না। বিশ্বস্ত সূত্রে তিনি জানতে পারেন, তাকে গ্রেফতার করে নির্যাতন করা হতে পারে-এমন আশঙ্কা থেকে তিনি দেশ ছেড়ে কানাডায় চলে যান।

যুক্তরাষ্ট্রের 'ন্যাশনাল প্রেয়ার ব্রেকফাস্টে' তারেক রহমান সহ ৩ জন আমন্ত্রিত

ঢাকা ডেস্কঃ যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প 'ন্যাশনাল প্রেয়ার ব্রেকফাস্ট' অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানসহ ৩ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। বাসস

ইউএস কংগ্রেসনাল কংগ্রেসের নেতৃত্বে আগামী ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হবে।

আজ শনিবার বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান বাসস'কে এ তথ্য জানান। শায়রুল কবির খান জানান, গতকাল ১০ জানুয়ারি বিএনপি মহাসচিব এই আমন্ত্রণপত্র পেয়েছেন। বিএনপির প্রতিনিধিদলে দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ছাড়াও আমন্ত্রণ পেয়েছেন মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর,স্থায়ী কমিটির সদস্য ও চেয়ারপার্সন'র ফরেন অ্যাফেয়ার্স অ্যাডভাইজারি কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী।

উল্লেখ্য, ন্যাশনাল প্রেয়ার ব্রেকফাস্ট একটি বার্ষিক অনুষ্ঠান, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আয়োজিত হয়। এটি সাধারণত ফেব্রুয়ারির প্রথম বৃহস্পতিবার ওয়াশিংটন ডিসি'তে অনুষ্ঠিত হয়। প্রার্থনা এবং আন্তঃধর্মীয় সংলাপের মাধ্যমে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতাদের একত্র করার প্ল্যাটফর্ম হিসেবেও বিশ্ববাসীর কাছে পরিচিত।

প্রয়োজনীয় সংস্কার শেষ হতে পারে এ বছরের শেষের দিকে : সারজিস আলম

ঢাকা ডেস্কঃ জাতীয় নাগরিক কমিটির মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম বলেছেন, স্বচ্ছ নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার করা প্রয়োজন। আর এ প্রয়োজনীয় সংস্কারের কাজ চলতি বছরের মাঝামাঝিতে শেষ হবে না।

প্রয়োজনীয় সংস্কার শেষে চলতি বছরের মাঝামাঝিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্ভব-দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শীর্ষনেতাদের এমন বক্তব্যের জবাবে মঙ্গলবার একটি বেসরকারি টেলিভিশনের দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি এ মন্তব্য করেন।

সারজিস আলম বলেন, ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থান হয়েছে। এ গণ-অভ্যুত্থানের এখনো এক বছর হয়নি। এখন যদি বলা হয় চলতি বছরের মাঝামাঝিতে নির্বাচন করতে হবে, অর্থাৎ এক বছরের আগেই তারা যদি নির্বাচন চায়; তাহলে আমাদের মনে হয়-তাদের চোখের সামনে শুধুই ক্ষমতা।

জাতীয় নাগরিক কমিটির মুখ্য সংগঠক বলেন, যারা বছরের মাঝামাঝিতে নির্বাচন চায়, তাদের চোখের সামনে শুধু ক্ষমতা থাকার কথা ছিল না। বরং তাদের চোখের সামনে আন্দোলনের শহিদদের লাশ আর রক্ত থাকার কথা ছিল। শহিদদের পরিবার ও আহতের জন্য হাহাকার থাকার কথা ছিল। কিন্তু তাদের চোখের সামনে শুধুই ক্ষমতা।

উল্লেখ্য, সময় যত যাচ্ছে, ততই নির্বাচনের দাবিতে সরব হচ্ছে বিএনপি। চলতি বছরের জুলাই-আগস্টের মধ্যেই জাতীয় সংসদ নির্বাচনের উদ্যোগ নিতে ইতোমধ্যেই অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে দলটি। তাদের দাবি, নির্বাচন যত বিলম্ব হবে, ততই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট বৃদ্ধি পাবে। বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলছেন, আমরা বারবার বলছি নির্বাচিত সরকারের কোনো বিকল্প নেই। এটা গণতন্ত্রের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমরা মনে করি, এ বছরের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যেই নির্বাচন সম্ভব। সরকার, নির্বাচন কমিশন ও রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি-দেশের বৃহত্তর স্বার্থে এ বছরের মাঝামাঝি সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য আমরা ব্যবস্থা নিতে পারি।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

সাপ্তাহিক জন্মভূমি
প্রবাসে বাংলাদেশের মুখ

১৬ জানুয়ারী ২০২৫, ০২ পৌষ বাংলা ১৪৩১

সম্পাদক	রতন তালুকদার
সহযোগী সম্পাদক	শিকদার হুমায়ন কবীর
ঢাকা প্রতিনিধি	আবুল কালাম
উত্তরবঙ্গ প্রতিনিধি	সাইফুদ্দিন আহমেদ
কলকাতা প্রতিনিধি	সোমনাথ গাঙ্গুলী
ইউরোপ প্রতিনিধি	নুরুল ইসলাম বকুল
ওয়াশিংটন প্রতিনিধি	মাইকেল বিকাশ গোমেজ
ক্যালিফোর্নিয়া প্রতিনিধি	ড. মিতুল বড়ুয়া

সম্পাদকীয়

অনলাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmabhumi.com

বিমানবন্দরের যাত্রীরা কতকাল নিগৃহীত হবেন?

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হলো বিদেশ থেকে এদেশে ঢোকার প্রবেশদ্বার, একই সঙ্গে দেশের বাইরের বাকি অংশে যাওয়ার বহির্গমন দ্বার। সুতরাং এ বিমানবন্দরের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু আমরা লক্ষ করছি, বেসরকারি বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) অধীনে থাকা বিমানবন্দরটির নিরাপত্তাব্যবস্থা খুব নাজুক হয়ে পড়েছে। বিমানবন্দরের নিরাপত্তা বিভাগ এভিয়েশন সিকিউরিটি যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হচ্ছে। যাত্রীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা যেন এ কর্তৃপক্ষের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, যাত্রীদের হেনস্তা করার মধ্যে এক ধরনের গৌরব রয়েছে। বিশ্বাস করা কষ্টকর, নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তা-কর্মচারীরা যাত্রীদের মারধরও পর্যন্ত করছেন এবং এ ধরনের ঘটনা ঘটছে প্রতিনিয়ত। আক্রমণটা হচ্ছে প্রধানত প্রবাসীদের অর্থাৎ রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের ওপর।

সম্প্রতি নরওয়েপ্রবাসী এক পরিবারের সদস্যদের পিটিয়ে রক্তাক্ত করা হয়েছে। এ ঘটনায় প্রবাসীরা শুধু মর্মাহতই হননি, তারা ব্যাপক ক্ষোভও প্রকাশ করেছেন। তাদের ওপর হামলার ভিডিও ক্লিপ ভাসছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। নিন্দার ঝড় বইছে নিরাপত্তা কর্মীদের বিরুদ্ধে।

বেবিচকের চেয়ারম্যান বলছেন, তারা যাত্রীদের সর্বোচ্চ সেবা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। আরও বলেছেন, প্রতিদিন অসংখ্য যাত্রী ও তাদের স্বজনরা বিমানবন্দরে আসেন বলে দু-চারটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটতেই পারে। তার এ কথা মেনে নেওয়া কষ্টকর। দু-চারটি নয়, বিমানবন্দরে যাত্রী হয়রানি ও শারীরিক লাঞ্ছনার ঘটনা হরহামেশাই ঘটে চলেছে। কথার দুর্ব্যবহার সাধারণ নিয়মে পরিণত হয়েছে। প্রবাসীরা দেশে ফেরেন দীর্ঘ ক্লান্তিকর যাত্রা শেষে। বিমানবন্দরে নামার পর যদি তারা দুর্ব্যবহারের শিকার হন, তখন তাদের কেউ কেউ প্রতিবাদ করতেই পারেন। কিন্তু প্রতিবাদ করা হলেই দেখা যাচ্ছে তাদের ওপর চড়াও হচ্ছেন দায়িত্বরতরা। যাত্রীদের ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া, নারী যাত্রীদের গায়ে হাত তোলা, ক্যানোপির ভেতর যাত্রীদের স্বজনকে প্রকাশ্যে মারধর এবং মানব পাচারকারীকে ধরে ছেড়ে দেওয়ার মতো অপেশাদারসুলভ ঘটনার অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

আমরা বিমানবন্দরে সব ধরনের অনভিপ্রেত ঘটনার অবসান দাবি করছি। উপরে যেসব ঘটনার কথা বলা হয়েছে, সেগুলোর পুনরাবৃত্তি যাতে আর না হয়, সেদিকে কর্তৃপক্ষকে সর্বদা দৃষ্টি রাখতে হবে। শুধু বেবিচক নয়, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ও দায়িত্ব এড়াতে পারে না। ভবিষ্যতে বিদেশগামী ও বিদেশফেরত, উভয় যাত্রীরা স্বচ্ছন্দে বিমানবন্দর ত্যাগ করতে পারবে, এটা সবারই চাওয়া।

জন্মভূমি গ্রুপ ইনক্ কর্তৃক নিউইয়র্ক থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত
Weekly Jonmobhumi
Editor & President: Ratan Talukder
Published By Jonmabhumi Group Inc.
37-39-74 Street, Jackson Height-NY-11372
Tell: 718-380-6712, Cell: 646-327-7964
Email: jonmabhumi@gmail.com
Website: www.jonmabhumi.com
Printed in USA

www.jonmobhumi.com

উপসম্পাদকীয়

আজ যে শিশু জন্মাচ্ছে, তার মাথায়ও ১ লাখ টাকার ঋণ?

সেলিম জাহান

২০২৪ সালের জুনের শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারের নেওয়া দেশি ও বিদেশি ঋণের পরিমাণ ১৮ লাখ কোটি টাকা। বাংলাদেশের লোকসংখ্যা যদি ১৮ কোটি ধরা হয়, তাহলে আমাদের প্রত্যেকের রাষ্ট্রীয় ঋণভার হচ্ছে ১ লাখ টাকা। না, এ ঋণভারে কোনো ব্যক্তিগত ঋণ নেই, এটা হচ্ছে রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে আমাদের প্রত্যেকের দায়। আমরা এ দায় না মেটাতে পারলে এ ঋণভার বর্তাবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ওপর। অন্যভাবে বললে, আজ বাংলাদেশে যে শিশু জন্মাচ্ছে, সে এ ঋণভার নিয়েই জন্মাচ্ছে।

সত্যিকার অর্থে ১৮ লাখ কোটি টাকা সংখ্যাটি সত্যিই বিশাল। তবে এ অবস্থা তো এক দিনে তৈরি হয়নি। চার বছর আগে সংখ্যাটি ছিল ১১ লাখ কোটির মতো।

১৮ লাখ কোটি সংখ্যাটি গত কয়েক বছরের তিনটি বাজেটের সমান। মোট ঋণের মধ্যে দেশজ ঋণের পরিমাণ ১০ লাখ ২০ হাজার কোটি টাকা ও বিদেশি ঋণের পরিমাণ ৮ লাখ ১২ হাজার কোটি টাকা। মোট ঋণে দেশজ ঋণের অংশ ছিল ৫৬ শতাংশ ও বিদেশি ঋণের অংশ ৪৪ শতাংশ।

এ প্রসঙ্গে তিনটা কথা বলা দরকার। এক, এই প্রথম দেশজ ঋণ ১০ লাখ কোটির ঘর ছাড়িয়েছে; দুই, গত চার বছরে বিদেশি ঋণ দ্বিগুণ হয়েছে এবং তিন, বাংলাদেশে বর্তমানে মোট ঋণ ও জাতীয় উৎপাদনের অনুপাত হচ্ছে ৩৬ দশমিক ৩ শতাংশ। ৪ বছর আগে সে অনুপাত ছিল ৩২ দশমিক ৪ শতাংশ।

পুরো অবস্থার প্রকৃতি সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা দরকার। এক, ঋণ-জাতীয় দেশজ উৎপাদন অবস্থাটি নজরদারিতে রাখা দরকার, তাতে কোনো সন্দেহ নেই এবং এটা এখন পর্যন্ত সংকটের পর্যায় পৌঁছায়নি। আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভান্ডারের মানদণ্ডে ঋণ-জাতীয় দেশজ উৎপাদনের অনুপাত যেখানে ৫৫ শতাংশ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য, সেখানে বাংলাদেশে সে অনুপাত ৩৬ শতাংশ।

দুই, বাজেটঘাটতি মেটাতে প্রতিবছরই সরকারকে দেশজ ও বিদেশি উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করতে হয়। দেশজ ঋণ সরকার সহজেই নিতে পারে, তাই বিগত সরকার সেই সহজ উৎসটিই বেছে নিয়েছিল। আসলে ঋণ ব্যবস্থাপনায় দক্ষতার অভাবে দেশজ উৎস থেকেই বেশি ঋণ নেওয়া হয়েছিল। তিন, বিদেশি উৎসের ক্ষেত্রে বেশির ভাগ ঋণ নেওয়া হয়েছিল সুষ্ঠু ও বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন ব্যতীত বাছবিচারবিহীন ও দর-কষাকষি ভিন্ন। বিভিন্ন মর্যাদামূলক প্রকল্পের জন্য বিশাল পরিমাণ বিদেশি ঋণ গ্রহণ করা হয়েছে। বলা প্রয়োজন, বিদেশি ঋণদাতারা ঋণ পরিশোধের অতিরিক্ত সময়সীমা কমিয়ে দিয়েছে এবং সুদের হার বাড়িয়েছে। বিভিন্ন মর্যাদামূলক প্রকল্পের ঋণ পরিশোধের অতিরিক্ত মেয়াদ শেষ হয়ে আসছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই বিদেশি ঋণের দায়দেনা পরিশোধের চাপ বেড়েছে।

চার, ঋণ গ্রহণের দায়ের একটি দিক হচ্ছে সুদ পরিশোধ। গত ২০২৩-২৪ সালের অর্থবছরে সুদ পরিশোধের জন্য সরকারি ব্যয় হয়েছে ১ দশমিক ১ লাখ কোটি টাকা, যা জাতীয় দেশজ বাজেটের এক-ষষ্ঠাংশের মতো। গত অর্থবছরে ঋণ সুদ-পরিশোধের হার ছিল ১৭ শতাংশ। বিদেশি ঋণের ক্ষেত্রে আর একটি অতিরিক্ত মাত্রিকতা রয়েছে। বিদেশি ঋণের সুদ বিদেশি মুদ্রায় পরিশোধ করতে হয়। ফলে বিদেশি মুদ্রার মজুত কমে যায়। যেমন ইদানীংকালে বিদেশি ঋণ বেড়ে যাওয়ায় বাংলাদেশের বিদেশি মুদ্রার পরিমাণ ২০ বিলিয়ন ডলারের নিচে নেমে গেছে।

মনে রাখা প্রয়োজন, যেখানে ভারতের মতো দেশে ৫৯ শতাংশের বেশি কর আহরণ করা হয় প্রত্যক্ষ কর থেকে, সেখানে বাংলাদেশে ৬৫ শতাংশ কর আসে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের ওপর শুল্ক এবং 'মূল্য সংযোজন কর' থেকে। কর ফাঁকি রোধ করে এবং কর প্রশাসনের উন্নতি করেও রাজস্ব আয় বাড়ানো যায়।

পাঁচ, ঋণভার দেশের আর্থসামাজিক খাতের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলবে। গত অর্থবছর, অর্থাৎ ২০২৩-২৪ সালে ঋণের সুদ ১ লাখ ১১ হাজার কোটি টাকা। সুদের এই অঙ্ক দেশের শিক্ষা বাজেটকে ছাড়িয়ে গেছে। সুদ পরিশোধের জন্য যদি অধিক পরিমাণে অর্থ ব্যয় করতে হয়, তাহলে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টি ইত্যাদির জন্য সম্পদের লভ্যতা কমে যাবে। ফলে দেশের মানব উন্নয়ন ব্যাহত হবে।

এখন প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হচ্ছে, এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য কী কী করণীয়। এর জন্য প্রথমেই যা করা দরকার, তা হচ্ছে ঋণ গ্রহণের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা করা। কোন কারণে ও কোথায় ঋণ গ্রহণ করা হচ্ছে, তা চিহ্নিত করণ এবং সেসব ঋণের প্রাসঙ্গিকতাও প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বাছাই-যাচাই প্রক্রিয়া এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরি।

দ্বিতীয়ত: বিশাল প্রকল্প, মর্যাদামূলক প্রকল্প, যার অর্থনৈতিক অবদান সুস্পষ্ট নয়, সেগুলো বর্জন করতে হবে। সেই সঙ্গে রাজনৈতিক বিবেচনায় কিংবা রাজনৈতিক চাপ কর্তৃক বিষয়গুলো দ্বারা ঋণ গ্রহণের সিদ্ধান্ত করা উচিত নয়।

তৃতীয়ত: কোন উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করা হবে, সেই সম্পর্কে পরিষ্কার নীতিমালা থাকা দরকার। সে ক্ষেত্রে দেশজ ও বিদেশি ঋণ উৎসের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলো বস্তুনিষ্ঠভাবে নির্ণীত হওয়া দরকার। ঋণের লক্ষ্য, প্রকল্পের যাচাই-বাছাই, দর-কষাকষি, ঋণ ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা দিয়ে ঋণ উৎস নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন।

চতুর্থত: ঋণ পরিশোধ ও সেই সঙ্গে ঋণের ওপর সুদ পরিশোধের জন্য রাজস্ব আহরণ করতে হবে সরকারকে। রাজস্ব আহরণের জন্য সরকার মূলত নির্ভর করছে অপ্রত্যক্ষ করের ওপর। এ নির্ভরতা কমিয়ে বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ করের ভিত্তি আরও বিস্তৃত করা দরকার। - চলমান পাতা ২৯

সীমান্ত সংঘাতের 'মধ্যস্রোত মামলা'

শেখ রোকন

বাংলাদেশ-ভারতের সীমান্তরেখায় গত এক সপ্তাহজুড়ে অন্তত চারটি এলাকায় বাংলাদেশি সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি ও ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের মধ্যে উত্তেজনা চলছে; ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর উপজেলায়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলায়, নওগাঁ জেলার ধামইরহাট উপজেলায়, লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলায়।

আমরা জানি, বাংলাদেশ-ভারতের মতো জনঘনিষ্ঠ সীমান্তরেখা বিশ্বে কমই রয়েছে; পার্বত্য চট্টগ্রামের কিছু অংশ বাদ দিলে বেশির ভাগ এলাকায় দুই দেশ এবাড়ি-ওবাড়ি মাত্র। তাতে করে সীমান্তরেখা যে

কবি বন্দে আলী মিয়ার 'আমাদের ছোট গাঁয়ে ছোট ছোট ঘর/ থাকি সেথা সবে মিলে নাহি কেহ পর' হয়ে উঠেছে, এমন নয়। বরং বিশ্বের খুব কম সীমান্তই বাংলাদেশ-ভারতের মতো বিপজ্জনক। এমনকি ভারত-পাকিস্তানের মতো 'শত্রু রাষ্ট্র' সীমান্তেও এত বেসামরিক নাগরিক নিহত হয় না, যত বাংলাদেশি নিহত হন ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীর গুলিতে। সেই তুলনায় সাম্প্রতিক সীমান্ত উত্তেজনাগুলো ততটা গুরুতর নয়। এমনকি আকস্মিকও নয়।

দেখা যাচ্ছে, উত্তেজনাস্থলগুলোতে ভারতীয় পক্ষ কাঁটাতার বসাতে চাইছে; আর বাংলাদেশি পক্ষ বলছে, কাঁটাতার বা যে কোনো স্থাপনা বসাতে হবে সীমান্তের শূন্যরেখা থেকে দেড়শ গজ ভেতরে। কারণ, আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী শূন্যরেখার দুই পাশের তিনশ গজের মধ্যে কোনো পক্ষই স্থাপনা নির্মাণ করতে পারবে না। যদি স্থলভাগ হয়, তাহলে অসুবিধা নেই; শূন্যরেখা যদি জলভাগে পড়ে?

দুই দেশের সংবাদমাধ্যম যদিও মহেশপুর ছাড়া বাকি এলাকা উল্লেখ করেনি; খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে, চার এলাকাতেই উত্তেজনার মূলে রয়েছে সীমান্ত নদী। আরও ভেঙে বললে, সীমান্ত নদীর মধ্যস্রোতবিষয়ক জটিলতা।

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্ত এলাকায় কোদলা নদী নিয়ে বিজিবি-বিএসএফ উত্তেজনার কারণ বরং খানিকটা সরলরৈখিক। নদীটি ওই উপজেলার শ্যামকুড় এলাকার শূন্যরেখা দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে ৪ দশমিক ৮ কিলোমিটার প্রায় শূন্যরেখা সমান্তরালে প্রবাহিত হয়ে একই উপজেলার মাটিলা সীমান্ত দিয়ে আবার ভারতে প্রবেশ করেছে। মানচিত্র অনুযায়ী, তৃতীয় ব্রাকেটের আকৃতির ওই নদীর অংশ বাংলাদেশেরই। স্থানীয়দের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বিজিবি সেটি বুঝতে পেরে 'দখলে' নিয়েছে। লক্ষণীয়, বিএসএফ যদিও বিজিবির দাবি উড়িয়ে দিয়েছে, তারা সেখানে পাল্টা অবস্থান বা পদক্ষেপও নেয়নি। কারণ, নথিপত্রে ওই অংশ বাংলাদেশেরই; সেখানে ভারতীয় কোনো স্থাপনাও নেই।

সীমান্ত উত্তেজনার বাকি তিনটি ঘটনাস্থল ভিন্ন ভিন্ন জেলায় হলেও কারণ অভিন্ন। ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিএসএফ কাঁটাতারের বেড়া দিতে এসেছে; বাংলাদেশ সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিজিবি প্রতিবাদ করেছে বা বাধা দিয়েছে। চাঁপাইনবাবগঞ্জে দুই সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিয়েছে দুই দেশের জনসাধারণ।

প্রশ্ন হচ্ছে, প্রায় ৪১শ কিলোমিটার সীমান্তরেখার প্রায় সর্বাংশে যেখানে কাঁটাতারের বেড়া রয়েছে, সেখানে ওই তিন এলাকায় বিএসএফ 'নতুন করে' বেড়া বসাতে এসেছে কেন? বাকি সীমান্তে কাঁটাতার মেনে নিলেও ওই তিন এলাকায় বিজিবি প্রতিবাদ করছে কেন?

চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জের চৌকা সীমান্ত এলাকায় খেয়াল করলে দেখা যাবে, এর উত্তর-পূর্ব দিক থেকে পাগলা এবং উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে গঙ্গা নদী শূন্যরেখা পেরিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। ঐতিহাসিক তথ্য যাচাই করলে দেখা যাবে, গত কয়েকশ বছরে ওই এলাকায় গঙ্গা কয়েকশ বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে পেন্ডুলামের মতো ডানে ও বামে গেছে। গঙ্গা-পাগলার মধ্যবর্তী অংশ তাই নবীন পলল ভূমি; বর্ষাকালে জলমগ্ন হয়। যেখানে বিএসএফ কাঁটাতারের বেড়া বসাতে চাইছে, তার পেছনে ভারতীয় অংশে যে 'মরাগঙ্গা' নদী এখনও রয়েছে, বোঝা যায় ভারতীয় সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে- 'মালদহের কালিয়াচক-৩ ব্লকের বাখরাবাদ পঞ্চায়েতের সুকদেবপুর বর্ডার আউট পোস্ট (বিওপি) থেকে সবদলপুর বিওপি পর্যন্ত প্রায় দেড় কিলোমিটার এলাকায় মরাগঙ্গা নদী থাকায় সেখানে বাংলাদেশ সীমান্ত কার্যত উন্মুক্ত' (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১০ জানুয়ারি ২০২৪)।

বাংলাদেশি বা ভারতীয়, উভয় দেশের সংবাদমাধ্যম যদিও উল্লেখ করেনি, আমরা অনেকে জানি নওগাঁর ধামইরহাটের বস্তাবর সীমান্ত অতিক্রম করেছে আত্রাই নদী। নদীটি ভারত থেকে বাংলাদেশের দিনাজপুরে প্রবেশ করে ফের সীমান্ত পেরিয়ে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় প্রবেশ করেছে; পরে আবার নওগাঁ দিয়ে বাংলাদেশে এসে চলনবিলের মধ্য দিয়ে সিরাজগঞ্জে যমুনায় মিলেছে। বস্তাবর সীমান্তে নদীটির কিছু অংশ দুই দেশের সীমান্তরেখা। ধারণা করি, এখানেও কাঁটাতার নিয়ে বিরোধের সূত্র এই নদী।

একই পরিস্থিতি লালমনিরহাটের পাটগ্রামের বহুল পরিচিত দহগ্রাম সীমান্তেও। এই 'ছিটমহল' ইউনিয়নের উত্তর-পশ্চিম দিকে বহুল আলোচিত তিনবিঘা করিডোর এবং দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের অর্ধাংশজুড়ে প্রবাহিত তিস্তা নদী। - চলমান পাতা ২৯

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

মুক্ত ভাবনা

সংবিধান ঃ ধর্মনিরপেক্ষতা বনাম রাষ্ট্রধর্ম

অতীতের অন্ধকার থেকে মানবসমাজের সভ্যতার আলোর পথে যাত্রার একটি নির্দেশক হলো রাষ্ট্রব্যবস্থা। রাষ্ট্র একটি সাধারণ প্রতিষ্ঠান বা জনসঙ্ঘ, যা রাষ্ট্রভুক্ত সকল মানুষের। এর সদস্যদের জন্য আলাদা আলাদা যেকোনো বিবেচনা ও মূল্যায়ন প্রচলিত থাকুক না কেন এই প্রতিষ্ঠানের কাছে সকলেই সমান। আর সংবিধান হচ্ছে এই সংগঠনের গঠনতন্ত্র। অর্থাৎ সবধরনের নাগরিকের সাধারণ সংগঠন হিসেবে এটি কীভাবে চলবে কীভাবে চলবে না, কী করবে কী করবে না সে-সম্পর্কিত বিধিবদ্ধ দলিল। সংবিধান ছাড়াও রাষ্ট্রের থাকে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় অনুষঙ্গ : যেমন রাষ্ট্রীয় নাম, রাষ্ট্রীয় পতাকা, রাষ্ট্রীয় সঙ্গীত, রাষ্ট্রীয় প্রতীক, রাষ্ট্রীয় মনোগ্রাম, বিভিন্ন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি।

এখন এই প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের কোনো গ্রুপ যদি তাদের নিজস্ব গ্রুপ-লোগো এই প্রতিষ্ঠানের মনোগ্রামে যুক্ত করতে চায় অথবা তাদের ধর্মীয় সিল এই প্রতিষ্ঠানের গঠনতন্ত্রে, পতাকায় বা সঙ্গীতে মেরে দিতে চায় সেটা কি ন্যায়সঙ্গত হবে? এ রকম যখন কেউ করতে চায় তারা আসলে 'এই প্রতিষ্ঠান সবার' এই সত্যকে মানে না। এরা কেউ নৈরাজ্যবাদী দখলবাজ, কেউ অকাট মূর্খ কুয়োর ব্যাঙ, কেউ উগ্র সুরাগ্রস্ত মাতাল। শতকরার সংখ্যাগুরুত্বের পেশিশক্তিতে সর্বসাধারণের এই প্রতিষ্ঠানটিকে তারা দখল করতে চায়। এভাবে রাষ্ট্রে ও সংবিধানে বিশেষ জাতির বা ধর্মের প্রতীক-চিহ্ন ট্যাগ করে দিলেই অন্য জাতিগোষ্ঠী ও ধর্মগোষ্ঠীগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংখ্যালঘু হয়ে যায়, বৈষম্যকবলিত হয়ে পড়ে।

রাষ্ট্র কি কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকদের জন্য? তা না হলে সংখ্যার গুরু-লঘু বিবেচনায় রাষ্ট্রের সংবিধান কারও একটু বেশি কারও একটু কম এমন মনে করার কারণ নেই। 'রাষ্ট্র' ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা জরিপের পরিসংখ্যান ব্যুরো নয়। বরং সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু ধারণাকে নাকচ করেই রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্র এমনভাবে রচিত হওয়া উচিৎ যাতে সবার সমান অধিকার ও মর্যাদা রক্ষিত হয়। বহুজাতিক ও বহুধর্মীয় রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্রে বিশেষ কোনো ট্যাগ অন্য মত ও বিশ্বাসের প্রতি অবিচার-বৈষম্যের সূত্র এবং নিরপেক্ষতার অন্তরায় হিসেবে কাজ করবে। তাই বিশেষ ধর্মের চোখ দিয়ে রাষ্ট্রকে দেখলে এবং বিশেষ ধর্মের রঙে রাষ্ট্রের অনুষঙ্গগুলোকে রঙিন করলে তা নাগরিকদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে। ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতায় দেশকে 'ধর্মরাষ্ট্র' হিসেবে ভাবার মধ্যে জবরদস্তি আছে। এর মধ্য দিয়েই উদ্ভব হয় ধর্মীয় ফ্যাসিবাদের। সংখ্যাগরিষ্ঠতার উত্তেজনায় হাঙ্গামা সৃষ্টি করা, দখল করতে চাওয়া ধর্মীয় ফ্যাসিবাদের লক্ষ্মণ।

অসাম্প্রদায়িক ও বৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থার ভাবনা থেকেই বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা যুক্ত হয়েছিল। ইংরেজি ংবপঁষধৎরংস বাংলায় ধর্মনিরপেক্ষতা হয়েছে অন্তর্ভুক্তিমূলকতা (রহপষঁংরাবহবংং) বা বহুত্ববাদ অর্থে। 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দটির বড় দুর্বলতা হচ্ছে আমাদের সমাজে এর একটি নেগেটিভ ইমেজ, একটি শ্রুতিগত নেতিবাচকতা তৈরি হয়ে আছে। নাম শুনেই তাকে কেউ বসতে বলেন না, আপ্যায়ন তো পরের কথা। এটি শুনলেই একদল লোক মনে করেন, হায় হায় গেল গেল, জাত রসাতলে গেল, দেশে আর ধর্ম থাকল না। অবশ্য এই দুর্নামের জন্য তথাকথিত সেকুলারিস্টদের কট্টর ধর্মবিদ্বেষমূলক মনোভাবও কম দায়ী নয়। ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো এবং ধর্মীয় উগ্রবাদীরা ধর্মনিরপেক্ষতাকে ধর্মহীনতা ও নাস্তিকতা বলে সাধারণ মানুষের কাছে প্রচার করে আসছে।

এ দেশে ধর্মনিরপেক্ষতাকে সেকুলারিজমের সাথে এক করে দেখা হলেও আদতে তা নয়। ইংরেজি ংবপঁষধৎরংস শব্দ দিয়ে ধর্মহীনতা বা নাস্তিকতা বোঝানোর সুযোগ থাকলেও বাংলা ধর্মনিরপেক্ষতা দিয়ে নাস্তিকতা বোঝানো হয় না। পাশ্চাত্য ংবপঁষধৎরংস ব্যক্তিকে ংবপঁষধৎ (ইহবাদী) করতে চায়, আমাদের আলোচ্য ধর্মনিরপেক্ষতা তা করতে চায় না। সেকুলার রাষ্ট্র ধর্মগুলোকে সাপোর্ট করবে না বা ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা দেবে না, কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র নাগরিকদের ধর্মগুলোকে সমান অধিকার, মর্যাদা ও পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়ার কথা বলে।

ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় না, মানুষকে ধর্মবিমুখ করে না – বরং সকল মানুষের সাধারণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাষ্ট্র ও এর গঠনতন্ত্রের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে। এটি ধর্মকে নির্বাসন পাঠানোর কথা বলেনি কখনো। ধর্ম যেভাবে আছে সেভাবেই থাকবে; কেবল রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের সংবিধানে বিশেষ কোনো ধর্মগোষ্ঠীর পতাকা ওড়ানো হবে না। ধর্ম যাতে রাষ্ট্র-কাঠামো ও রাষ্ট্রীয় বিষয়কে প্রভাবিত করতে না পারে তাই রাষ্ট্রকে থাকতে হবে ধর্মীয় কর্তৃত্ব-মুক্ত। সকল নাগরিক যাতে ভিন্নমত ও বিশ্বাস নিয়ে সহাবস্থান করতে পারেন, বাধা ছাড়াই ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পালন করতে পারেন।

ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া মানে নাস্তিক হওয়া নয় বরং অন্তর্ভুক্তিমূলক রাষ্ট্র ধারণায় বিশ্বাসী হওয়া। তবে ব্যক্তি সাধারণত ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারেন না। রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী ব্যক্তি মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান যা-ই হন তিনি তাঁর ধর্মের পক্ষেই থাকবেন। আবার ধর্মের পক্ষে থাকা ব্যক্তিরা তাঁদের ধর্মের টিপ রাষ্ট্রের কপালে মেরে দিতে চাইবেন না। তাই ধর্মনিরপেক্ষতা ব্যক্তির নয় – রাষ্ট্রের হবে। অর্থাৎ রাষ্ট্রে ধর্ম থাকবে কিন্তু রাষ্ট্রের কোনো ধর্ম থাকবে না। টাকার যেমন কোনো ধর্ম বা লিঙ্গ হয় না, রাষ্ট্রেরও তেমনি। রাষ্ট্রের নাগরিকদের থাকবে ধর্ম, রাষ্ট্রের থাকবে ধর্মনিরপেক্ষতা, অর্থাৎ সব ধর্মাবলম্বীর প্রতি সমান ও নিরপেক্ষ আচরণ।

সহজ কথায় ধর্মনিরপেক্ষতা হলো রাষ্ট্রের চোখে এমন এক চশমা লাগিয়ে দেওয়া যাতে নাগরিকদের ধর্মীয় পরিচয় তার চোখে না পড়ে। যাতে সে ধর্মভেদে ব্যক্তির প্রতি পৃথক আচরণ করার সুযোগ না পায়। তাই ধর্মনিরপেক্ষতার মধ্যে ধর্মের যতটুকু 'হীনতা' আছে সেটুকু রাষ্ট্রের 'হীনতা' – ব্যক্তির নয়। রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতা হচ্ছে, "ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার"। রাষ্ট্রের গায়ে কোনোরকম ধর্ম-ট্যাগ দিলে এই স্লোগান মিথ্যা ও অবাস্তব হয়ে যায়। তাই 'রাষ্ট্র সবার' এই থিওরি যিনি মানবেন তাঁকে রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতাও মানতে হবে।

বিদ্যমান সংবিধানের ২ক অনুচ্ছেদ 'রাষ্ট্রধর্ম' প্রসঙ্গে বলছে "প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করিবেন"। এখানে খেয়াল করার বিষয়, প্রথমেই বলে ফেলা হলো প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম (অন্যকোনো ধর্ম নয়)। এরপর তাহলে অন্যান্য সকল ধর্মকে ইসলাম ধর্মের সাথে সমমর্যাদায় সমান অবস্থানে রাখা হলো কী প্রক্রিয়ায়? অন্যগুলোকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে খারিজ করে দিয়েই তো একটিকে রাষ্ট্রধর্ম মর্যাদা দেওয়া হলো। ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম খেতাব দিয়ে অন্যান্য ধর্ম থেকে আলাদা করে ফেলা হলো ও অন্যান্য ধর্মের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হলো। প্রথম ধাক্কায় মর্যাদা হারানো অন্য ধর্মগুলো পর মুহূর্তেই আবার রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের সমান মর্যাদা পাচ্ছে কী করে? - চলমান পাতা ২৯

পত্র লেখকদের লেখা সময়োপযোগী ও বাস্তবধর্মী হতে হবে। পত্র লেখককে অবশ্যই তার নাম ঠিকানা এবং মোবাইল নাম্বার উল্লেখ করতে হবে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক থাকলেও সম্পাদক বরাবরে পরিচিতি প্রদান করতে হবে। অমনোনীত লেখা প্রকাশিত হবে না।

সাপ্তাহিক জন্মভূমি কারো আত্মপ্রচারের বাহক বা চরিত্র হননের হাতিয়ার নয়!

গাজা গণহত্যার অন্ধকারতম অধ্যায় 'জ্ঞানহত্যা'

রেজওয়ানুর রহমান কৌশিক

দিন যত গড়াচ্ছে, তত স্পষ্ট হচ্ছে–গাজায় ইসরায়েলি হামলা আর দশটা যুদ্ধ পরিস্থিতির মতো নয়। হলোকাস্টের সামষ্টিক অপরাধবোধ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পাশ্চাত্যের মানুষ ইসরায়েলের প্রতিটি সংকটে এতদিন জোরালো সমর্থন দিয়ে এসেছে। গাজায় নির্বিচার হত্যাযজ্ঞের পরিপ্রেক্ষিতে বদলাতে শুরু করেছে পাশ্চাত্যের জনমত। গত ৫ জানুয়ারি আমেরিকান হিস্টোরিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সভায় গাজায় ইসরায়েলি সামরিক অভিযানের নিন্দা জানিয়ে প্রস্তাব ৪২৮-৮৮ ভোটে পাস হয়েছে। খোদ নিউইয়র্ক টাইমস ঘটনাকে ইসরায়েলি হামলা ঘিরে চলমান সাংস্কৃতিক লড়াইয়ে নতুন অধ্যায় বলে আখ্যায়িত করেছে। কেননা, এর মধ্য দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ মার্কিন ইতিহাসবিদ বিশেষত তরুণ প্রজন্ম ফিলিস্তিন ইস্যুতে পাশ্চাত্যে দীর্ঘকাল প্রচলিত বয়ান প্রত্যাখ্যান করেছে।

প্রস্তাবে বলা হয়েছে, গাজার শিক্ষা অবকাঠামো, আর্কাইভ ও লাইব্রেরিগুলোর সিংহভাগ ধ্বংস আসলে 'স্কলাসটিসাইড' বা পরিকল্পিত জ্ঞানহত্যা। নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক প্রেসিডেন্ট বারবারা ওয়েনস্টাইন বলেছেন, এই প্রস্তাব গাজাবাসীর স্মৃতি মুছে ফেলার প্রতিবাদ। ইতিহাসবিদদের কাছে কোনো জনগোষ্ঠীর স্মৃতি মুছে দেওয়া মানে সেই জনগোষ্ঠীকেই নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া। কোনো জনপদের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী হত্যা এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির অবকাঠামো ধ্বংস করা হলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে সেই জনপদের স্মৃতি, ইতিহাস, জ্ঞান, আত্মপরিচয় ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ সঞ্চারিত করার উপায় থাকে না। এটাকেই বলা হয় স্কলাসটিসাইড বা জ্ঞানহত্যা। ২০০৮ সালে গাজার স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং জ্ঞানচর্চার সঙ্গে সম্পর্কিত ভবনগুলোতে ইসরায়েলের হামলার বিবরণ দিতে গিয়ে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক কারমা নাবলুসি শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। তবে সাম্প্রতিক ধ্বংসযজ্ঞের মাত্রা অনেক বেশি।

ইসরায়েল যে গাজায় 'স্কলাসটিসাইড' চালাচ্ছে–এ অভিযোগ তুলে গত বছরের এপ্রিল মাসে জাতিসংঘও এক রিপোর্টে বলে, গাজার ৮০ শতাংশ স্কুল, ১২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সব এবং অসংখ্য মহাফেজখানা, সাংস্কৃতিক স্থাপনা ধ্বংস হয়ে গেছে। ফলে আগামীতে ফিলিস্তিনের ইতিহাসের ওপ গবেষণার পথ বন্ধ হয়ে যাবে।

প্রতিবেদনটি প্রকাশের তিন মাস পর জাতিসংঘের ত্রাণ ও কর্ম সংস্থা জানিয়েছিল, ফিলিস্তিনে তাদের ২৮৮টি স্কুলের মধ্যে ১৮৮টি ইতোমধ্যে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। ইসরায়েলি সেনাবাহিনী নির্ধারিত 'সেফ জোন'-এ অবস্থিত স্কুলগুলোও রেহাই পায়নি। জাতিসংঘের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে তাই বলা হয়, এসব বিচ্ছিন্ন হামলা নয়; বরং ফিলিস্তিনি সমাজের ভিত্তি তছনছ করার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত সহিংসতা।

ফিলিস্তিনের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যান বলছে, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবরের পর থেকে গাজায় ১০ সহস্রাধিক শিক্ষার্থী ও পাঁচ শতাধিক শিক্ষক নিহত হয়েছেন। ব্রিটিশ পত্রিকা দ্য গার্ডিয়ানে গত বছর ৮ জুন বলা হয়, পিএলও-ঘনিষ্ঠ বুদ্ধিজীবীদের যেভাবে ইসরায়েল হত্যা করত, গাজার শিক্ষক-গবেষকদের একাংশকেও তেমনিভাবে হত্যা করেছে।

২০২৩ সালের ১১ অক্টোবর যুদ্ধের প্রথম দিনেই ইসরায়েলি বিমানবাহিনী বোমাবর্ষণে গাজার ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় গুঁড়িয়ে দেয়। পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হওয়া ১৯৫টি পাঠাগারের মধ্যে গাজার কেন্দ্রীয় আর্কাইভও রয়েছে, যেখানে ১৫০ বছরের ইতিহাস সংরক্ষিত ছিল। আল-ইসরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত জাদুঘরে সংরক্ষিত তিন হাজার প্রাচীন পুরাকীর্তি ইসরায়েলি সেনারা লুট করে। ৭০ দিন আর্মি ব্যারাক হিসেবে ব্যবহারের পর ইসরায়েলি সৈন্যরা আল-ইসরা বিশ্ববিদ্যালয় গুঁড়িয়ে দেয়।

২০২৪ সালের মে মাসে গাজার অন্যতম সমৃদ্ধ গ্রন্থশালা আল-আকসা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরিতে ইসরায়েলি সৈন্যরা আগুন ধরিয়ে দেয়। বই পোড়ানোর ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্টও করে। কিছুদিন পর গাজার আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় গুঁড়িয়ে দেওয়ার সময় ধারণকৃত ভিডিওতে ইসরায়েলি মাস্টার সার্জেন্ট উদি বেন তোরাকে বলতে শোনা যায়, 'আমরা এখানে নতুন সেমিস্টার চালু করব, যা কখনও শুরু হবে না।'

ইসরায়েল বলছে, স্কুলগুলোতে হামাস আশ্রয় নেওয়ার কারণে তারা হামলা করতে বাধ্য হয়েছে। যদিও এই দাবির সপক্ষে আইডিএফ কোনো প্রমাণ দিতে পারেনি। বিমান হামলা থেকে প্রাণ রক্ষার জন্য গাজাবাসী এসব স্কুলে আশ্রয় নিয়ে থাকে। যেমন আল-তাবাইন স্কুলে ২৪শ মানুষ আশ্রয় নিয়েছিল। আগস্ট মাসে নির্বিচার বোমাবর্ষণে শতাধিক আশ্রয়প্রার্থী প্রাণ হারায়।

ইউরো-মেড হিউম্যান রাইটস মনিটরের প্রতিবেদন অনুযায়ী, শিক্ষক ও গবেষকদের বাসস্থান লক্ষ্য করে বিমান হামলা চালানো হচ্ছে। যেমন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কবি ও অধ্যাপক রিফাত আলারিরকে সপরিবারে হত্যা করার আগে তাঁকে ফোনে এক ইসরায়েলি সেনা কর্মকর্তা জানান, তিনি কোন স্কুলে অবস্থান করছেন সেটা তারা চিহ্নিত করেছেন এবং রওনা হয়েছেন। রিফাত আলারির অপরাধ, তাঁর কবিতা ফিলিস্তিনিদের বঞ্চনার বিবরণ বহির্বিশ্বে পৌঁছে দিচ্ছিল।

চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরাও লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছেন। এ পর্যন্ত আইডিএফ ১০০ স্বাস্থ্যকর্মীকে আটক করেছে। তাদের মধ্যে আল-শিফা মেডিকেল কমপ্লেক্স, কামাল আদওয়ান হাসপাতাল এবং আল-আওদা হাসপাতালের পরিচালকরা রয়েছেন। আর ইসরায়েলি হামলায় নিহত হয়েছেন পাঁচ শতাধিক চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী। সম্প্রতি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ইসরায়েলি হামলার শিকার একজন চিকিৎসকের অন্তিম বার্তা পড়ে শোনানোর সময় কান্নায় ভেঙে পড়েন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রদূত রিয়াদ মানসুর।

মাহমুদ আবু নুজাইলা ছিলেন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ডক্টরস উইদাউট বর্ডারসের চিকিৎসক। আল-আওদা হাসপাতালে সার্জারির পরিকল্পনা লেখার জন্য দেয়ালে টাঙানো সাদা বোর্ডে মাহমুদ লিখে রেখেছিলেন: 'শেষ পর্যন্ত যে টিকে থাকবে, সে কাহিনিটা শোনাবে। আমাদের পক্ষে যা সম্ভব ছিল, আমরা করেছি। আমাদের মনে রেখো।' আরও দু'জন চিকিৎসকের সঙ্গে হাসপাতালেই নিহত হন মাহমুদ। - চলমান পাতা -৯

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

কেন নির্বাচনের তর সইছে না

রফিকুল রঞ্জু

গত বিজয় দিবসে জাতির উদ্দেশে ভাষণে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস চলতি বছরের শেষ বা আগামী বছরের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের আয়োজন করা হবে বলে ধারণা দিয়েছিলেন। কিছু রাজনৈতিক দল, বিশেষত বিএনপি বারবার জাতীয় নির্বাচনের সময়সূচি জানতে চাওয়ার মধ্যেই তিনি ওই সময়ের কথা বলেন। কিন্তু এক মাস পর এসে বিএনপি আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়ায় জানাল, এক থেকে দেড় বছর সময় মানে অনেক বিলম্ব। তারা চলতি বছর জুলাইয়ের মধ্যে নির্বাচন চায়।

কেন দ্রুত নির্বাচন দরকার? বিএনপি বলছে–'যত বিলম্ব হচ্ছে, ততই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট বৃদ্ধি পাচ্ছে। কারণ গণতন্ত্রের জন্য নির্বাচিত সরকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়' (সমকাল, ১৪ জানুয়ারি ২০২৫)। তারা প্রকারান্তরে যা বলতে চাইছে, নির্বাচন হলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট কেটে যাবে এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পাবে।

বিএনপির বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, এখনকার রাজনৈতিক সংকট কী? সে বিষয়ে তারা কোনো ব্যাখ্যা অবশ্য দেয়নি। এখন রাজপথে রাজনৈতিক আন্দোলন, হরতাল-ধর্মঘট ইত্যাদি নেই; সংঘাত-সহিংসতা সেভাবে ঘটছে না; দলীয় রেষারেষিও তেমন দেখা যাচ্ছে না। তাহলে 'রাজনৈতিক সংকট' কোথায়? দলীয় নেতাকর্মী সরকারি পদ-পদবিতে নেই, সেটিই কি সংকট? আমরা দেখতে পাচ্ছি, শুধু এমপি-মন্ত্রীর পদগুলোতে কোনো দলীয় লোক নেই। বাকি প্রায় সব জায়গায় দলীয় লোকের দাপট। পুলিশ-প্রশাসনেও রাজনৈতিক ধ্বজাধারীদের ক্ষমতায়ন। সারাদেশের মাঠঘাট, বাজার, স্ট্যান্ড-স্টেশনসহ 'উপার্জন'-এর সম্ভাব্য সব ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক লোকজন ক্ষমতায়িত।

ইউনিয়ন পরিষদে চেয়ারম্যান-মেম্বার রয়েছেন; উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, সিটি করপোরেশনে জনপ্রতিনিধিরা নেই। ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলোতে জনদুর্ভোগ বেড়েছে, সত্য। তবে সেগুলোতেও প্রশাসক থাকায় মোটাদাগে দেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা চালুই আছে। খালি জায়গাগুলো পূরণের জন্য বিভিন্ন মহল থেকে স্থানীয় সরকার নির্বাচন আগে করার দাবি আছে। কিন্তু বিএনপির আবার সে ক্ষেত্রে উল্টো মত। তারা আগে স্থানীয় নির্বাচন চায় না।

তাহলে বিএনপি কি প্রকারান্তরে এটিই বলছে না, সংসদ সদস্য নির্বাচিত হতে পারলেই রাজনৈতিক সংকট কেটে যাবে? রাজনীতি যদি জনগণের জন্য, জনগণের সঙ্গে কাজ করা হয়, তাহলে স্থানীয় সরকার কি রাজনীতির বড় অংশ নয়? শুধু এমপিদের অভাবই রাজনৈতিক সংকট?

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, 'স্থানীয় সরকার দেশ চালায় না। দেশ চালায় জাতীয় সংসদ।' সংবিধান বা আইনানুগভাবে যদি দেখি, আসলেই কি এমপিরা দেশ চালান? তারা আইনপ্রণেতা মাত্র; দেশের জন্য ভালো-মন্দ আইন তৈরি করেন। কিন্তু আমাদের পুরোনো ধারার রাজনৈতিক দলগুলো তার বদলে এমপিদের বানিয়েছে নির্বাচনী এলাকার 'রাজা'। বিএনপির ভাষ্যে সেই হারানো সুরই পাওয়া যাচ্ছে।

দেশ চালায় সরকার; আইনসভা পথনির্দেশনা তৈরি করে। দৈনন্দিন কাজকর্মে এমপি নয়; জনগণের প্রয়োজন স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি। ফলে জনগণের দিক থেকে দেখলে স্থানীয় সরকারকে ছোট করে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

আরেকটি বিষয় খেয়াল করা দরকার। নেতারা প্রায়ই বলেন, 'গণতন্ত্রের মূল বিষয় হলো জাতীয় সংসদ।' জাতীয় সংসদ অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু গণতন্ত্রের এটাই কি মূল? গণতন্ত্রের মূল বিষয় কি জনগণের ক্ষমতায়ন নয়? হ্যাঁ, এমপিরা জনগণের প্রতিনিধিত্ব করেন আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে। কিন্তু তার আগে জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ, আলোচনা, মতবিনিময় কি তারা করেন? জনগণের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার কথা তারা কীভাবে জানেন? এক দিনের ভোটেই কি জনগণ সত্তা বিসর্জন দিয়ে দেয়? গণতন্ত্র কার্যকর করতে হলে এসব বিষয়েই বেশি নজর দেওয়া প্রয়োজন।

যেসব রাজনৈতিক দল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলছে, তারা জনগণের ক্ষমতায়ন নিয়ে কি মতবিনিময় করছে জনগণের সঙ্গে? সে রকম কোনো কর্মসূচি আজও দেখা যায়নি। রাষ্ট্রের সর্বত্র জনগণের মর্যাদা ও ক্ষমতা বৃদ্ধির তৎপরতা চোখে পড়েনি। শুধু ভোটকেই মূল বিষয়ে পরিণত করা পুরোনো ব্যবস্থার ভেতরে থাকার কূট কৌশল।

ধরে নিলাম, ভোট হলে বিএনপি সরকার গঠন করবে। কিন্তু তারা নির্বাচনের পর সংস্কারের যে কথা বলছে, সেসব বাস্তবায়নের মতো সংখ্যাগরিষ্ঠতা কি পাবে? কিংবা সংবিধান সংশোধন বা পরিবর্তনের ম্যান্ডেট নিয়ে কি তারা ক্ষমতায় যাবে? যদি বিএনপিকে ঐকমত্যের ভিত্তিতে সংস্কার করতে হয়, তাহলে তার উদ্যোগ এখনই শুরু করতে দোষ কোথায়? প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলোর পাশাপাশি রাজনৈতিক দলগুলোকেও গণতান্ত্রিক বা গণতন্ত্রমনা করে তুলতে হবে। সে রকম কর্মসূচি নিতে হবে। শুধু সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে তা হবে না।

গত বছর ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত 'ডামি ভোটের' দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি অংশ নেয়নি; ঠেকাতেও পারেনি। দলটি বলতে গেলে চুপসে যায় এবং ৫ আগস্টের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর এক অর্থে প্রাণ ফিরে পায়। রাষ্ট্র কাঠামোর ভেতরে নানা ক্ষেত্রে সুবিধাভোগীও হয়ে ওঠে। এখন জুলাইয়ের মধ্যে ভোট চাচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশের ইতিহাসে কখনোই জুলাই-আগস্টে নির্বাচন হয়নি; কারণ তখন ভরা বর্ষাকাল। আমাদের নির্বাচনের মৌসুম সাধারণত অক্টোবরের শেষ থেকে মার্চের প্রথম দিক। জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত বর্ষা মৌসুমে জনদুর্ভোগ ও প্রাকৃতিক পরিবেশ বিবেচনায় নির্বাচনের আয়োজন হয় না।

ফলে বিএনপি যে ভরা বর্ষাকালে নির্বাচনের কথা বলছে, সেটিও সুবিবেচনার পরিচায়ক নয়। এর পরও সেই সময়ই নির্বাচন আয়োজনের দাবির অর্থ হতে পারে–তারা নিজেরা কোনো চাপ অনুভব করছে। হতে পারে, বিলম্ব হওয়া মানে তাদের নির্বাচনী ভাবমূর্তি ক্ষয়ে যাওয়ার ভয়। কারণ নেতাকর্মীর 'কীর্তি' সামলানো যাচ্ছে না। আরেকটি কারণ হতে পারে, সরকারকেই চাপে রাখা, যাতে নির্বাচন জুলাইয়ে না হলেও ডিসেম্বরে হয় কিংবা নিদেনপক্ষে সরকার তার ঘোষিত সময়সীমার বাইরে না যায়।

অর্থনৈতিক সংকট প্রসঙ্গে না বললেই নয়। বিগত সরকারের ব্যাপক দুর্নীতি, পাচার, স্বেচ্ছাচার অর্থনীতিকে যে তলানিতে নামিয়েছে, সেখান থেকে দ্রুত টেনে তোলার জাদুর কাঠি কি বিএনপির কাছে আছে? যদি থাকে, জনগণের স্বার্থে কেন তা ব্যবহার করছে না বা সহায়তা নিয়ে এগিয়ে আসছে না? তারা যেহেতু জনগণের জন্যই রাজনীতি করে, সেহেতু জনগণের মঙ্গলার্থে করণীয়গুলো নিয়ে এগিয়ে আসাও তাদের কর্তব্য। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান তাদের রাজনীতিতে প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছে; প্রতিদানে হলেও তাদের কিছু করণীয় নিশ্চয় থাকা উচিত।

রফিকুল রঞ্জু: অতিরিক্ত বার্তা সম্পাদক, সমকাল

মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি: কেমন যাবে ২০২৫ সাল?

মুহিতিন আতামান

২০২৪ সাল ছিল আধুনিক সময়ের মধ্যপ্রাচ্যের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও চ্যালেঞ্জিং বছরগুলোর মধ্যে অন্যতম। বছরটি পুরো অঞ্চল জুড়ে যুদ্ধ, সংঘাত, মানবিক সংকট, অর্থনৈতিক দুর্যোগ, রাজনৈতিক অস্থিরতা, গণহত্যা ও ধ্বংসাত্মক ঘটনার কারণে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এ বছর যত ঘটনা ঘটেছে, তার প্রায় সব গাজায় পরিচালিত ইসরাইলের গণহত্যা ও তাদের আগ্রাসী নীতির কারণে ঘটেছে। ইসরাইল শুধু গাজা নয়, বরং মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশের প্রতিও আগ্রাসী মনোভাব প্রদর্শন করেছে। ২০২৪ সালে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি কেমন ছিল, তা বুঝতে এই অঞ্চলের তিনটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও স্মরণীয় ঘটনার বিশ্লেষণ করা দরকার।

২০২৪ সালে মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে বড় ঘটনা ছিল গাজায় পরিচালিত ইসরাইলের গণহত্যার ধারাবাহিকতা। এ গণহত্যা ইসরাইল শুরু করেছিল। অপারেশন 'আল-আকসা ফ্লাড'-এর প্রতিক্রিয়ায়। শুধু গাজায় বসবাসকারী নিরীহ মানুষদের জন্য নয়, বরং পুরো বিশ্বের বিবেককে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে এ ঘটনা। সবচেয়ে করুণ বিষয় হলো, গাজায় নিহতের মধ্যে বেশির ভাগই নিরীহ শিশু ও নারী। একদিকে ইসরাইল যুদ্ধ চালিয়ে গেছে, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক সমাজ এই হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করার জন্য কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়েছে। জাতিসংঘ বা অন্য কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থা গাজার মানুষের এই দুর্ভোগ বন্ধ করার জন্য কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেনি। ফলে, ফিলিস্তিনি জনগণ লম্বা সময় ধরে এই চরম মানবিক সংকটে ভুগতে থাকে। ইসরাইল আন্তর্জাতিক আইন ও ন্যায়বিচারের সব নিয়ম ভেঙে যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধ চালিয়ে গেছে। এটি শুধু গাজাতেই থেমে থাকেনি, বরং লেবানন, সিরিয়া, ইয়েমেন ও ইরানের মতো দেশগুলোর জাতীয় সার্বভৌমত্বও লঙ্ঘন করেছে।

২০২৪ সালের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল ইসরাইল ও ইরানের মধ্যে সংঘাত। এই সংঘাত শুধু দুই দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, এর প্রভাব পুরো মধ্যপ্রাচ্যের ওপর পড়েছে। ইরান-নেতৃত্বাধীন 'অ্যাক্সি অব রেজিস্ট্যান্স' নামে পরিচিত গোষ্ঠীকে প্রায় ধ্বংস করে ফেলেছে ইসরাইল। গোষ্ঠীটি ইরান ও তাদের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত, যারা দীর্ঘদিন ধরে ইসরাইলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। ইসরাইল একের পর এক অভিযান চালিয়ে হিজবুল্লাহর শীর্ষ নেতৃত্বকে প্রায় ধ্বংস করে ফেলেছে। হিজবুল্লাহর নেতা হাসান নাসরাল্লাহ এবং সংগঠনের সব গুরুত্বপূর্ণ নেতাকে হত্যা করেছে। এই ধ্বংসাত্মক আক্রমণের পাশাপাশি ইসরাইল লেবাননে অবস্থানরত নিরীহ সাধারণ মানুষ ও জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীকেও লক্ষ্যবস্তু হিসেবে আক্রমণ করেছে।

ইরান এই সংঘাতে বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বটে, কিন্তু তারাও ইসরাইলের উল্লেখযোগ্য ক্ষতি করতে সক্ষম হয়েছে। উভয় দেশই তাদের সংঘাতের মাত্রা বাড়ানোর ক্ষেত্রে সতর্ক ছিল। ইসরাইল গাজা ও পশ্চিম তীরে তাদের ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে এবং শেষ পর্যন্ত হিজবুল্লাহর সঙ্গে যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছে। পরিতাপের বিষয়, ইসরাইল বারবার এই যুদ্ধবিরতির শর্ত লঙ্ঘন করেছে।

২০২৪ সালের তৃতীয় বড় ঘটনা ছিল সিরিয়ার বিপ্লব এবং ৬১ বছরের পুরোনো বাথ শাসনের পতন। এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা, যা বহু বছর ধরে নিপীড়নের শিকার সিরিয়ার জনগণের জন্য মুক্তির বার্তা বয়ে এনেছে। সিরিয়ার সামরিক বিরোধী দলগুলো–যারা তুরস্কের নিয়ন্ত্রণাধীন নিরাপদ অঞ্চল ও ইদলিব প্রদেশে অবস্থান করছিল, মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যে রাজধানী দামেস্কসহ পুরো দেশের নিয়ন্ত্রণ দখল করে নেয়।

বাশার আল-আসাদ ও তার পরিবার এই বিপ্লবের পর রাশিয়ায় পালিয়ে যায়। আসাদের প্রধান দুই সমর্থক দেশ, অর্থাৎ ইরান ও রাশিয়া, সিরিয়া থেকে তাদের সেনা প্রায় সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করে নিয়েছে।

- চলমান পাতা -৯

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

গাজা গণহত্যার অন্ধকারতম অধ্যায় 'জ্ঞানহত্যা'

গাজার শিক্ষা ও স্বাস্থ্য অবকাঠামোর ওপর ধারাবাহিক হামলার মধ্য দিয়ে ইসরায়েল ফিলিস্তিনি পেশাজীবীদের বার্তা দিচ্ছে: গাজায় তোমাদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই; পালাও।

গাজার ইতিহাস-ঐতিহ্য মুছে ফেলার অপচেষ্টা মূলত ঔপনিবেশিক প্রকল্পেরই ধারাবাহিকতা। ইউরোপ যেখানেই উপনিবেশ গড়েছে, প্রথম সুযোগেই স্থানীয় জনগোষ্ঠীর গৌরবের স্মৃতিচিহ্ন পদ্ধতি অনুসরণে ধ্বংস করেছে। কেননা, শিকড়-বিচ্ছিন্ন জাতিকে বিভক্ত ও নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ। শিক্ষার সুযোগবঞ্চিত মানুষ অধিকার আদায়ে সোচ্চার হতে পারে না। তবে দীর্ঘ ৭৫ বছর ঔপনিবেশিক নিপীড়ন চালিয়েও ইসরায়েল ফিলিস্তিনিদের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা দমনে ব্যর্থ।

শুধু গাজাতেই নয়, পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুজালেমেও ইসরায়েল জ্ঞানহত্যা চালাচ্ছে। কোনো জাতিকে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে পঙ্গু করে ফেলার ক্ষতি কতটা ভয়াবহ হতে পারে, ১৯৭১ সালে বুদ্ধিজীবী হত্যার শিকার বাঙালি ভালোভাবেই জানে। কিন্তু বাঙালির অগ্রযাত্রা কি রোধ করা গেছে?

বনি ইসরায়েলের ঘরে ঘরে তল্লাশি চালিয়ে নবজাতক প্রতিটি ছেলেশিশুকে হত্যা করেও ফেরাউন কি মুসার উত্থান আটকাতে পেরেছিল? দাসত্বের বেড়ি ছিন্ন করে বনি ইসরায়েল কি মুক্তির সোপানতলে পৌঁছেনি? দুনিয়ার উদ্দেশে গাজার শিক্ষাবিদদের লেখা খোলা চিঠিতে সেই দৃঢ়তাই ফুটে উঠেছে। তারা লিখেছেন: 'এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আমরা তাঁবু থেকে গড়ে তুলেছিলাম। আমাদের শুভানুধ্যায়ীদের সমর্থনে আমরা আবার তাঁবু থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পুনর্নির্মাণ করব।'

গাজা গণহত্যার প্রেক্ষাপটে বৈশ্বিক পরিসরে স্বাধীন ফিলিস্তিনের পক্ষে সমর্থন একদিকে যেমন বাড়ছে, ইসরায়েলের নৈতিক অন্তঃসারশূন্যতা স্পষ্টতর হচ্ছে। হলোকাস্টের ওপর নির্মিত সিনেমার গলায় গোল্ডেন গ্লোব পুরস্কার ঝুলিয়েও খোদ পাশ্চাত্যে ইসরায়েলের প্রতি ধিক্কারের আওয়াজ ধামাচাপা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

রেজওয়ানুর রহমান কৌশিক, লেখক ও গবেষক

কেমন যাবে ২০২৫ সাল

বিপ্লবের পর, অনেক দেশ নতুন সিরিয়ান সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে শুরু করেছে। তুরস্ক প্রথম দেশ হিসেবে সিরিয়ায় তার দূতাবাস পুনরায় চালু করেছে এবং অন্যান্য দেশকে একই পদক্ষেপ নিতে উৎসাহিত করেছে। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক শক্তিগুলোও নতুন সিরিয়ান সরকারের সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনা শুরু করেছে।

চলতি বছর জুড়ে মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা অব্যাহত থাকবে বলে মনে হচ্ছে। ২০২৪ সালে ঘটে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, যেমন অপারেশন 'আল-আকসা ফ্লাড' এবং গাজার গণহত্যার পর, অঞ্চলটির রাজনৈতিক পরিস্থিতি নতুন রূপ ধারণ করবে। তবে বিশ্ববাসী সম্ভবত গাজার চলমান গণহত্যার ঘটনায় নীরব দর্শকই হয়ে থাকবে। এটি মানবিকতা ও সহানুভূতির একটি কঠিন পরীক্ষায় পরিণত হয়েছে।

ইসরাইল আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সিদ্ধান্তকে বারবার অবজ্ঞা করেছে এবং এই প্রবণতা ২০২৫ সালেও চলতে থাকবে। জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক বিচার আদালত (ওঈঔ), এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (ওঈঈ)-এর মতো বৈশ্বিক সংস্থাগুলোর প্রচেষ্টা একেবারেই ব্যর্থ হয়েছে। তাদের কেউই ইসরাইলকে থামাতে পারেনি। এমনকি কোনো বৈশ্বিক শক্তি ইসরাইলের অত্যাচার বন্ধ করার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নিতে তেমন আগ্রহ প্রকাশ করেনি। তবে, ইতিমধ্যেই বহু দেশের জনগণ, এমনকি পশ্চিমা দেশগুলোর অসংখ্য মানুষ, ইসরাইলের এই নির্মম কর্মকা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে এবং এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে।

রাজনীতি বিশ্লেষকরা আশা করছেন,ট্রাম্প প্রশাসন মধ্যপ্রাচ্যে বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে পারে। কারণ, ইসরাইলি আগ্রাসনে যুক্তরাষ্ট্র যত বেশি সমর্থন দেবে, তত বেশি তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব ক্ষতির সম্মুখীন হবে।ট্রাম্পের ব্যাবসায়িক মানসিকতা বিবেচনা করলে, যুদ্ধের ক্রমবর্ধমান খরচের কারণে নতুন মার্কিন প্রশাসন তাদের ইসরাইলপন্থি অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে। আগে যুক্তরাষ্ট্র আঞ্চলিক সংঘাত ও যুদ্ধে সামরিক হস্তক্ষেপ থেকে সাধারণত লাভবান হতো। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে, ইসরাইলের আগ্রাসী নীতি বাস্তবায়নে বিশাল সহায়তা এবং রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনায় ইউক্রেনের পেছনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করার কারণে তারা অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

ইসরাইলের হাতে ফিলিস্তিনে ঘটে যাওয়া ধ্বংসাত্মক কর্মযজ্ঞের পর স্পষ্ট ধারণা করা যায়, ফিলিস্তিনি বাহিনী ইসরাইলের শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাবে। ফিলিস্তিন-ইসরাইল প্রশ্নই মধ্যপ্রাচ্যের স্থিতিশীলতা বা অস্থিতিশীলতার মূল নির্ধারক হয়ে থাকবে চলতি বছরব্যাপী। ফলে ফিলিস্তিনি জনগণের দুর্ভোগ ও চলমান গণহত্যা মধ্যপ্রাচ্যে আরব দেশগুলোর সঙ্গে ইসরাইলের যে কোনো স্বাভাবিকীকরণ প্রচেষ্টাকে বাধাগ্রস্ত করবে। অর্থাৎ, যতদিন ইসরাইল তাদের দায়িত্বজ্ঞানহীন ও আগ্রাসী নীতি চালিয়ে যাবে, ততদিন মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক পরিবেশ স্বাভাবিক হবে না।

সিরিয়ার বিষয়ে বলতে গেলে, নতুন সরকার প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠন ও দেশ পুনর্নির্মাণের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। তবে এই প্রক্রিয়ায় তারা দেশের ভেতর ও বাইরে থেকে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে পারে। সরকারের জন্য পুরো সিরিয়া পুনরুদ্ধার করতে সময় লাগবে বিশেষ করে ইসরাইলের দখল করা অঞ্চল এবং পিকেকে/ওয়াইপিজি-নিয়ন্ত্রিত উত্তর-পূর্ব সিরিয়ার এলাকাগুলো। শিগিরই নতুন রাজনৈতিক নেতৃত্ব ওয়াইপিজিকে নিরস্ত্র করতে এবং দেশের পুনর্গঠনে অংশ নিতে অনুরোধ করবে। যদি তারা না মানে, তাহলে নতুন সরকার তাদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করতে দ্বিধা করবে না। অন্যদিকে, কিছু আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক শক্তি সিরিয়ার অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারে এবং দেশে নতুন করে সহিংসতার জন্ম দিতে পারে।

২০২৪ সালে মধ্যপ্রাচ্যে তুরস্কের রাজনৈতিক প্রভাব অনেক বেড়েছে। তুরস্ক ২০২৫ সালেও মধ্যপ্রাচ্যে, বিশেষ করে সিরিয়া ও ইরাকে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাবে। তুরস্ক সিরিয়ার রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও ভৌগোলিক অখতাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। দীর্ঘ এক দশকেরও বেশি সময় ধরে সিরিয়ান বিদ্রোহীদের সমর্থন দেওয়া আংকারা নতুন শাসনব্যবস্থাকে তাদের দেশের সমগ্র অংশ পুনরুদ্ধার ও রাষ্ট্র পুনরায় গড়ে তোলার জন্য সমর্থন দেবে।

আসাদ সরকারের পতন ২০২৫ সালে আরব বিশ্বে নতুন ধরনের আন্দোলন ও সরকার পরিবর্তনের ঢেউ তুলতে পারে। অত্যাচারী বাথ শাসনের পতন আরব অঞ্চলের ইতিহাসে একটি মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই ঘটনা আরব বিশ্বের অন্যান্য জনগণকে তাদের নিজ নিজ স্বাধীনতার জন্য অনুপ্রাণিত করবে। আর এই অনুপ্রেরণা আরব বিশ্বের জন্য একটি নতুন যুগের সূচনা করতে পারে।

লেখক : তুরস্কের সোশ্যাল সাইন্সেস ইউনিভার্সিটি অব আংকারার আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ডেইলি সাবাহ থেকে অনুবাদ : আব্দুল্লাহ আল মামুন

হামাস ইসরাইলকে পিছু হটতে বাধ্য করেছে: খামেনি

গাজায় যুদ্ধবিরতি চুক্তি হওয়ায় ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ বাহিনী হামাসের প্রশংসা করেছেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনি।

তিনি বলেছেন, ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ বাহিনী (হামাস) এবং ইরান-সমর্থিত 'প্রতিরোধ অক্ষ' ইসরাইলকে 'পিছু হটতে' বাধ্য করেছে।

বৃহসপতিবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে তাসনিম নিউজ এজেন্সি।

গাজায় ১৫ মাস ধরে চলা সহিংসতার পর যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে সম্মত হয়েছে হামাস ও ইসরাইল। এই চুক্তি আগামী রোববার (১৯ জানুয়ারি) থেকে কার্যকর হবে।

যুদ্ধবিরতি আলোচনার মধ্যস্থতাকারী কাতারের প্রধানমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ বিন আবদুল রহমান আল থানি বলেছেন, ইসরাইলের পার্লামেন্টে অনুমোদন পাওয়ার পর এই চুক্তিটি আগামী রোববার (১৯ জানুয়ারি) থেকে কার্যকর হবে।

যুদ্ধবিরতি চুক্তির প্রতিক্রিয়ায় ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনি এক এঙ (সাবেক টুইটার) পোস্টে হামাসের প্রশংসা করেছেন।

পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'বইতে লেখা থাকবে গাজায় একসময় একদল জনতা হাজার হাজার শিশু ও নারীকে হত্যা করেছিল। সবাই বুঝতে পারবে যে, জনগণের ধৈর্য এবং ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ বাহিনী ও প্রতিরোধ ফ্রন্টের দৃঢ়তাই ইহুদিবাদী সরকারকে পিছু হটতে বাধ্য করেছিল।'

এদিকে, এক বিবৃতিতে ইরানের বিপ্লবী গার্ড বাহিনী বলেছে, 'যুদ্ধের সমাপ্তি এবং ইহুদিবাদী শাসনব্যবস্থার (ইসরাইল) ওপর যুদ্ধবিরতি আরোপ ফিলিস্তিনের জন্য একটি স্পষ্ট এবং অসাধারণ বিজয় এবং ইহুদিবাদী শাসনব্যবস্থার জন্য একটি বৃহত্তর পরাজয়।'

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, 'প্রতিরোধ বাহিনী এখনও জীবিত, সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী। তারা আল-আকসা মসজিদ এবং জেরুজালেমকে মুক্ত করার প্রতিশ্রুতিতে গভীর বিশ্বাস রাখে।'

এছাড়া ইসরাইলের যেকোনো যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সতর্ক করে 'নতুন যুদ্ধ এবং অপরাধ' মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত বজায় রাখারও কথা বলেছে বিপ্লবী গার্ড।

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

সাহিত্য

হ্যাপি নিউ ইয়ার"

-ফারুক আহম্মেদ জীবন

একই গাঁয়ের পাশাপাশি পাড়ায় বাড়ি তাবাসসুম অরিন্দম আর নির্ঘুমের।ওরা তিনজন তিন ধর্মের। অরিন্দম খৃষ্টান, তাবাসসুম মুসলমান, আর নির্ঘুম হিন্দু।ওরা ভিন্ন ধর্মের হলেও তিনজনের মধ্যে খুব ভালো বন্ধুত্ব। তিনজনেই উঠতি বয়সের কিশোর-কিশোরী। বয়স এগারো, বারো- তেরো বছর মতো হবে। অরিন্দম অষ্টম তাবাসসুম ষষ্ঠ আর নির্ঘুম সপ্তম শ্রেণীতে পড়ে।

শীতের পড়ন্ত বৈকালের লালিমা গোধূলি বেলায়।

অরিন্দম আর নির্ঘুম পথদিয়ে আসছিলো। তখন হঠাৎ! পথিমধ্যে তাবাসসুমের সাথে ওদের দেখা। তাবাসসুমকে দেখে প্রথমে অরিন্দমই হেসে ওঠে বললো...হ্যাপি নিউ ইয়ার তাবাসসুম। পরক্ষণেই নির্ঘুমও বললো: হ্যাপি নিউ ইয়ার তাবাসসুম।

তাবাসসুমও ওদের দিকে তাকিয়ে হেসে ওঠে বললো.....হ্যাপি নিউ ইয়ার.....হ্যাপি নিউ ইয়ার। তোমাদের দুজনকেও জানাই অগ্রিম নতুন বছরের শুভেচ্ছা।

অরিন্দম একটু বেশ এক্সইটেড হয়ে বললো:

জানিস তাবাসসুম, জানিস নির্ঘুম? আজ আমার যে, কি আনন্দ লাগছে! সেটা-বলে তোদেরকে বোঝাতে পারবো না। নির্ঘুম বললো: আমারও খুব আনন্দ লাগছে ব্রো।

তাবাসসুম বললো:কেনো-রে,ব্রাদার টু, তোদের এতোটা আনন্দ লাগার কারণ কি.. হুম?

অরিন্দম বললো: আরে কালথেকে যে নতুন বছর শুরু হচ্ছে সেজন্য।

আজ সারারাত আমরা পাড়ার একবয়সী ছেলেরা পিকনিক করবো। তাই মাইক সেট ভাড়া করেছি। মাইকে সাউন্ড জোরে দিয়ে সব হিন্দি ডিজে গান শুনবো। সেই সাথে সব নাচবো গাইবো। হুল্লোড়ের সাথে আনন্দ করে নতুন বছরের প্রথম রাতটাকে সেলিবেট করবো বুঝলি?

নির্ঘুম বললো: আমি তো কয়েক ডজন পটকা আর আতসবাজি কিনে রেখেছি। আজকের রাতে সারারাত ফুটাবো বলে।

অরিন্দম বললো: জানিস? আমরা তো শুধু একটু আনন্দ করবো। আমাদের পাড়ার যেসব বড় দা- দিদিরা রয়েছে। যারা কলেজে পড়ে। ওরা তো সব বন্ধু- বান্ধবীরা মিলে সারারাত পার্টিতে বাংলা লাল জল খেয়ে একজন আরেকজনকে ধরে বেহুশের মতো গানের সাথে তালেতালে হেলেদুলে ডিসকো নাচবে। নেশায় বুদ হয়ে সব আরো যে কতো কিছু করবে...।

নির্ঘুম বললো: ইশ! আমরা যে কবে বড় হব?আর ঐসব বড় দাদা-দিদিদের মতো পার্টি করে মজা করতে পারবো?

এতক্ষণ তাবাসসুম নিরবে ওদের দুজনের বলা কথা গুলো শুনছিলো।

তারপর একসময় তাবাসসুম বললো: আমরা নতুন বছর পাচ্ছি বলে। আমাদের এতো আনন্দ করার কিছু নেই-রে।

নির্ঘুম বললো: তুই এমন কেনো তাবাসসুম? আনন্দ করার কিছু নেই মানে কি? আমরা কি সব নব বর্ষবরণে একটু আনন্দ করবো না?

অরিন্দম বললো: তাইতো, তুই ঠিক বলেছিস নির্ঘুম।

তাবাসসুম বললো: তুরা কি একবার একটু ভেবে দেখেছিস? আজকের রাতের আঁধার-টা কেটে। কাল ভোরের আলো ফুটলেই সূচনা হবে খৃষ্টীয় নতুন ২০২৫ ইংরেজি নববর্ষ। তারমানে...২০২৪ সাল গত হবে। আর আমাদের বেঁচে থাকার আয়ু থেকেও কমে যাবে একটি বছর। তারমানে মৃত্যু আমাদের আরো কাছে চলে আসলো। ভেবে দেখো, এই সালে আমরা কতোজন কতো আপন মানুষকে হারিয়েছি। আবার নতুন কাউকে পেয়ে হারানোর ব্যথাও একসময় ভুলে গেছি।

তেমন নতুন ২০২৫ সাল....

"কারো জীবনের সকল দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা ভুলিয়ে
আনবে সুদিন। জীবনে ফিরাবে সুখের হাল
আবার কারোর- বা জীবনে এই সাল বয়ে আনবে
দুর্দিন। হবে জ্বালা যন্ত্রণার দুর্যোগপূর্ণ কাল"

আর তাইতো "কবি ফারুক আহম্মেদ জীবন তার "নতুন সালকে স্বাগত" ছড়াটির মধ্যে লিখেছেন....

নতুন বছর আগত যে
এবার সবার মাঝে,
স্বাগত জানাই মন দিই সব
এসো ভালো কাজে।
নতুন পেয়ে পুরাতনকে
না যায় যেনো ভুলে,
স্মৃতির পাতায় সবকিছুই
রাখতে হবে তুলে।
তবেই তো মন মন্দ দেখে
ভালো কাজে যাবে,
যা-একদিন সব পরকালে
আমল নামায় পাবে।
বিপদগ্রস্থ দুর্দিনে সব
থাকব দুঃখীর পাশে,
সাহায্য করা দেখে যেনো
অন্যরাও সব আসে।
আমার কর্ম দেখে যেনো
সৎ পথে সব আসে,
আমায় হারায় কষ্টে যেনো
জলে নয়ন ভাসে। চলবে.....

দৃষ্টি আকর্ষণ!

কবি এবং সাহিত্যিকদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে, যাঁদের লেখা জন্মভূমি সাপ্তাহিকে প্রকাশিত হয়, তাদের কবিতা সহ অন্যান্য লেখা জন্মভূমি অনলাইনে নিয়মিত আপলোড করা হচ্ছে । আপনার লেখা দেখতে ভিজিট করুন ঃ

www.jonmobhumi.com

ছুটির দিনে

সুফিয়ান আহমদ চৌধুরী

ইলিক ঝিলিক নূপুর পায়ে
ঝম ঝম বাজে
খুকুর মুখে রঙিন হাসি
টুক টুকে সাজে।
পুষিও সাথে সেও সাজছে
কী যে রঙে সাজে
চারপাশে ধুমধাম ওই
সুখে গান বাজে।
খানাপিনা আর হইচই
হাসি খুশি বয়
খেলাঘরে আনন্দের বান
মজা কতো হয়।
সঙ্গী সাথী ভীড় করেছে
খেলা জমে খুব
ছুটির দিনে ভালো যে কাটে
দেয় সুখে ডুব।

জীবন গাড়ি

মাহবুব-এ-খোদা

দুদিনের এই সরাইখানা
রঙ্গরসের মেলা,
ভালোমন্দের পেছন ছুটে
যাচ্ছে কেটে বেলা।
জীবন নামের দেহ গাড়ি
খেলছে নানান খেলা,
রিপুর বশে মেকি ধরে
খাচ্ছে ভীষণ ঠেলা।
থাকতে সময় সাবধান হই
নয় কোনো আর হেলা,
চলার ফাঁকে হবো নাকো
অন্য কারো চেলা।
হালাল টাকায় খাবার কিনে
হোক না সবার গেলা,
হারাম জিনিস উঠলে হাতে
ডাস্টবিনে হোক ফেলা।
বদ নিয়তে পরের চালে
ছুড়ে না দেই ঢেলা,
মহৎকর্মে প্রচার চালাই
গ্রাম থেকে ভাই জেলা।

আমার মনের থেকে

কোমল দাস

আমার মনের থেকে দূর করো সব পাপ,
মন ভরে দাও অঢেল পূণ্য ছাপ।
পাপে যেন না ঝুঁকি আর আমি,
এই কথাটা রাখো অন্তর্যামী,
খুব যে ইচ্ছা সাধন পথে নামি,
কিন্তু মনটা পাপেই যে দেয় ঝাপ!
আমার মনের থেকে দূর করো সব পাপ।
যতোই বোঝাই শিক্ষা যে তার নাই,
নানান পাপে মেতে থাকে তাই,
সুযোগ পেলেই মহা পাপীর বেশে,
জিভের জলে যায় যে পাপী ভেসে,
আমার সুপ্ত স্বপ্ন তাই তো ধূলায় মেশে,
এ যে ভীষণ দাবানলের তাপ!
আমার মনের থেকে দূর করো সব পাপ।

প্রবাস জীবন

শেখ সজীব আহমেদ

ভুয়া ভিসায় মিথ্যা কথায়
পাঠিয়েছে দালালের দল,
অবৈধতায় প্রবাস জীবন
ফেলাই আমি দু'চোখের জল!

কাজের সন্ধান করি আমি
পথে পথে ঘুরে ও ভাই,
কেমন করে মিলাবো কাজ?
পথ-ঘাট তেমন চেনা তো নাই!

কপালে আর সুখ সইলো না
কষ্টে কষ্টে যাচ্ছে রে দিন,
অনেক টাকা ঋণী আছি
কেমন করে শোধাবো ঋণ?

যদি কভু কাজ মিলে যায়
কঠোর শ্রম দিতে থাকি,
টাকা দেওয়ার সময় হলে
মহাজনে দেয় রে ফাঁকি!

ভিসা ঠিক নেই,পাসপোর্টও নেই
পুলিশ দিবে আমায় তাড়া,
দেশে আমার যাবে না লাশ
যদি কভু যাই রে মারা!

নতুন দিনের শপথ

এম আলমগীর হোসেন

কনকনে ঠান্ডা হিমেল হাওয়া
পিছু নিয়ে যতই করুক ধাওয়া।
কয়াশা প্রাচীর ভেঙে সমুখ পানে,
এগিয়ে যাবো নব ভোর বিহানে।
কতো স্বপ্ন কতো আশা মনে,
কোনো বাধা যেন পিছু না টানে।
বছরের শুরুটা হয় যদি ভালো,
ভালোভাবে কেটে যাবে বাকি দিনগুলো।
আজ তাই সবে মিলে করবো শপথ,
সৎভাবে কাটে যেন বাকিটা পথ।

হাতটা বাড়াও

বিজন বেপারী

পথে ঘাটে দুস্থ গরীব
সহায় সম্বল হীন
শৈত্য বায়ু ভর কয়াশায়
বেঁচে থাকাই ক্ষীণ।

শীতে কাঁপে ঠাকুর ঘরে
আজকে বিধাতা
পথের শিশু, মা ও বাবা
শীতের কামড় ঘা!

শীতের পোশাক নাই যে ওদের
কাঁথা কম্বল নাই
আজকে শুধু তোমার কাছে
তাই সাহায্য চাই।

তুমি অনেক বিত্তশালী
টাকার পাহাড় আছে
মহৎ কাজে না লাগে তা
ঘৃণ্য তুমি পাছে।।

আমার জীবনের বাস্তবতা

বিপুল চন্দ্র রায়

কত ঘটনা জীবনে ঘটে রটে
তবুও বাঁচতে ইচ্ছা করে।
না মরে বেঁচে আছি ,
জীবন্ত লাশ হয়ে।

একদিকে ঋণের বোঝা
অন্যদিকে পাওনাদার
এদের যাতনায় আত্মগোপনে
হয়েছি আমি যাযাবর।

যদি আত্মহত্যা মহাপাপ না হত
এতদিনে মৃত্যুকে করতাম বরণ।
কে আমাকে ভালোবাসবে?
কে আমাকে জীবনসাথী করে

রাখবে জীবনে চলার পথে?
ঘর ছাড়া মানুষ আমি
সংসার করবো কীভাবে?
আমি আজ বড্ড একা,
আমি নিঃসঙ্গ নক্ষত্র!

শিক্ষা গুরু

মোঃ সৈয়দুল ইসলাম

স্বরে আর ব্যঞ্জনে
শুরু হয় শিক্ষা ,
স্কুলে আর মাদ্রাসায়
গুরু দেয় দীক্ষা।

ফুলের মতো শিশুরা
খোলা রেখে কর্ণ,
গুরুদের কাছে রোজই
শেখে কত বর্ণ।

স্বরে অ স্বরে আ
শেখায় গুরু ববিতা,
ভাব ভঙ্গিতে শেখায় আরো
ছড়া আর কবিতা।

এক দুই তিন চার
শেখায় গুরু শান্ত,
এ বি সি শেখায় আরো
হয়ে খুব ক্লান্ত।

ভয় করি না

মোহাম্মদ মিজান মাঝি

বজ্রপাতের শুনছি আওয়াজ
প্রতিবাদের ঝড়
অধিকারে চাই সমতা
পাল উড়িয়ে ধর।

করবো না যে মাথা নত
লড়বো বীরের বেশে
পা ভেঙে তোর হাতে দিব
আসলে আমার দেশে।

সংখ্যালঘু নিরাপত্তায়
করছো অপপ্রচার
সম্প্রীতিতে বাংলা আমার
বিশ্ব সেরা আচার।

সকল ধর্মের সহনশীলে
বাংলা উদাহরণ
বিশ্বের মাঝে বাংলা আইডল
করো অনুসরণ।

ভয় করি না চোখ রাঙ্গানি
আমরা বীরের জাতি
মনে রাখিস পিঁপড়ার কাছে
তুচ্ছ বিশাল হাতি।

প্রার্থনা

ইলিয়াছ হোসেন

সতত তুমি থেকো সহায়
ওগো দয়াময়,
তোমার দয়া বিনা আমি
হয়ে যাবো লয়।

তুমি ছাড়া দুই ভুবনে
আপন কেহ নাই,
নিত্য আমি দুঃখ কষ্টে
তোমার রহম চাই।

আমি পাপী আমি তাপী
আমি গুনাগার,
দূর করো মনের কালিমা
দূর করো আঁধার।

তুমি স্রষ্টা তুমি প্রভু
তুমি আমার রব,
হাত তুলেছি তোমার কাছে
কবুল করো সব।

শীতের ঘুড়ি

আব্দুস সাত্তার সুমন

হেমন্তেরি শীতের ঘড়ি
নীল আকাশে উড়ে,
নাটাই ছাড়া সুতো যেন
উড়ছে বহুত দূরে।

বিকেল বেলা আলতো রোদে
সন্ধ্যা লগন সাজে,
ছেলে মেয়ে অর্ধাঙ্গিনী
ধানের ক্ষেতের মাঝে।

নিজের হাতের তৈরি করা
সাধের ঘুড়ি খানা,
আকাশ পানে ছুটে চলে
শঙ্খচিলের ছানা।

নানান রঙের ঘুড়ি নিয়ে
সময় কিছুক্ষণ,
ছোট্টবেলায় ফিরিয়ে গেলাম
ভরে গেল মন।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

ধর্ম

লাল নীল দীপাবলি

সৈয়দ আমিরুজ্জামান

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কিত একটি কিশোরসাহিত্য-গ্রন্থ 'লাল নীল দীপাবলি'। লেখক ড. হুমায়ুন আজাদ। ১৯৭৬ সালে বাংলা একাডেমি থেকে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৯৯৬ সালে আগামী প্রকাশনী পুনঃপ্রকাশ করে। গ্রন্থের গুরুত্বপূর্ণ পর্ব পরম্পরা সংক্ষেপে এ প্রবন্ধে তুলে ধরা হলো।

বাঙলা সাহিত্যের তিন যুগ

প্রাচীন (৯৫০-১২০০ খ্রিস্টাব্দ), মধ্য (১৩৫০-১৮০০), আধুনিক (১৮০০ থেকে বর্তমান)।

প্রথম প্রদীপ : চর্যাপদ

চর্যাপদ লিখিত হয় প্রাচীন যুগে। ১৯০৭ সালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজদরবার থেকে আবিষ্কার করেন। ২৪ জন বৌদ্ধ মরমিয়া কবির মোট ৪৬টি কবিতা রয়েছে এতে। এর মধ্যে কাহ্নপাদ বারোটি, ভুসুকপাদ ছটি, সরহপাদ চারটি, কুক্কুরীপাদ তিনটি, লুইপাদ, শান্তপাদ, শবরপাদ দুটি এবং বাকিরা একটি করে কবিতা লিখেছেন।

অন্ধকারে দেড় শ বছর : ১২০০ থেকে ১৩৫০ অব্দের কোনো বাংলা রচনা পাওয়া যায় না। এ জন্য এই সময়কালকে বলা হয় বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ।

প্রদীপ জ্বাললো আবার মঙ্গলকাব্য। যেমন-অন্নদামঙ্গলকাব্য, ধর্মমঙ্গলকাব্য, কালিকামঙ্গলকাব্য, শীতলামঙ্গলকাব্য ইত্যাদি।

চ-ীমঙ্গলের সোনালি গল্প : চ-ীমঙ্গল মঙ্গলকাব্য ধারার অন্যতম প্রধান কাব্য। জনশ্রুতি অনুসারে কাব্যের আদি-কবি মানিক দত্ত।

মনসামঙ্গলের নীল দুঃখ

মনসামঙ্গল মঙ্গলকাব্য ধারার অন্যতম প্রধান কাব্য। এই কাব্যের আদি কবি কানা হরিদত্ত।

কবি কঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী : মুকুন্দরাম আধুনিক যুগে জন্ম নিলে কবি না হয়ে ঔপন্যাসিক হতেন। হতেন শরৎচন্দ্র, তারাশংকর বা মানিকের মতো বাস্তবতার শিল্পী।

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র : ভারতচন্দ্র রায় অষ্টাদশ শতাব্দীর মঙ্গলকাব্যের সর্বশেষ শক্তিমান কবি। অন্নদামঙ্গলকাব্য তার লেখা।

উজ্জ্বলতম আলো : বৈষ্ণব পদাবলি

দীনেশচন্দ্র সেন ১৬৫ জন বৈষ্ণব কবির নাম জানিয়েছেন। বৈষ্ণব কবিতার চার মহাকবি হলেন বিদ্যাপতি, চ-ীদাস, জ্ঞানদাস এবং গোবিন্দদাস। এ ছাড়া আছেন অনন্তদাস, উদ্ধবদাস, নরোত্তম দাস, নাসির মামুদ, বলরামদাস, বৈষ্ণবদাস, লোচনদাস, শ্যামদাস, সেখ জালাল, শেখর রায়, তুলসীদাস। বৈষ্ণব কবিতার মূল বিষয় রাধা-কৃষ্ণের প্রেম। রাধা ও কৃষ্ণ একে অন্যকে চায় কিন্তু মাঝখানে প্রবল বাধা। তেমনি সৃষ্টি এবং স্রষ্টা একে অন্যকে চায় কিন্তু মাঝখানে দুর্লঙ্ঘ বাধা- এ দুয়ের তুলনা করেছেন বৈষ্ণব কবিরা। বৈষ্ণবদের মতে রস পাঁচ প্রকার- শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য, মধুর।

বাবা আউল মনোহর দাস ষোড়শ শতকের শেষপ্রান্তে প্রথমবারের মতো বৈষ্ণব পদাবলী সংগ্রহ করেন। প্রকাশ করেন পদসমুদ্র নামে এক বিশাল গ্রন্থ। এরপরের সংকলনের মধ্যে আছে রাধামোহন ঠাকুরের পদামৃতসমুদ্র, বৈষ্ণবদাসের পদকল্পতরু, গৌরীমোহন দাসের পদকল্পলতিকা, হরিবল্লভদাসের গীতিচিন্তামণি, প্রসাদদাসের পদচিন্তামণিমালা।

বিদ্যাপতি পঞ্চদশ শতকের মৈথিল কবি। তিনি ব্রজবুলি ভাষায় লিখতেন। বাঙলা, প্রাকৃত, হিন্দি থেকে শব্দ নিয়ে কেবল কবিতা লেখার জন্যই এই ভাষা তৈরি করা হয়েছিল। তার বই পুরুষপরীক্ষা, কীর্তিলতা, গঙ্গাবাক্যাবলী, বিভাগসার। চৈতন্য ও বৈষ্ণবজীবনী শ্রীচৈতন্যদেবের (১৪৮৬-১৫৩৩) জীবনী বাঙলা সাহিত্যের সম্পদ। যেমন, বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত, লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল, কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত। বাল্মীকির রামায়ণ অনুবাদ করেন কৃত্তিবাস। আর বেদব্যাসের মহাভারত অনুবাদ করেন কাশীরাম দাস। এরা দেবতুল্য মর্যাদা পান। এছাড়া আরও অনেকে খন্ড খন্ডভাবে রামায়ণ ও মহভারতের বঙ্গানুবাদ করেছিলেন।

ভিন্ন প্রদীপ : মুসলমান কবিরা

প্রথম মুসলমান কবি শাহ মুহম্মদ সগীর। তার মহাকাব্য ইউসুফ-জোলেখা। মুসলমান কবিরাই প্রথম কবিতায় দেবতার পরিবর্তে মানুষকে প্রাধান্য দেন। সাবিরিদ খান লেখেন হনিফা ও কয়রা পরী এবং বিদ্যাসুন্দর, বাহরাম খান লেখেন লাইলা-মজনু, মুহম্মদ কবির মধুমালতী।

ইতিহাস ও কল্পনা মিলিয়ে কয়েকজন কাব্য লিখেছিলেন। যেমন, আফজল আলীর নসিহৎনামা, জৈনুদ্দিনের রসুলবিজয়, শেখ ফয়জুল্লাহর গাজিবিজয় ও গোরক্ষবিজয়।

এরপর আসেন সপ্তদশ শতকের কবিরা- সৈয়দ সুলতান, শেখ পরাণ, হাজি মুহম্মদ, মুহম্মদ খান, সৈয়দ মুর্তজা, আবদুল হাকিম, দৌলত কাজী, আলাওল, মাগন ঠাকুর এবং আরও অনেকে।

আলাওল মধ্যযুগের একজন বাঙালি কবি। তার সর্বোৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থ পদ্মাবতী। এটা পড়ার সময় মনে হয় 'যেন ক্রমশ একটি সযত্নে নির্মিত প্রাসাদের ভিতর প্রবেশ করছি।'

বন্ধ হোক ধর্মের নামে হানাহানি

মাহমুদ আহমদ

বিশ্বের যে দিকে তাকাই শুধু অশান্তি আর অশান্তি। প্রতিদিন প্রতিনিয়ত বিশ্বের কোথাও না কোথাও ধর্মীয় বিদ্বেষের কারণে রক্তপাতের ঘটনার সংবাদ পাওয়াই যায়। আল্লাহপাক সব আদম সন্তানকে প্রভূত সম্মান ঠিকই দান করেছেন কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে, আমরা সে সম্মান ধরে রাখতে পারিনি। সব আদম সন্তানকে আল্লাহতায়ালা সমভাবে সম্মানিত করেছেন এবং কোনো বিশেষ জাতি বা গোত্রের প্রতি পক্ষপাতমূলক ব্যবহার করেননি। একজন মানুষ সে যে ধর্মেরই হোক না কেন তার মূল পরিচয় হলো সে আদম সন্তান।

মানুষ হিসাবে তিনি কাউকে পৃথক করেননি। তার দৃষ্টিতে সবাই সমান এবং একই উম্মাহ কিন্তু পরবর্তিতে মানুষ বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে যায়। যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন 'আর মানবজাতি একই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। পরে তারা মতভেদ করল' (সূরা ইউনুস, আয়াত : ২০)। 'কিন্তু তারা তাদের মাঝে নিজেদের বিষয়কে বহু খ- খ-িত করে ফেলেছে। প্রত্যেক দল তাদের কাছে যা আছে তা নিয়ে অহংকার করছে' (সূরা মুমিনুন, আয়াত : ৫৪)। আসলে সমসাময়িক নবির মৃত্যুর পর নবির অনুসারীরা সাধারণত নিজেদের মধ্যে মতভেদ আরম্ভ করে এবং দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। আর প্রত্যেক দলই মনে করে তারাই নবির সত্য অনুসারী এবং অন্যরা ভ্রান্ত কিন্তু সব নবি অনুসারীরাই আদম-হাওয়ারই বংশধর।

আল্লাহপাক এ পৃথিবীতে অসংখ্য নবি-রাসূল পাঠিয়েছেন মানবের সংশোধন আর দলে-উপদলে বিভক্ত না হয়ে সবাই যেন একই সৃষ্টিকর্তার ইবাদত করে। এক নেতৃত্বের অধীনে থেকে জীবন পরিচালিত করাই আল্লাহতায়ালার ইচ্ছা আর এ লক্ষ্যেই তিনি নবি-রাসূলদের প্রেরণ করেছেন। আজ মুসলিম জাহানের অবস্থার দিকে লক্ষ করলে সহজেই বুঝা যায়, তাদের অবস্থা কোন পর্যায় গিয়ে পৌঁছেছে। সমগ্র মুসলিম জাহান আজ চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন। শ্রেষ্ঠ নবি (সা.)-এর অনুসারী মুসলমানরা আজ নিজেরাই নিজেদের হত্যা করছে। এর কারণ কী? এর মূল কারণ হচ্ছে, মুসলমান আজ পবিত্র কুরআনের আদেশ ও শ্রেষ্ঠ নবির অতুলনীয় শিক্ষার ওপর আমল করা ছেড়ে দিয়ে কার ধর্ম কী তা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। পবিত্র কুরআন কি বলে তার অনুসরণ না করে বাহ্যিকতার অনুসরণ করছে।

অথচ এক জাতি হিসাবেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে সৃষ্টি করেছেন। যেভাবে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'নিশ্চয় তোমাদের এ উম্মত একই উম্মত এবং আমিই তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক। অতএব, তোমরা আমার ইবাদত কর' (সূরা আম্বিয়া, আয়াত : ৯৩)। 'আর জেনে রাখ তোমাদের এ সম্প্রদায় একটিই সম্প্রদায়। আর আমি তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক' (সূরা মুমিনুন, আয়াত : ৫৩)। সবার সৃষ্টি যেহেতু একই ঐশী উৎস থেকে তাই সবার মূল কাজ হলো সবার মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করা। সমগ্র বিশ্বে আজ মাজহাবের ফেরে মরছে সাধারণ নিরীহ মানুষ। আজ পাকিস্তানে যেমন সুন্নিরা আক্রান্ত হচ্ছে শিয়াদের দ্বারা, শিয়ারা আক্রান্ত হচ্ছে সুন্নিদের দ্বারা আবার আহমদিয়ারাও সেখানে আক্রান্ত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। ভারতে হিন্দুদের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে মুসলমানরা। পাকিস্তানে আজ এমন কোনো দিন অতিবাহিত হয় না যেখানে মাজহাবের ফেরে সাধারণ মানুষের প্রাণ হারাতে না হয়। এছাড়া ইরাক, ইরান, আফগানিস্তান, লিবিয়া, ইয়েমেনসহ বিশ্বের বহু দেশে কেবল এ ধর্মীয় কারণে প্রতিনিয়ত প্রাণ হারাতে হচ্ছে অনেককে। চালানো হচ্ছে নিরীহ নিরপরাধ অবোধ শিশুদের ওপর একের পর এক বর্বরোচিত হামলা।

ধর্মের নামে এসব নৈরাজ্য যা আদৌ ইসলাম সমর্থন করে না এবং কোনো ধর্মই সেটা সমর্থন করতে পারে না। কেউ হিন্দু, খ্রিষ্টান, মুসলমান বা অন্য কোনো মতাবলম্বী হলেই যে তাকে আঘাত করতে হবে, এ নীতি কি কোনো ধর্মের হতে পারে? অবশ্যই পারে না। কেননা, ধর্মের চেয়ে বড় যে পরিচয় তা হলো মানুষ। একজন মানুষ সে যে ধর্মের বা মতের অনুসারী হোক, সে তার নিজ ধর্ম-কর্ম স্বাধীন ও পূর্ণ নিরাপত্তার সঙ্গে পালন করতে পারবে, এটাই শান্তি ও সম্প্রীতির ধর্ম ইসলামের শিক্ষা।

ডাঃ ইফতেখার চৌধূরী নিয়মিত রোগী দেখছেন, যৌন সমস্যা, ডায়বেটিকস ও উচ্চ রক্তচাপ সহ জটিল , কঠিন রোগ সমূহের পরামর্শ নিতে আজই চলে আসুন

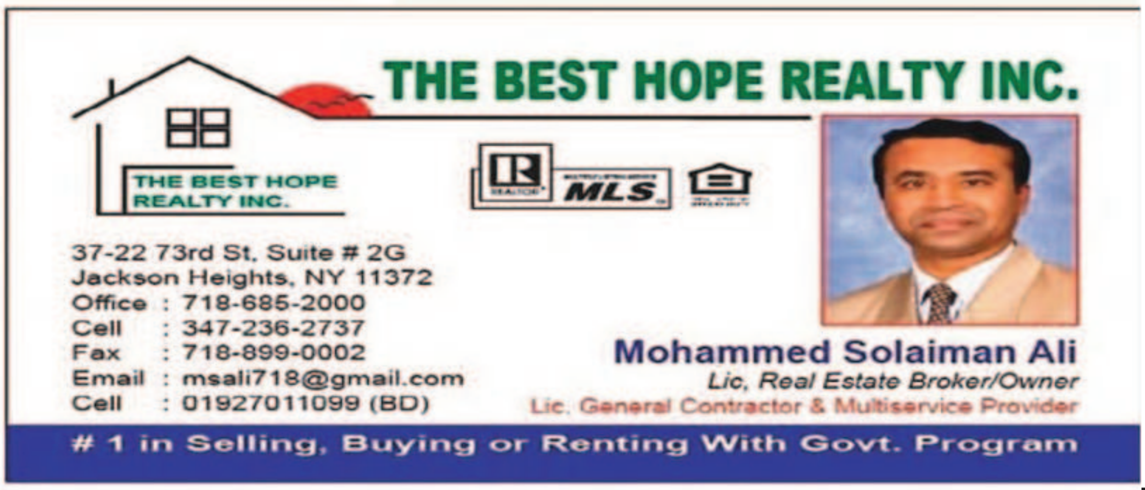

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

বাংলাদেশি শ্রমিকদের মাল্টিপল-এন্ট্রি ভিসা দিতে মালয়েশিয়াকে অনুরোধ

ঢাকা ডেস্ক ঃ বাংলাদেশি শ্রমিকদের জন্য মাল্টিপল-এন্ট্রি ভিসা প্রদান করতে মালয়েশিয়ার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস। গতকাল রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় মালয়েশিয়ার হাইকমিশনার মোহাম্মদ সুহাদা ওসমান প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলে তিনি বিষয়টি উত্থাপন করেন। প্রধান উপদেষ্টা মে মাসে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কাজে যোগ দিতে না পারা ১৮ হাজার বাংলাদেশি শ্রমিকের প্রবেশের সুযোগ নিশ্চিত করারও আহ্বান জানান। হাইকমিশনার জানান, মালয়েশিয়া ও বাংলাদেশের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত একটি যৌথ কারিগরি কমিটি গত ৩১শে ডিসেম্বর এ বিষয়ে কুয়ালালামপুরে বৈঠক করেছে এবং মঙ্গলবার একই বিষয়ে আরেকটি বৈঠকের পরিকল্পনা রয়েছে। গত অক্টোবর মাসে ঢাকায় মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গে অনুষ্ঠিত বৈঠকের কথা স্মরণ করে প্রধান উপদেষ্টা আশা প্রকাশ করেন যে, মালয়েশিয়া এ প্রক্রিয়াটি দ্রুত এগিয়ে নেবে, যাতে বাংলাদেশি শ্রমিকদের পরবর্তী দলটি কাজের উদ্দেশ্যে মালয়েশিয়ায় যাওয়ার পরিকল্পনা করতে পারে। প্রধান উপদেষ্টা ২০২৫ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে আসিয়ান চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য মালয়েশিয়াকে অভিনন্দন জানান এবং বাংলাদেশকে আসিয়ানের সেক্টোরাল ডায়ালগ পার্টনার এবং পরবর্তীতে পূর্ণ সদস্য হওয়ার জন্য সমর্থন দেয়ার আহ্বান জানান। তিনি আরও জানান, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৯/১৮২ রেজ্যুলুশনের ভিত্তিতে ২০২৫ সালে রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে জাতিসংঘের উদ্যোগে অনুষ্ঠেয় আসন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আসিয়ানের সমর্থন প্রয়োজন হবে। ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে নিযুক্ত নতুন মালয়েশিয়ার হাইকমিশনারকে বাংলাদেশে আরও বেশি মালয়েশীয় বিনিয়োগ এবং কারখানা স্থানান্তরের ওপর কাজ করার আহ্বান জানান, যাতে বাংলাদেশের যুব শক্তিকে কাজে লাগানো যায়। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, আমি আশা করি আপনার বাংলাদেশে অবস্থানকালে অর্থনীতি এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হবে। প্রধান উপদেষ্টা জানান, বাংলাদেশ কুয়ালালামপুরে চতুর্থ দ্বিপক্ষীয় পরামর্শ প্রক্রিয়া (বিসিএম) অনুষ্ঠানে মালয়েশিয়ার পক্ষ থেকে একটি সুবিধাজনক তারিখের অপেক্ষায় রয়েছে। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ ২০২৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে ঢাকায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের পঞ্চম যৌথ কমিশন বৈঠক আয়োজনের জন্য প্রস্তুত রয়েছে। এ সময় এসডিজি বিষয়ক সিনিয়র সচিব লামিয়া মোরশেদ উপস্থিত ছিলেন।

দূষিত শহরের তালিকায় চতুর্থ ঢাকা

ঢাকা ডেস্ক ঃ বিশ্বের বিভিন্ন শহরে দিন দিন বাড়ছে বায়ুদূষণ। জলবায়ু পরিবর্তনসহ নানা কারণে সৃষ্টি হওয়া এ বায়ুদূষণের কবলে পড়েছে মেগাসিটি ঢাকাও। সোমবার (১৩ জানুয়ারি) সকালে 'খুব অস্বাস্থ্যকর' অবস্থায় রয়েছে শহরটি।

সকাল সোয়া ৯টার দিকে আন্তর্জাতিক বায়ুমান প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান আইকিউএয়ারের তথ্যানুযায়ী, ২৩৯ স্কোর নিয়ে বিশ্বের দূষিত শহরের তালিকায় চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে রাজধানী ঢাকা।

একই সময়ে ২৯৭ স্কোর নিয়ে বিশ্বের দূষিত শহরের তালিকায় শীর্ষে অবস্থানে রয়েছে ভারতের কলকাতা শহর। এ ছাড়া ২৬৪ স্কোর নিয়ে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে পাকিস্তানের করাচি শহর এবং ২৪১ স্কোর নিয়ে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে ভিয়েতনামের হ্যানয় শহর।

একিউআই স্কোর শূন্য থেকে ৫০ ভালো হিসেবে বিবেচিত হয়। ৫১ থেকে ১০০ মাঝারি হিসেবে গণ্য করা হয়, আর সংবেদনশীল গোষ্ঠীর জন্য অস্বাস্থ্যকর বিবেচিত হয় ১০১ থেকে ১৫০ স্কোর। স্কোর ১৫১ থেকে ২০০ হলে তাকে 'অস্বাস্থ্যকর' বায়ু বলে মনে করা হয়।

২০১ থেকে ৩০০-এর মধ্যে থাকা একিউআই স্কোরকে 'খুব অস্বাস্থ্যকর' বলা হয়। এ অবস্থায় শিশু, প্রবীণ এবং অসুস্থ রোগীদের বাড়ির ভেতরে এবং অন্যদের বাড়ির বাইরের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রাখার পরামর্শ দেয়া হয়ে থাকে। এ ছাড়া ৩০১ থেকে ৪০০-এর মধ্যে থাকা একিউআই 'ঝুঁকিপূর্ণ' বলে বিবেচিত হয়, যা নগরের বাসিন্দাদের জন্য গুরুতর স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করে।

ঢাকায় ছিনতাই ও জমি দখলের অভিযোগই বেশি

ঢাকা ডেস্ক ঃ শনিবার বেলা ১২টা। স্পট ঢাকা মহানগর পুলিশের যাত্রাবাড়ী থানা। ডিউটি অফিসারের রুমে অভিযোগ করতে এসেছেন শনির আখড়া এলাকার বাসিন্দা তুষার। গত ১০ই জানুয়ারি রাতে যাত্রাবাড়ী-ডেমরা সড়কে হেঁটে হেঁটে মোবাইলে কথা বলছিলেন। এ সময় কয়েকজন ছিনতাইকারী ছুরি ঠেকিয়ে তার মোবাইল ফোন নিয়ে যায়। পরে তিনি মোবাইল ফোন হারানোর একটি জিডি করেন। শুধু তুষার নন। সাম্প্রতিক সময়ে ঢাকায় ছিনতাই বেড়ে যাওয়ায় প্রায়ই থানায় অভিযোগ করতে আসছেন ভুক্তভোগীরা। থানাসূত্রগুলোও জানিয়েছে, সাম্প্রতিক সময়ে যত অভিযোগ আসছে তার বেশির ভাগই ছিনতাইয়ের অভিযোগ। সরজমিন যাত্রাবাড়ী থানায় অবস্থান করেও একই অভিযোগ বেশি আসার সত্যতা মিলেছে। এর বাইরে যাত্রাবাড়ী থানায় জমি দখলকে কেন্দ্র করে মারামারি, তরুণ-তরুণী পালিয়ে যাওয়ার মতো অভিযোগও আসছে। যাত্রাবাড়ী থানাসূত্র জানিয়েছে, ৫ই আগস্টের পর থানায় চুরি, ছিনতাই ও জমিদখল নিয়ে বিরোধের ঘটনা বেড়েছে।

সরজমিন দেখা যায়, যাত্রবাড়ী থানায় ছাত্র-জনতার আন্দোলনে বিজয়ের পর দুর্বৃত্তরা থানাটিতে ব্যাপক হামলা ও ভাঙচুর চালায়। ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগে পুরোপুরি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় যাত্রাবাড়ী থানা। এখনও থানায় হামলার বিভিন্ন ক্ষত পাওয়া যায়। এরমধ্যে দিয়েই সেবা দিয়ে যাচ্ছেন পুলিশ সদস্যরা। পুলিশের ওপর মানুষের বিশ্বাস ও আস্থা ফেরাতে পুরোদমে কাজ করে যাচ্ছেন। যাত্রাবাড়ী দিয়ে দেশের ৪০টি জেলায় মানুষ যাতায়াত করে। রাত-দিন ২৪ ঘণ্টা এই এলাকা সরগরম থাকে। দূরপাল্লার বেশির ভাগ বাস যাত্রাবাড়ী দিয়ে গন্তব্যে যায়। আবার ঢাকায় প্রবেশের সময় যাত্রবাড়ী হয়ে প্রবেশ করে। তাই যাত্রীদের ঘিরে ছিনতাইকারী ও বিভিন্ন ধরনের প্রতারক চক্র ওৎ পেতে থাকে। যাত্রীদের টার্গেট করে অপরাধীরা বিভিন্ন ধরনের অপরাধ করে বেড়ায়। এজন্য থানায় অভিযোগও বেশি আসে।

স্টাফ কোয়ার্টার এলাকার বাসিন্দা আবুল হোসেন একটি চেকের মামলা করতে এসেছেন থানায়। ব্যবসায়িক পার্টনারের কাছ থেকে টাকা পান তিনি। কিন্তু টাকা দেবে দেবে বলে ৬ মাস ঘুরাচ্ছেন। টাকা দিচ্ছেন না তাই তিনি চেকের মামলা করতে এসেছেন। তিনি বলেন- থানার কার্যক্রমে অনেক পরিবর্তন এসেছে। আমরা যাওয়ার পর ডিউটি অফিসার যথেষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গে আমাদের কথা শুনেছেন এবং মামলা গ্রহণ করেছেন। একটা টাকাও ঘুষ দেয়া লাগেনি। তিনি বলেন, অথচ ৫ই আগস্টের আগে এই মামলা করতে গেলে সর্বনিম্ন বিশ হাজার টাকা ঘুষ দেয়া লাগতো। আবু সেলিম তার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যাত্রাবাড়ী থানায় এসেছেন একান্ত ব্যক্তিগত কিছু বিষয় নিয়ে অভিযোগ করতে। থানার কর্মকর্তাদের ব্যবহারে তিনি মুগ্ধ হয়ে জানান, ডিউটি অফিসার অনেক আন্তরিকতায় তাদের অভিযোগগুলো শুনেছেন এবং আমলে নিয়েছেন। কোনো টাকা-পয়সা ঘুষ দিতে হয়নি এজন্য থানার কর্মকর্তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি। রায়েরবাগ এলাকার বাসিন্দা রওশন আরা বেগম থানায় এসেছেন যাত্রাবাড়ীতে তার স্বামীর দুইটি আড়তের দোকান দখল বুঝে নিতে। গত কয়েক মাস আগে তার স্বামী মারা যান যাত্রাবাড়ীতে। তার স্বামীর আড়তে দুইটি দোকান আছে। এখন তিনি সেগুলো বিক্রি করতে চাচ্ছেন কিন্তু পাশের দোকানদাররা তাদের দোকান দখলে বাধা দিচ্ছে। তিনি বলেন- থানায় এসেছি, ওসি বলেছেন- থানায় আসতে। তিনি মালিক সমিতির সঙ্গে কথা বলে সমস্যা সমাধান করে দিবেন।

যাত্রাবাড়ী থানার ওসি ফারুক হোসেন বলেন, ৫ই আগস্ট এর পর যে সকল অভিযোগ আসছে তার মধ্যে চুরি, ছিনতাই জমি দখল নিয়ে মারামারি এবং তরুণ-তরুণী পালিয়ে যাওয়া সংক্রান্ত অভিযোগ বেশি আসছে। গত এক মাসে আমরা ৪৫জন ছিনতাইকারীকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছি। কতগুলো অভিযোগ থেকে মামলা হয়েছে এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমরা তদন্ত করে যেই সব অভিযোগ মামলা করার যোগ্য সেগুলো মামলা হিসাবে রজু করছি। পুলিশের কার্যক্রম নিয়ে তিনি বলেন, পুলিশের মানসিক অবস্থা কিছুটা বিপর্যস্ত। সাধারণ মানুষ অনেক সময় আক্রমণাত্মক আচরণ করে পুলিশের সঙ্গে। পুলিশের উপর মানুষের আস্থা ফেরাতে আমরা প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছি। পুলিশ স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে একটু সময় লাগবে। মাদক প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এই এলাকায় এখন ছিনতাইয়ের অভিযোগগুলো বেশি আসছে তাই আমরা ছিনতাই রোধে বেশি কাজ করছি। মাদক নির্মূল অভিযান আমরা শিগগিরই পরিচালনা করবো। তিনি বলেন, আমি নতুন যোগদান করায় কে কে মাদক ব্যবসায়ী সেসব তথ্য আমার কাছে নেই। আমরা এর উপর কাজ করছি।

পেশাদার অপরাধীরা তৎপর, উদ্বেগ

ঢাকা ডেস্ক ঃ তুলে নিয়ে মুক্তিপণ আদায় ও চাঁদার জন্য প্রকাশ্যে কোপানোর মতো ঘটনা মানুষের মধ্যে উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। এর সঙ্গে আগে থেকেই রয়েছে ছিনতাইআতঙ্ক। সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন এলাকায় ব্যবসায়ীদের হুমকি দেওয়ার ঘটনাও ঘটছে। পুলিশ বলছে, অপহরণ, চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন ঘটনায় পেশাদার অপরাধীদের পাশাপাশি শীর্ষ সন্ত্রাসীদের জড়িত থাকার তথ্য পাওয়া যাচ্ছে।

সর্বশেষ গত শুক্রবার রাতে রাজধানীর এলিফ্যান্ট রোড এলাকায় বিপণিবিতান মাল্টিপ্ল্যান সেন্টারের সামনে ব্যবসায়ী এহতেশামুল হককে চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে জখম করে ৮ থেকে ১০ দুর্বৃত্ত। এ ঘটনায় সন্ত্রাসী 'ইমন গ্রুপ' জড়িত বলে জানতে পেরেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) একাধিক সূত্র বলছে, গত ৫ আগস্টের পর অপহরণ, চাঁদাবাজি, ছিনতাই ও ডাকাতির মতো যেসব অপরাধ এখন বেশি ঘটছে, এর সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের বেশির ভাগই পেশাদার অপরাধী। শুধু রাজধানী নয়, দেশের বিভিন্ন এলাকাতেও পেশাদার অপরাধীরা সক্রিয়। পেশাদার অপরাধী ও শীর্ষ সন্ত্রাসীদের তৎপরতা নিয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উচ্চপর্যায়ের বিভিন্ন বৈঠকেও আলোচনা হচ্ছে। ২০০১ সালের ২৬ ডিসেম্বর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২৩ জন শীর্ষ সন্ত্রাসীর তালিকা প্রকাশ করে। তাঁদের অনেকে এখন সক্রিয় হয়ে উঠেছেন।

ডিএমপি সূত্র বলছে, ধানমন্ডি, এলিফ্যান্ট রোড, নিউমার্কেট, নীলক্ষেত, হাজারীবাগ, মোহাম্মদপুর, মিরপুর, পল্লবী, কাফরুল, মতিঝিল, বাড্ডা ও মহাখালী এলাকায় শীর্ষ সন্ত্রাসীদের তৎপরতা বেড়েছে। চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন ধরনের অপরাধে আলোচিত সন্ত্রাসী সানজিদুল ইসলাম ওরফে ক্যাপ্টেন ইমন, ইমামুল হাসান হেলাল ওরফে পিচ্চি হেলাল, আব্বাস আলী ওরফে কিলার আব্বাস ও সুব্রত বাইনদের নাম আসছে। এর মধ্যে ইমন ছাড়া অন্যদের নাম ২০০১ সালে করা শীর্ষ সন্ত্রাসীর তালিকায় রয়েছে। তালিকায় ইমনের নাম না থাকলেও দুই দশক ধরে ঢাকার অপরাধজগতের অন্যতম আলোচিত নাম ইমন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানিয়েছে, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকার পতনের পর আলোচিত শীর্ষ সন্ত্রাসী পিচ্চি হেলাল ও ইমন জামিনে বের হন। এই দুজন ছাড়া অন্তত চার শীর্ষ সন্ত্রাসী কাছাকাছি সময়ে কারাগার থেকে জামিনে বের হয়েছেন। গত চার মাসে খুন, দখল, চাঁদাবাজিসহ অপরাধের বেশ কয়েকটি ঘটনায় পিচ্চি হেলাল ও ইমনের নাম এসেছে। গত অক্টোবরে রাজধানীর নীলক্ষেতে পাঁচ ব্যবসায়ীর দোকান দখলের চেষ্টা হয়। এর মধ্যে দুজন বলেন, 'ক্যাপ্টেন ইমনের' লোক পরিচয় দেওয়া কয়েক ব্যক্তি ব্যবসা গুটিয়ে নিতে তাঁদের হুমকি দেন। একপর্যায়ে চাঁদা দাবি করেন। চাঁদা না পেয়ে একটি দোকান কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখতে বাধ্য করেন। পরে তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষার্থীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ওই শিক্ষার্থীরা পরে পুলিশকে বিষয়টি দেখতে বলেন। এরপর পুলিশ উদ্যোগী হলে ওই চাঁদাবাজেরা আর আসেননি।

সন্ত্রাসী ইমনের লোক পরিচয়ে হাজারীবাগের একাধিক ব্যবসায়ীকে নির্যাতন করে চাঁদা আদায়ের অভিযোগ পাওয়া গেছে। তাঁদের একজন নাম না প্রকাশের শর্তে বলেন, ১০ লাখ টাকার বেশি চাঁদা দিয়েছেন তিনি। ভয়ে মামলা করতে যাননি।

হাজারীবাগকেন্দ্রিক একটি ব্যবসায়ী সমিতির একজন প্রতিনিধি জানান, শীর্ষ সন্ত্রাসী ইমনের লোকেরা তুলে নিয়ে ৫ লাখ থেকে ৩০ লাখ টাকা পর্যন্ত চাঁদা নিয়েছেন—এমন পাঁচটি ঘটনা শুনেছেন তাঁরা। তবে নিরাপত্তার স্বার্থে ওই ব্যবসায়ীদের নাম প্রকাশ করতে চাননি তিনি।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একাধিক সূত্র জানিয়েছে, যেসব শীর্ষ সন্ত্রাসী জামিনে বেরিয়ে বিভিন্ন ধরনের অপরাধে জড়াচ্ছেন, তাঁদের কীভাবে আইনের আওতায় আনা যায়, সে বিষয়ে করণীয় নির্ধারণে কাজ চলছে। পাশাপাশি যেসব ঘটনায় ভুক্তভোগীরা অভিযোগ করার সাহস পাচ্ছেন না বলে খবর বেরিয়েছে, সেগুলো সম্পর্কেও গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।

২ জানুয়ারি মিরপুরের রূপনগরের মিল্ক ভিটা মোড় এলাকায় একটি তৈরি পোশাক কারখানার সামনে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায় সন্ত্রাসীরা। এতে কারখানার এক কর্মীর পা ঝলসে যায়। মূলত চাঁদা আদায়কে ঘিরে আতঙ্ক তৈরি করতে ওই ঘটনা ঘটে।

এখন নতুন
এস,এন জুয়েলারী এন্ড রিপেয়ার
আপনার পছন্দের ২২, ১৮ এবং ১৪ গোল্ড জুয়েলারীর অর্ডার দিয়ে নতুন অলঙ্কার তৈরী, রিপেয়ার এবং পুরাতন সোনা দিয়ে নতুন অলঙ্কার তৈরী করে থাকি।
যোগাযোগ: স্বপন ধর
৩৪৭-৮৯১-৮৮৯১
৩৭-৫০-৭৫ স্টিট ,জ্যাকসন হাইটস, নিউইর্য়ক-১১৩৭২

www.jonmobhumi.com

জন্মভূমি
Vol 25 No. 44 Thursday 16 January 2025 Weekly Jonmobhumi
অনলাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

ভারতে যানজটের শীর্ষে কলকাতা

কলকাতা ডেস্কঃ ভারতের বেঙ্গালুরু, মুম্বাই বা পুণের ট্রাফিক জ্যামের কথা অনেকেরই জানা। কিন্তু দেশটির বড় শহরগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ট্রাফিক জ্যাম হওয়ার নিরিখে কলকাতা এখন শীর্ষে। ধীরগতির শহরের তালিকায় এই শহরটি এখন শীর্ষস্থানে পৌঁছে গেছে। শুধু তাই নয়, গোটা বিশ্বের ধীর গতির শহরের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে কলকাতা। এ তালিকায় কলকাতার ঠিক আগেই রয়েছে কলম্বিয়ার ব্যারনকুইলা শহর, যেখানে ১২ লাখের মতো মানুষের বসবাস করে। তালিকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছে ভারতের বেঙ্গালুরু।

২০২৪ সালের টমটম ট্রাফিক ইন্ডেক্সে জরিপ অনুযায়ী ট্র্যাফিক জ্যাম বা যানজটের নিরিখে বেঙ্গালুরু, মুম্বাই ও পুণেকে ছাপিয়ে গেছে কলকাতা। গোটা বিশ্বে ৬২ দেশের ৫০০টি শহরে এই জরিপ চালানো হয়। জরিপে সংশ্লিষ্ট শহরগুলোতে যানবাহনের গতিবেগ, যাত্রাপথের সময়, যানজট মানুষের ওপর কী প্রভাব ফেলে, তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। এ রিপোর্টের প্রথম পাঁচটি শহরের মধ্যে রয়েছে ভারতের তিনটি শহর।

জরিপ বলছে, এই তালিকায় প্রথম স্থানে থাকা ব্যারনকুইলা শহরে গড়ে প্রতি ১০ কিলোমিটার পথ যেতে সময় লাগে ৩৬ মিনিট ৬ সেকেন্ড, ঘিঞ্জির মাত্রা শতকরা ৪৫ শতাংশ। কলকাতায় গড়ে প্রতি ১০ কিলোমিটার পথ যেতে ৩৪ মিনিট ৩৩ সেকেন্ড সময় লাগে। ঘিঞ্জির মাত্রা ৩২ শতাংশ। বেঙ্গালুরুর ক্ষেত্রে গড়ে ওই পথ যেতে ৩৪ মিনিট ১০ সেকেন্ড সময় লাগে। ঘিঞ্জির মাত্রা ৩৮ শতাংশ। গোটা বিশ্বে যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রে ধীরগতির শহরের তালিকায় চতুর্থ স্থানে রয়েছে পুণে, সেখানে গড়ে ১০ কিলোমিটার পথ যেতে সময় লাগে ৩৩ মিনিট ২২ সেকেন্ড। এই শহরের ঘিঞ্জির মাত্রা ৩৪ শতাংশ। পঞ্চম স্থানে রয়েছে লন্ডন। এই শহরে ওই পথ অতিক্রম করতে সময় লাগে ৩৩ মিনিট ১৭ সেকেন্ড, ঘিঞ্জির মাত্রা ৩২ শতাংশ। আর এই যানজটের কারণে ব্যারনকুইলা শহরে গাড়ি নিয়ে চলাচলকারী ব্যক্তির বছরে ১৩০ ঘণ্টা সময় নষ্ট হয়। কলকাতায় ১১০ ঘণ্টা সময় নষ্ট হয়, বেঙ্গালুরুতে ১১৭ ঘণ্টা, পুণেতে ১০৮ ঘণ্টা সময় নষ্ট হয় এবং লন্ডনের সময় নষ্ট হয় ১১৩ ঘণ্টা।

রিপোর্টে বলছে, যানজটের তীব্রতার জন্য কলকাতা শহর বিশ্বব্যাপী ১৬৯তম স্থানে রয়েছে। এর অর্থ, যানজটের মাত্রা বেশি থাকলেও, সেই অনুপাতে মূল্যবান সময় নষ্ট হওয়ার পরিমাণ কিছুটা কম। প্রধানত পরিকাঠামোর অভাবের কারণে কলকাতার রাস্তাগুলোতে যানজটে পরিণত হয়। পাশাপাশি অত্যধিক জনসংখ্যা ও ব্যস্ত সময়ে (পিক টাইমে) ট্রাফিকের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের অভাবের ফলে যানবাহনের গতি শ্লথ হয়ে পড়ে।

ভারতের এক কিশোরীকে ৫ বছর ধরে ৬৪ জন মিলে ধর্ষণের অভিযোগ

কলকাতা ডেস্কঃ দক্ষিণ ভারতীয় রাজ্য কেরালার বাসিন্দা এক ১৮ বছর বয়সি দলিত কিশোরীকে গত পাঁচ বছর ধরে ৬৪ জন পুরুষ যৌন নির্যাতন চালিয়েছে বলে অভিযোগ করেছে। তার বয়স যখন মাত্র ১৩ বছর ছিল, তখন থেকেই সে যৌন নিগ্রহের শিকার হতে শুরু করে।

পুলিশ এখনও পর্যন্ত ২৮ জনকে গ্রেফতার করতে পেরেছে। তারা পুলিশ হেফাজতে থাকায় তাদের কোনও বক্তব্য প্রকাশ্যে আসেনি।

পুলিশ বলছে, অভিযুক্তদের বয়স ১৭ বছর থেকে ৪৭ বছর পর্যন্ত এবং এদের মধ্যে যেমন রয়েছে ওই কিশোরীর প্রতিবেশীরা, তার খেলার প্রশিক্ষক এবং বাবার বন্ধুরাও। অভিযুক্তদের মধ্যে প্রথম নামটি ওই কিশোরীর প্রতিবেশী এবং তার ছোটবেলার বন্ধুর।

এক সরকারি কর্মসূচীর অধীনে কয়েকজন মনোবিদ ওই কিশোরীর বাড়িতে গিয়েছিলেন। তখনই গোটা ঘটনা জানা যায়।

পতনমথিট্টা জেলার পুলিশ সুপারিন্টেডেন্ট নন্দকুমার এস বিবিসিকে জানিয়েছেন যে এখনও পর্যন্ত ১৮টি মামলা দায়ের হয়েছে, এগুলোর মধ্যে রয়েছে দলিত শ্রেণীর মানুষের বিরুদ্ধে হওয়া অপরাধ-রোধী আইন এবং শিশু-কিশোরদের ওপরে যৌন নিগ্রহ রোধ আইন।

পুলিশী তদন্ত এখনও চলছে, তাই পরবর্তী সময়ে আরও নতুন মামলা দায়ের করা হবে বলে পুলিশ জানাচ্ছে। গোটা ঘটনার তদন্তে ২৫ সদস্যের একটি দল গঠন করেছে সেই রাজ্যের সরকার।

ছোটবেলার বন্ধুই প্রথম নির্যাতন চালায়

সংবাদ পোর্টাল 'নিউজ মিনিট' জানাচ্ছে ওই কিশোরী যখন ১৩ বছর বয়সি ছিল, তখনই প্রথমবার সে যৌন নিগ্রহের শিকার হয়। তার পাড়ার ছোটবেলার এক বন্ধুই তাকে প্রথম যৌন নিগ্রহ করে এবং সেই ঘটনার কিছু ছবিও তুলে রাখে সে। এই বন্ধুর নামই অভিযুক্তদের তালিকায় এক নম্বরে আছে।

পতনমথিট্টা জেলার ক্রাইম ব্রাঞ্চের মুখপাত্র সঞ্জীব এম বিবিসিকে বলেন, প্রথম অভিযুক্তের মোবাইলে যৌন নিগ্রহের প্রমাণ পাওয়া গেছে। এই ভিডিও দেখিয়েই সে কিশোরীকে ব্ল্যাকমেইল করে যৌন নিগ্রহ চালাত। আবার তার বন্ধুদের কাছেও নিয়ে যেত কিশোরীটিকে।

পরবর্তীতে ওই কিশোরীর ১৬ বছর বয়সে সেই বন্ধুই আবারও যৌন নিগ্রহ করে। এবার সেই যৌন নিগ্রহের ভিডিও করে সেটা বেশ কয়েকজনের সঙ্গে শেয়ার করে দেয় ওই প্রতিবেশী। সেইসব ব্যক্তিরা পরবর্তী কয়েক বছর ধরে যৌন নিগ্রহ চালাতে থাকে।

ক্রীড়া প্রশিক্ষকও যৌন নিগ্রহ চালায়

জেলা শিশু-কিশোর কল্যাণ কমিটির প্রধান, আইনজীবী এন রাজীব বিবিসিকে বলেছেন যে যৌন নিগ্রহের শিকার হওয়া ওই কিশোরী একজন অ্যাথলেট। খেলার জন্য নানা শিবিরে তাকে যেতে হত। সেখানেও যৌন নিগ্রহের শিকার হতে হয় তাকে।

পুলিশ বলছে গত পাঁচ বছরে ওই কিশোরীকে অন্তত তিনবার গণ-ধর্ষণের অভিযোগ সামনে এসেছে। তদন্তকারীরা বলছেন, ওই কিশোরীর ছোটবেলার যে বন্ধু প্রথমবার তাকে যৌন নিগ্রহ করেছিল, সে অন্তত একবার গণ-ধর্ষণেও হাজির ছিল।

অভিযোগ, ওই কিশোরী প্রথমবার গণ-ধর্ষণের শিকার হন তার বাড়ির পাশেই।

পতনমথিট্টা জেলা ক্রাইম ব্রাঞ্চের মুখপাত্র সঞ্জীব এম বিবিসিকে বলেছেন, অভিযুক্তরা ওই কিশোরীর বাবার ফোন নম্বরে কল করত এবং সে তাদের সবার নম্বর ওই ফোনেই সেভ করে রেখেছিল। বাবার ফোনে আসা এরকম ৪০ জন অভিযুক্তদের কল সে সেভ করে রেখেছিল। ওই ফোন থেকে তথ্য যোগাড় করেই পুলিশ এখন বাকি অভিযুক্তদের সন্ধান করছে।

যেভাবে ঘটনা জানা গেল

ওই কিশোরীর পরিবার অবশ্য গোটা ঘটনার কিছুই জানত না। গত মাসে যখন ওই কিশোরীর বাড়িতে কয়েকজন মনোবিদ যান, তখনই ব্যাপারটা জানা যায়। ওই মনোবিদরা শিশু-কিশোর কল্যাণ কমিটিকে জানায় ঘটনাটি।

শিশু-কিশোর কল্যাণ কমিটির প্রধান, আইনজীবী এন রাজীব বলছিলেন, কুটুম্বশ্রী স্নেহিতা নামের একটি সরকারি কর্মসূচীর অধীনের কয়েকজন কাউন্সেলর বিস্তারিত পারিবারিক তথ্য যোগাড় করছিলেন। পরিবারগুলোকে পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে যে নিজেদের সমস্যাগুলোর কীভাবে মোকাবিলা করতে হবে।

তিনি বলেন, যৌন নিগ্রহের শিকার এই কিশোরী যখন তার স্কুলের কথা বলতে চাইছিল, কিন্তু সে জেদ ধরে যে কোনও একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলবে। ওই মনোবিদ-কাউন্সেলর সরাসরি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তার মানসিক কাউন্সেলিং করা হচ্ছে এখন। সে মনোবিদের সামনে মুখ খুলছে, ১৩ বছর বয়স থেকে কিভাবে সে যৌন নিগ্রহের শিকার হয়েছে।

তিনি এও বলছিলেন যে কিশোরীটি যখন তাদের সঙ্গে কথা বলছিল, তখন তার মা বাইরে অপেক্ষা করছিলেন।

সাধারণত শিশু-কিশোর কল্যাণ কমিটিগুলি স্থানীয় থানায় এ ধরণের ঘটনার খবর জানিয়ে দেয়। তবে রাজীব বলছিলেন, আমাদের মনে হয়েছিল যে এটা অনেক গুরুতর ঘটনা। তাই আমি সরাসরি জেলার পুলিশ সুপারের সঙ্গে যোগাযোগ করি।

তার নিরাপত্তার খাতিরে একটি শিশু-কিশোর হোমে তাকে এবং তার মাকে রাখা হয়েছে।

নারী অধিকার সংগঠনগুলো কী বলছে?

নারী অধিকার সংগঠন 'সখী'র আইনজীবী সন্ধ্যা জনার্দন পিল্লাই বিবিসিকে বলেছেন, এ ঘটনা প্রমাণ করে দিল যে শিশু-কিশোরীদের যৌন নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য শুধু আইন করা যথেষ্ট নয়।

তার কথায়, শিশু-কিশোরীদের নিরাপদে রাখার গোটা ব্যবস্থাতেই যে গলদ আছে, সেটা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল এই ঘটনা। এছাড়াও, যৌন নির্যাতনের শিকার কিশোরীটি গরীব এবং দলিত পরিবারের সদস্য। সামাজিক অবস্থানের দিক থেকে এই কিশোরীটি তাই সবথেকে ঝুঁকির মুখে রয়েছে।

বাংলাদেশ পরিকল্পিতভাবে যুদ্ধ বাঁধাতে চাইছে: মমতার মন্ত্রী

কলকাতা ডেস্কঃ বাংলাদেশের বর্তমান সরকার পরিকল্পিতভাবে যুদ্ধ বাঁধানোর চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেছেন ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায়।

শনিবার (১১ জানুয়ারি) কলকাতা পৌর সংস্থার একটি স্মরণসভা অনুষ্ঠানে এই অভিযোগ করেন তৃণমূলের শ্রমিক নেতা ও মন্ত্রী।

সীমান্তে বাংলাদেশ ভারতকে কাঁটাতারের বেড়া দিতে দিচ্ছে না বলেও জানিয়েছেন তিনি।

তৃণমূল এই নেতার দাবি, ইউনুস সরকার নিজেই খুব একটা ভালো জায়গায় নেই। তারা তাদের দেশের মানুষের আস্থা হারাচ্ছে।

তিনি বলেন, আমাদের সীমায় যদি আমরা কাঁটার বেড়া দিলে তাদের কী? আমরা তো তাদের জমিতে গিয়ে তো কিছু করছি না। বারবার আটকে দিচ্ছে কাজ।

শোভন দেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনার পেছনে কিছু কিছু দেশের ইন্ধন রয়েছে বলে আমার মনে হয়। এই পরিস্থিতিতে ভারত সরকারকে আরও পজিটিভ পদক্ষেপ নেওয়া

উচিত।

প্রসঙ্গত, আইন অনুযায়ী সীমান্তের শূন্যরেখা থেকে ১৫০ গজের মধ্যে ফসল চাষ ছাড়া সীমান্তবর্তী কোনো দেশ তাদের সীমানায় বেড়া কিংবা কোনো স্থাপনা নির্মাণ করতে পারবে না। কিন্তু বিএসএফের সদস্যরা আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করে সীমান্তে স্থাপনা নির্মাণের চেষ্টা করেন।

এর আগে, লালমনিরহাটের পাটগ্রাম উপজেলার দহগ্রাম ইউনিয়নের মুন্সিপাড়া সীমান্তে শূন্যরেখা বরাবর কাঁটাতারের বেড়া স্থাপনের চেষ্টা চালায় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। খবর পেয়ে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সদস্যরা সীমান্ত আইন লঙ্ঘন করে বেড়া নির্মাণের প্রতিবাদ জানালে কাজ বন্ধ রাখে বিএসএফ।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

১০ ট্রাক অস্ত্র মামলায় খালাস বাবর

দায় থেকে খালাস পেলেন সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবরসহ পাঁচজন। রায়ে মামলার আসামি ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন উলফার সামরিক কমান্ডার পরেশ বড়ুয়াসহ পাঁচজনের সাজা কমিয়েছেন আদালত। এ মামলায় বিচারিক আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আসামিদের করা আপিলের ওপর শুনানি শেষে মঙ্গলবার হাইকোর্ট এ রায় দেন। বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলাম ও বিচারপতি নাসরিন আক্তারের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ রায় ঘোষণা করেন। এ রায়ের পর লুৎফুজ্জামান বাবরের কারামুক্তিতে বাধা কাটল। এখন থেকে যে কোনো সময় তিনি কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করবেন বলে জানান তার আইনজীবী।

এদিকে সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর কখন কারামুক্ত হচ্ছেন তা নিয়ে বিএনপি নেতাকর্মীসহ তার আত্মীয়স্বজন ও এলাকার মানুষের মাঝে আগ্রহ তৈরি হয়েছে। প্রায় ১৭ বছর ধরে কারাগারে রয়েছেন তিনি। এরমধ্যে কয়েকবার অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাও নেন। এর আগে ১৮ ডিসেম্বর ১০ট্রাক অস্ত্র চোরাচালানের বিশেষ ক্ষমতা আইনের চোরাচালান মামলায় মৃত্যুদণ্ড থেকে লুৎফুজ্জামান বাবরসহ ছয়জন খালাস পান। লুৎফুজ্জামান বাবর ছাড়া খালাসপ্রাপ্ত অপর চারজন হলেন-রাষ্ট্রায়ত্ত সার কারখানা চিটাগং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিমিটেডের (সিইউএফএল) তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহসিন উদ্দিন তালুকদার, তৎকালীন মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) কেএম এনামুল হক, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের (ডিজিএফআই) সাবেক পরিচালক মেজর জেনারেল (অব.) রেজ্জাকুল হায়দার চৌধুরী ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের সাবেক অতিরিক্ত সচিব নুরুল আমিন। এছাড়া বিচারিক আদালতের রায়ে যাবজ্জীবন দণ্ডিত ১৪ জনের মধ্যে পরেশ বড়ুয়াসহ পাঁচজনের সাজা কমানো হয়েছে। পরেশ বড়ুয়ার সাজা এখন ১৪ বছর করা হয়েছে। অপর চার আসামির সাজা কমিয়ে ১০ বছর করা হয়েছে। এরা হলেন-জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থার (এনএসআই) সাবেক উপপরিচালক মেজর (অব.) লিয়াকত হোসেন, তৎকালীন মাঠ কর্মকর্তা আকবর হোসেন খান তৎকালীন পরিচালক উইং কমান্ডার (অব.) সাহাব উদ্দিন আহাম্মদ ও হাফিজুর রহমান।

মঙ্গলবার রায়ের পর লুৎফুজ্জামান বাবরের আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির বলেন, রায়ে আদালত বলেছেন আজকে একটি 'অ্যাডভান্স অর্ডার' সই করে দেবেন। আমি আশা করি আজকেই এই আদেশ কারাগারে পৌঁছানো হবে এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে তিনি জেল থেকে মুক্তি পাবেন। তিনি কেরানীগঞ্জ কারাগারে আছেন। তার আইনজীবী আরও বলেন, এই মামলায় ১৪ জনের সাজা হয়েছিল। তার মধ্যে পাঁচজন খালাস পেয়েছেন। পাঁচজনের সাজা কমিয়ে দিয়েছেন আদালত। মৃত্যুজনিত কারণে চারজনের আপিল এমনিতেই নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। তিনি বলেন, যে পাঁচজন সাজা পেয়েছেন তাদের মধ্যে পরেশ বড়ুয়ার সাজা রয়েছে ১৪ বছর। আকবর, লিয়াকত, হাফিজ এবং সাহাবুদ্দিন-এ চারজনকে ১০ বছর করে সাজা দেওয়া হয়েছে। ১০ বছর করে সাজা হলেও তারা দীর্ঘদিন ধরে জেলে আছেন। বিচারক বলেছেন ইতোমধ্যে তারা যে সময়টুকু জেল খেটেছেন, তা তাদের জেল খাটার পরিপূর্ণ মেয়াদ থেকে বাদ যাবে।

২০০৪ সালের ১ এপ্রিল সিইউএফএল ঘাট থেকে আটক করা হয় ১০ট্রাক ভর্তি অস্ত্রের চালান। এ নিয়ে কর্ণফুলী থানায় অস্ত্র ও বিশেষ ক্ষমতা আইনে চোরাচালানের অভিযোগ এনে দুটি মামলা হয়। এ মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে লুৎফুজ্জামান বাবরকে ৭৮ দিন রিমান্ডে রাখা হয়। তার আইনজীবী জানান, রিমান্ডে নিয়ে লুৎফুজ্জামান বাবরের ওপর নির্যাতন চালিয়ে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি আদায়ের চেষ্টা করা হয়। রিমান্ডে নিয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ও তার বড় ছেলে তারেক রহমান এ ঘটনায় জড়িত মর্মে স্বীকারোক্তি আদায়ে ব্যর্থ হয়ে পুলিশ তাকে রাজসাক্ষী হওয়ার প্রস্তাব দেয়। তাতেও তিনি রাজি হননি। হাইকোর্ট শুনানিকালে এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়েছেন বলে জানান লুৎফুজ্জামান বাবরের আইনজীবী।

২০১৪ সালের ৩০ জানুয়ারি চট্টগ্রাম মহানগর দায়রা জজ আদালত এবং বিশেষ ট্রাইব্যুনাল একই দিনে দুটি মামলায় রায় দেন। বিচারিক আদালতের রায়ে সাবেক শিল্পমন্ত্রী ও জামায়াতে ইসলামীর তৎকালীন আমির মতিউর রহমান নিজামী (অন্য মামলায় ফাঁসি কার্যকর), সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর, ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন উলফার সামরিক কমান্ডার পরেশ বড়ুয়া এবং দুটি গোয়েন্দা সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ ১৪ জনকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়। এরপর আসামিদের ডেথ রেফারেন্স হাইকোর্টে আসে। দণ্ডিত ১২ জন পৃথক আপিল করেন। মামলায় আসামিদের ডেথ রেফারেন্স (মৃত্যুদণ্ড অনুমোদন) ও আপিলের ওপর ৬ নভেম্বর হাইকোর্টে শুনানি শুরু হয়।

আপিলের পরিসমাপ্তি হলো নিজামীসহ মৃত চারজনের : মারা যাওয়ার কারণে চারজনের আপিল 'অ্যাবেট' (পরিসমাপ্তি) ঘোষণা করেন হাইকোর্ট। তারা হলেন-সাবেক শিল্পমন্ত্রী ও জামায়াতে ইসলামীর তৎকালীন আমির মতিউর রহমান নিজামী, এনএসআইয়ের সাবেক মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) মো. আবদুর রহিম, শ্রমিক সরবরাহকারী দ্বীন মোহাম্মদ ও ট্রলার মালিক হাজি সোবহান। আদালতে আসামি পক্ষে জ্যেষ্ঠ আইনজীবী এসএম শাহজাহান, আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির, মোহাম্মদ আহসান শুনানি করেন। রাষ্ট্রপক্ষে শুনানিতে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল সুলতানা আক্তার রুবী ও সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসিফ ইমরান জিসান। এর আগে সবশেষ ১৮ ডিসেম্বর ১০ট্রাক অস্ত্র আটকের ঘটনায় বিশেষ ক্ষমতা আইনে করা মামলায় মৃত্যুদণ্ড থেকে খালাস পান লুৎফুজ্জামান বাবর। বিএনপির এই নেতা দুর্নীতি, ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলা ও ১০ট্রাক অস্ত্র উদ্ধারের (দুই মামলা) মতো ঘটনায় করা মামলায় দণ্ডিত হয়েছিলেন। তবে গত বছরের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনার পালিয়ে যাওয়ার পর এসব মামলার আপিল শুনানি শেষে খালাস পাচ্ছেন লুৎফুজ্জামান বাবর। ২০০৭ সালের ২৮ মে আটক হন লুৎফুজ্জামান বাবর। এরপর বিভিন্ন মামলায় তার দণ্ড হয়। এর মধ্যে দুটি মামলায় তার মৃত্যুদণ্ডাদেশ হয় এবং একটিতে দেওয়া হয় যাবজ্জীবন দণ্ড। ২৩ অক্টোবর দুর্নীতির মামলায় ৮ বছরের দণ্ড থেকে এবং ১ ডিসেম্বর ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার মামলা থেকে খালাস পান তিনি। সবশেষ ১৮ ডিসেম্বর ১০ ট্রাক অস্ত্র আটকের ঘটনায় বিশেষ ক্ষমতা আইনের মামলায় মৃত্যুদণ্ড থেকে খালাস পেলেন তিনি।

আনন্দ মিছিল : নেত্রকোনা ও মদন প্রতিনিধি জানান, বাবরের মুক্তিতে তার নিজ এলাকা মদনে আনন্দ মিছিল করছে বিএনপি ও অঙ্গসহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা। মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন মদন উপজেলা বিএনপির সভাপতি নূরুল আলম তালুকদার ও পৌর বিএনপির সভাপতি কামরুজ্জামান চন্দন। এ সময় পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কাদির, সাবেক উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আব্দুল হেলিম ভুলু ও সাবেক পৌর বিএনপির সভাপতি সাইদুর রহমান সম্রাটসহ অঙ্গও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা মিছিলে অংশ নেন। এদিকে সাবেক এই স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর মুক্তির খবরে নেত্রকোনা জেলা শহরেও আনন্দ মিছিল হয়েছে। জেলা যুবদলের সাবেক ১নং সিনিয়র সহসভাপতি আব্দুল্লাহ আল মামুন রণির নেতৃত্বে মিছিলটি করা হয়। শহরের কোর্ট স্টেশন এলাকা থেকে মিছিলটি বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন-জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ইসলাম উদ্দিন চঞ্চল, সেলিম আহমেদ, জেলা যুবদলের সাবেক সহসভাপতি রফিকুল ইসলাম রফিক, পৌর বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আফাজ উদ্দিন খান চন্দন প্রমুখ।

দুর্নীতির দায় মাথায় নিয়ে পদত্যাগ টিউলিপ সিদ্দিক

অর্থনীতিবিষয়ক মন্ত্রী (ইকোনমিক সেক্রেটারি টু দি ট্রেজারি অ্যান্ড সিটি মিনিস্টার) টিউলিপ সিদ্দিক। মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের কাছে তিনি পদত্যাগপত্র দিয়েছেন। খালার ঘনিষ্ঠজনদের কাছ থেকে বিনামূল্যে একাধিক সম্পত্তির মালিকানা পাওয়ার অভিযোগের পর থেকেই তিনি চাপে ছিলেন।

টিউলিপ সিদ্দিক প্রধানমন্ত্রী বরাবর দেওয়া পদত্যাগপত্রে লিখেছেন, প্রিয় প্রধানমন্ত্রী সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে আমার প্রতি আপনি যে আস্থা প্রদর্শন করেছেন, তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। মন্ত্রীদের মানদণ্ডবিষয়ক আপনার স্বাধীন উপদেষ্টা স্যার লরি ম্যাগনাসকে ধন্যবাদ জানাই, যিনি আমার স্বপ্রণোদিত আবেদন দ্রুত ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করেছেন এবং আমার বর্তমান ও অতীত আর্থিক এবং বাসস্থানসংক্রান্ত তথ্য বিস্তারিতভাবে শেয়ার করার সুযোগ দিয়েছেন।

আপনি অবগত আছেন, আমার অনুরোধে বিষয়টি নিয়ে গভীর পর্যালোচনা করার পর, স্যার লরি নিশ্চিত করেছেন, আমি মন্ত্রিত্ববিধি ভঙ্গ করিনি। তিনি উল্লেখ করেছেন, আমার মালিকানাধীন বা বসবাসকৃত সম্পত্তি বা আমার কোনো সম্পদ বৈধ উপায় ছাড়া অন্য কোনো উৎস থেকে এসেছে, এমন কোনো প্রমাণ নেই। আমার পারিবারিক সম্পর্ক সর্বজনবিদিত এবং যখন আমি মন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত হই, তখন আমি আমার সব সম্পর্ক এবং ব্যক্তিগত স্বার্থের তথ্য সরকারের কাছে জমা দিয়েছিলাম। কর্মকর্তাদের সঙ্গে ব্যাপক পরামর্শের পর আমাকে আমার স্বার্থপত্রে উল্লেখ করতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল, আমার খালা বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং বাংলাদেশসংক্রান্ত বিষয় থেকে (আমার) বিরত থাকা উচিত, যাতে স্বার্থের সংঘাতের কোনো সন্দেহ না থাকে। আমি আপনাকে আশ্বস্ত করতে চাই, এসব বিষয়ে আমি সর্বদা সম্পূর্ণ স্বচ্ছ থেকেছি এবং কর্মকর্তাদের পরামর্শ অনুসারে কাজ করেছি।

তবে এটি স্পষ্ট যে, অর্থনৈতিক সচিব হিসাবে আমার ভূমিকা সরকারি কাজের জন্য একটি বিভ্রান্তি তৈরি করতে পারে। আমার আনুগত্য সবসময় এই লেবার সরকার এবং তার জাতীয় পুনর্নবীকরণ ও রূপান্তরের কর্মসূচির প্রতি থাকবে। তাই আমি আমার মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আপনার সরকারে কাজ করার সুযোগ দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। আমি পেছনে থেকে যে কোনোভাবে সরকারকে সমর্থন করতে থাকব।

টিউলিপ সিদ্দিকের পদত্যাগপত্রের জবাবে প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার লিখেছেন, প্রিয় টিউলিপ, আপনার চিঠির জন্য ধন্যবাদ। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমি আপনার মন্ত্রিত্বের পদত্যাগ গ্রহণ করছি। অর্থ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসাবে আপনার দায়িত্ব পালনের সময়কালীন আপনার প্রতিশ্রুতি ও অবদানগুলোর জন্য আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই, বিশেষত ব্যাংকিং হাব চালু করা এবং আমাদের ১০০তম সাইট উদ্বোধনের প্রচেষ্টায় নেতৃত্ব দেওয়া, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিয়ে আমাদের চিন্তা-ভাবনায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করা এবং চ্যান্সেলরের প্রথম ম্যানশন হাউস বক্তৃতার সফলতায় অবদান রাখার জন্য (আপনাকে ধন্যবাদ)। আপনার পদত্যাগ গ্রহণ করতে গিয়ে আমি স্পষ্ট করতে চাই যে, স্বাধীন উপদেষ্টা স্যার লরি ম্যাগনাস আমাকে আশ্বস্ত করেছেন যে, মন্ত্রিত্বের আচরণবিধি লঙ্ঘনের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি এবং আপনার আর্থিক অনিয়মের কোনো প্রমাণও নেই। স্বাধীন উপদেষ্টার কাছে নিজেকে সমর্পণ করায় এবং সত্য উদ্ঘাটনে পুরোপুরি সহযোগিতা করার জন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাই।

ব্রিটেনকে পরিবর্তনের লক্ষ্য নিয়ে আমাদের এজেন্ডা বাস্তবায়নে চলমান বিভ্রান্তি দূর করার জন্য আপনি একটি কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সেটি আমি উপলব্ধি করি এবং আপনার জন্য ভবিষ্যতে দরজা সব সময় খোলা রয়েছে, তা স্পষ্ট করতে চাই।

মন্ত্রী পর্যায়ের মানদণ্ডসংক্রান্ত স্বাধীন উপদেষ্টা স্যার লরি ম্যাগনাস বলেছেন যে, তিনি টিউলিপের সঙ্গে সম্পর্কিত 'অন্যায্যতার কোনো প্রমাণ শনাক্ত করতে পারেননি'।

'লন্ডনের সম্পত্তির মালিকানা বা দখলের ক্ষেত্রে টিউলিপ সিদ্দিক বা তার স্বামীর নেওয়া পদক্ষেপের সঙ্গে সম্পর্কিত কোনো অনৈতিকতার প্রমাণ আমি খুঁজে পাইনি, যদিও এটি সংবাদমাধ্যমের মনোযোগের বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে।' 'একইভাবে, আমি আওয়ামী লীগ (অথবা এর সহযোগী সংগঠন) বা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সঙ্গে জড়িত প্রশ্নবিদ্ধ সম্পত্তির মালিকানা বা দখল সম্পর্কিত কোনো অস্বাভাবিক আর্থিক ব্যবস্থার কোনো ইঙ্গিত পাইনি।'

'এছাড়াও, আমি এমন কোনো প্রমাণ পাইনি যে টিউলিপ সিদ্দিক এবং/বা তার স্বামীর আর্থিক সম্পদ, যা আমার কাছে প্রকাশিত হয়েছে, তা বৈধ উপায় ছাড়া অন্য কোনো উপায় থেকে এসেছে।' কিন্তু তিনি বলেন, এটা 'দুঃখজনক' যে টিউলিপ সিদ্দিক তার ঘনিষ্ঠ পরিবারের বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের 'সম্ভাব্য সুনাম ঝুঁকি সম্পর্কে ততটা সতর্ক ছিলেন না।

এর আগে টিউলিপ সিদ্দিক প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের মন্ত্রিপরিষদের মানদণ্ডবিষয়ক উপদেষ্টা লরি ম্যাগনাসকে তার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের বিষয়ে তদন্তের জন্য আহ্বান জানান। সিটি ও দুর্নীতিবিরোধী মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করা টিউলিপ সিদ্দিক খালা শেখ হাসিনার সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তির দেওয়া বাড়িতে বসবাস করেছেন-এমন তথ্য প্রকাশের পরপরই এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। মধ্য লন্ডনের কিংস ক্রসের কাছে একটি দুই বেডরুমের ফ্ল্যাট এবং হ্যাম্পস্টেডে একটি বাড়িসহ বেশ কয়েকটি সম্পত্তি শেখ হাসিনা ঘনিষ্ঠ ব্যক্তির কাছ থেকে বিনামূল্যে পেয়েছেন টিউলিপ ও তার পরিবার। যুক্তরাজ্যের একাধিক সংবাদমাধ্যমে এ নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশের পর থেকেই টিউলিপ সিদ্দিক বেশ চাপের মধ্যে ছিলেন। দেশের আর্থিক খাতে দুর্নীতি বন্ধের দায়িত্ব ছিল টিউলিপের কাঁধে। আর তার বিরুদ্ধেই শেখ হাসিনার সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বেশ কয়েকজনের সম্পত্তি ব্যবহার করা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। এর পরই তার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের তদন্ত শুরু হয়। কয়েক দিন ধরেই গুঞ্জন চলছিল, টিউলিপ সরকার থেকে পদত্যাগ করবেন। অবশেষে তিনি সরে যেতে বাধ্য হলেন।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

হাসিনার বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

তিনি বলেন, ক্ষমতার অপব্যবহার, নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে রাজনৈতিক বিবেচনায় রাজউকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের যোগাসাজশে পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের ২৭ নম্বর সেক্টরের কূটনৈতিক জোনের ২০৩ নম্বর রোড থেকে ১০ কাঠা করে মোট ৬০ কাঠার ৬টি প্লট বরাদ্দ নিয়েছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার স্বজনরা।

দেড় দশক দেশ শাসনের পর ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত ৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রীর পদ ছেড়ে দেশ ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নেন সভাপতি শেখ হাসিনা। এর পর থেকে সেখানেই রয়েছেন তিনি। গতকাল দুদকের ঢাকা সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে সংস্থাটির সহকারী পরিচালক আফনান জান্নাত কেয়া বাদি হয়ে মামলাটি দায়ের করেন।

মামলার আসামিরা হলেন- সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তার মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ (পুতুল), জাতীয় গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব মো: শহীদ উল্লা খন্দকার, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) কাজী ওয়াছি উদ্দিন, সিনিয়র সহকারী সচিব পুরবী গোলদার, প্রশাসনিক কর্মকর্তা মো: সাইফুল ইসলাম সরকার, রাজউকের সাবেক চেয়ারম্যানের সাবেক পিএ মো: আনিছুর রহমান মিঞা, রাজউকের সাবেক সদস্য (এস্টেট ও ভূমি) মোহাম্মদ খুরশীদ আলম, সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ) কবির আল আসাদ, সদস্য (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) তন্ময় দাস, সাবেক সদস্য (পরিকল্পনা) মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, সাবেক সদস্য (উন্নয়ন) মেজর (ইঞ্জিনিয়ার) সামসুদ্দীন আহমদ চৌধুরী (অব:), উপপরিচালক (এস্টেট ও ভূমি-৩) মো: হাফিজুর রহমান, উপপরিচালক (এস্টেট ও ভূমি-৩) হাবিবুর রহমান, পরিচালক (এস্টেট ও ভূমি-২) শেখ শাহিনুল ইসলাম এবং রাজউকের সদস্য (এস্টেট ও ভূমি) মো: নুরুল ইসলাম।

মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, সরকারের সর্বোচ্চ পদাধিকারী ও পাবলিক সার্ভেন্ট হিসেবে বহাল থাকাকালে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার ওপর অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহার করে বরাদ্দ পাওয়ার যোগ্য না হওয়া সত্ত্বেও অসৎ উদ্দেশ্যে পূর্বাচল আবাসন প্রকল্পের ২৭ নং সেক্টরের ২০৩ নং রাস্তার প্লট নং ১৭ সায়মা ওয়াজেদের নামে বরাদ্দ নিয়ে এবং প্লটের বাস্তব দখলসহ রেজিস্ট্রিমূলে প্লট গ্রহণ করেছেন।

মামলার এজাহারে আরো বলা হয়, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকায় নিজের ও পরিবারের অন্য সদস্যদের মালিকানায় ঢাকা শহরে রাজউকের এখতিয়ারাধীন এলাকায় বাড়ি বা ফ্ল্যাট বা আবাসন সুবিধা থাকার পরও সেটা গোপন করে পূর্বাচল নতুন শহর আবাসন প্রকল্পে প্লট বরাদ্দসংক্রান্ত আইন, বিধি ও নীতিমালা ও আইনানুগ পদ্ধতি লঙ্ঘন করে মা শেখ হাসিনার ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন সায়মা ওয়াজেদ। সরকারের সর্বোচ্চ পদাধিকারী ও পাবলিক সার্ভেন্ট হিসেবে বহাল থাকা অবস্থায় তার ওপর অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহার করে অপরাধজনক বিশ্বাস ভঙ্গ করে প্রকল্পের বরাদ্দ বিষয়ক দায়িত্বপ্রাপ্ত গণকর্মচারীদের প্রভাবিত করেছেন।

এর আগে গত ৮ জানুয়ারি দুদকের মহাপরিচালক (ডিজি) মো: আক্তার হোসেন সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন, এ বিষয়ে আমাদের অনেক অগ্রগতি আছে। অনুসন্ধান দল এ নিয়ে অনেক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। আমাদের হাতে পর্যাপ্ত তথ্য এসেছে। যেগুলোর মধ্যে বিশেষ করে রাজউকের পূর্বাচল প্রকল্পের ৬০ কাঠা বরাদ্দসংক্রান্ত বিষয়ে শিগগিরই ভালো কিছু তথ্য আপনাদের (সাংবাদিক) জানাতে পারব। আমরা যেসব তথ্য-উপাত্ত পেয়েছি, সেগুলোতে স্পষ্টভাবেই ক্ষমতার অপব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া গেছে।

শেখ হাসিনাসহ তার পরিবারের ছয় সদস্যের বিরুদ্ধে পূর্বাচলে প্লট বরাদ্দে অনিয়মের অভিযোগ অনুসন্ধানের সিদ্ধান্তের কথা গত ২৭ ডিসেম্বর দুদক থেকে জানানো হয়েছিল।

অভিযোগে বলা হয়, রাজনৈতিক বিবেচনায় সরকারের বিশেষ ক্ষমতাবলে শেখ হাসিনা ক্ষমতার অপব্যবহার করে অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের যোগসাজশে নিজে ও ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়, মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুল, বোন শেখ রেহানা, বোনের ছেলে রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক ববি ও মেয়ে আজমিনা সিদ্দিক রূপান্তির নামে পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের ২৭ সেক্টরের কূটনৈতিক জোনের ২০০৩ নম্বর রোড থেকে ১০ কাঠা করে মোট ৬০ কাঠার ছয়টি প্লট বরাদ্দ নিয়েছেন।

এ ছাড়া দুদক গত ২২ ডিসেম্বর সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়ের বিরুদ্ধে ওঠা ৩০০ মিলিয়ন ডলার (৩০ হাজার কোটি টাকা) বিদেশে পাচারের অভিযোগ অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নেয়। তার আগে শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা পরিবারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকল্পে ৮০ হাজার কোটি টাকা দুর্নীতির অভিযোগ অনুসন্ধানে পাঁচ সদস্যের একটি অনুসন্ধান দল গঠন করেছে। একই দলকে নতুন করে আসা ৩০০ মিলিয়ন ডলার পাচারের অভিযোগটি অনুসন্ধানের নির্দেশ দেয় কমিশন। সবগুলো অভিযোগই অনুসন্ধান পর্যায়ে রয়েছে বলে জানা গেছে।

Wanted
Priest and Chaaplain,
Ratan K Chakrobarty
durg Puja, Kali Puja, santiSwastyan,
marriage, register, annaprsashan,
srdaah et. NYScertified priest and
Chaplin License no-4677.

আগামী নির্বাচনকে এযাবৎকালের সেরা করতে চাইঃ প্রধান উপদেষ্টা

ঢাকায় নরওয়ের রাষ্ট্রদূত হ্যাকন অ্যারাল্ড গুলব্র্যান্ডসন রোববার প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে অধ্যাপক ড. ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি এ কথা বলেন। প্রধান উপদেষ্টা নরওয়ের প্রতি বাংলাদেশকে এশিয়ায় নরওয়েজিয়ান পণ্যের আঞ্চলিক বিতরণ কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করার এবং বাংলাদেশের যুবশক্তিকে কাজে লাগিয়ে এদেশে আরও বিনিয়োগ করার আহ্বান জানান। তিনি নরওয়ের রাষ্ট্রদূতকে বলেন, 'নরওয়ের পণ্য এশিয়ায় বিতরণের জন্য বাংলাদেশকে একটি কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করুন, যাতে আপনাদের নরওয়ে থেকে লোক আনতে না হয় এবং আমাদের তরুণ জনগোষ্ঠীকে কাজে লাগানো যায়।'

অধ্যাপক ইউনূস উদাহরণ হিসাবে বিদেশে নরওয়েজিয়ান টেলিকম জায়ান্ট টেলিনরের প্রথম উদ্যোগ গ্রামীণফোনের কথা উল্লেখ করেন, যা বিগত বছরগুলোয় টেলিনর পরিবারের সবচেয়ে লাভজনক উদ্যোগে পরিণত হয়েছে।

রাষ্ট্রদূত গুলব্যান্ডসেন নরওয়ের প্রধানমন্ত্রী জোনাস গার স্টোরের একটি চিঠি হস্তান্তর করেন, যেখানে বাংলাদেশের অর্ন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি নরওয়ের দৃঢ় সমর্থন প্রকাশ করা হয়েছে। রাষ্ট্রদূত বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী আপনার প্রয়োজনীয় সংস্কার উদ্যোগ এবং অবাধ ও সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রচেষ্টার প্রতি দৃঢ় সমর্থন জানিয়েছেন।'

রাষ্ট্রদূত জানান, নরওয়ের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের মানবাধিকার রক্ষা এবং পরিবেশগত টেকসই উন্নয়নের অঙ্গীকারের প্রশংসা করেছেন।

রাষ্ট্রদূত গুলব্র্যান্ডসন বলেন, নরওয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে জাহাজ নির্মাণ শিল্প এবং সবুজ জ্বালানি রূপান্তর খাতে নিবিড়ভাবে কাজ করতে আগ্রহী। প্রধান উপদেষ্টা মিয়ানমারের পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে নরওয়ের সহায়তা কামনা করেন। তিনি বলেন, 'শান্তি প্রতিষ্ঠায় নরওয়ে বড় ভূমিকা পালন করেছে। তাই রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে আপনাদের সহায়তা প্রয়োজন।'

রাষ্ট্রদূত গুলব্র্যান্ডসেন আরও বলেন, ফিলিস্তিন ইস্যু, আন্তর্জাতিক কর এবং প্লাস্টিক দূষণ নিয়ে বৈশ্বিক ফোরামগুলোয় নরওয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে আগ্রহী।

ঢাকায় নরওয়ে দূতাবাসের ডেপুটি হেড অবি মিশন মারিয়ানে রাবে নেভেলস্রুদ ফিলিস্তিনে মানবিক সহায়তা পৌঁছানোর বিষয়ে নরওয়ের নেতৃত্বাধীন জাতিসংঘ প্রস্তাবে পৃষ্ঠপোষকতার জন্য বাংলাদেশের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

জয়ের গাড়িবিলাস যুক্তরাষ্ট্রে

২০২৩ সালের ২৩ এপ্রিল মার্কিন বিচার বিভাগের অপরাধ বিভাগের সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেলের কাছে এসব তথ্য উল্লেখ করে প্রতিবেদন জমা দেয় এফবিআই। ওই প্রতিবেদনের একটি অনুলিপি গত ডিসেম্বরে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) পেয়েছে বলে জানিয়েছেন সংস্থাটির একাধিক কর্মকর্তা।

এফবিআইয়ের প্রতিবেদনে বলা হয়, তদন্তে জয়ের মালিকানায় আটটি বিলাসবহুল গাড়ি থাকার তথ্য পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ম্যাকলারেন ৭২০এস মডেলের গাড়ির বাজারমূল্য ২ লাখ ৫০ হাজার ৫৭৮ ডলার (প্রায় ৩ কোটি ৪ লাখ ৭৪ হাজার ২৯৮ টাকা), মার্সিডিজ বেঞ্জ এএমজি জিটির মূল্য ১ লাখ ৯ হাজার ৮০৬ ডলার (প্রায় ১ কোটি ৩৩ লাখ ৫৪ হাজার ১৬৮ টাকা), মার্সিডিজ বেঞ্জ এস-ক্লাসের মূল্য ৫১ হাজার ৮ ডলার (প্রায় ৬২ লাখ ৩ হাজার ৩৮৯ টাকা), এসএল শ্রেণির মার্সিডিজ বেঞ্জের মূল্য ৭৩ হাজার ৫৭০ ডলার (প্রায় ৮৯ লাখ ৪৭ হাজার ২৯০ টাকা), লেক্সস জিএক্স ৪৬০ মডেলের গাড়ির মূল্য ৩০ হাজার ১৮২ ডলার (প্রায় ৩৬ লাখ ৭০ হাজার ৬১৪ টাকা), রেঞ্জ রোভারের মূল্য ৩৭ হাজার ৫৮৬ ডলার (প্রায় ৪৫ লাখ ৭১ হাজার ৫৯ টাকা), জিপ গ্র্যান্ড চেরোকির মূল্য ৭ হাজার ৪৯১ ডলার (প্রায় ৯ লাখ ১১ হাজার ২৫ টাকা) ও গ্র্যান্ড চেরোকির বাজারমূল্য ৪ হাজার ৪৭৭ ডলার (প্রায় ৫ লাখ ৪৪ হাজার ৪৭৪ টাকা)।

এ ছাড়া পাঁচটি প্রতিষ্ঠানে সজীব ওয়াজেদ জয়ের সম্পৃক্ততা খুঁজে পেয়েছে এফবিআই। এর মধ্যে রয়েছে ওয়াজেদ কনসাল্টিং, ইকম সিস্টেমস, এমভিয়ন ও ইন্টেলিজেন্ট ট্রেড সিস্টেমস লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানগুলোর গোপন তথ্যদাতা জয়ের দুই সহযোগীর নামও জানিয়েছে এফবিআই। তাঁরা হলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ নেতা সিদ্দিকুর রহমান ও নিজাম চৌধুরী।

প্রতিবেদনে এফবিআই জানায়, মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা হংকং ও কেম্যান আইল্যান্ডে সজীবের ব্যাংক হিসাব পেয়েছে। স্থানীয় একটি মানি এক্সচেঞ্জ কোম্পানির মাধ্যমে ওয়াশিংটন ডিসি, নিউইয়র্ক ও লন্ডনে সন্দেহমূলক অর্থ স্থানান্তরের বিষয়টি জানা গেছে। জয়ের সন্দেহমূলক কার্যকলাপ খতিয়ে দেখতে এফবিআই যুক্তরাজ্যের গোয়েন্দাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। স্পেশাল এজেন্ট লা প্রিভোটের সঙ্গে মার্কিন বিচার বিভাগের সিনিয়র ট্রায়াল অ্যাটর্নি লিন্ডা স্যামুয়েলসের যোগাযোগ হয়েছে। এর আগে তিনি বাংলাদেশ থেকে ৩০০ মিলিয়ন ডলার চুরি এবং যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাচারসংক্রান্ত একটি মামলায় ওয়াশিংটন ফিল্ডের সহায়তা চেয়েছিলেন।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, শেখ হাসিনা ও সজীব ওয়াজেদ জয় যুক্তরাষ্ট্র ও কেম্যান আইল্যান্ডে অর্থ পাচার করেছেন। বিচার বিভাগের সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণ বা মানি লন্ডারিং বিভাগ এসব তহবিল খুঁজে বের, সংযত ও জব্দ করতে ওয়াশিংটন ফিল্ডের সহায়তা চেয়েছিল। তদন্তে ওয়াজেদ কনসাল্টিং ইনকরপোরেটেড নামে সন্দেহমূলক কার্যকলাপও পাওয়া গেছে। ওয়াজেদ কনসালট্যান্ট বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে অনেক ব্যবসায় নিয়োজিত এবং বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট প্রকল্পে যুক্ত ছিল। এসব আর্থিক লেনদেনের বৈধতা নির্ধারণ ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে সতর্কতার সঙ্গে যাচাইবাছাই ও তদন্তের দাবি রাখে।

এফবিআই আরও বলেছে, তারা ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য যাচাই এবং যে কোনো সম্ভাব্য অবৈধ কার্যক্রম মোকাবিলায় সহযোগিতা করার জন্য দুদকের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। তদন্তে যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ও ভার্জিনিয়ায় সজীবের স্ত্রী ক্রিস্টিনের সঙ্গে সন্দেহমূলক ব্যাংক কার্যক্রমের তথ্যও পাওয়া গেছে বলে উল্লেখ করা হয়।

এদিকে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে সজীব ওয়াজেদ জয় বলেন, 'এফবিআইয়ের প্রতিবেদনে দুর্নীতির যে অভিযোগ আনা হয়েছে, তা সম্পূর্ণ বানোয়াট। আমরা কখনো কোনো সরকারি প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত ছিলাম না। অবশ্যই এ দুই দেশে আমাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। তবে আমাদের কোনো অফশোর অ্যাকাউন্ট নেই। যে পরিমাণ অর্থের কথা বলা হচ্ছে, তা আমরা কেউ কখনো দেখিনি।'

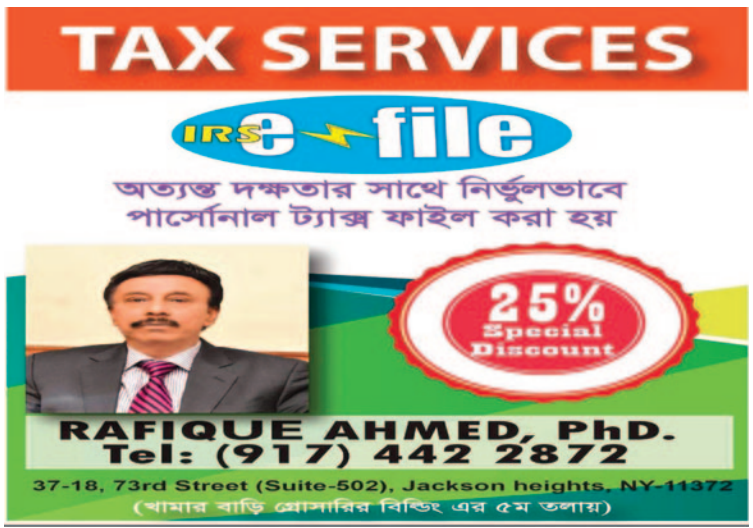

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

বহুল আলোচিত ট্রাম্পের শপথ সোমবার

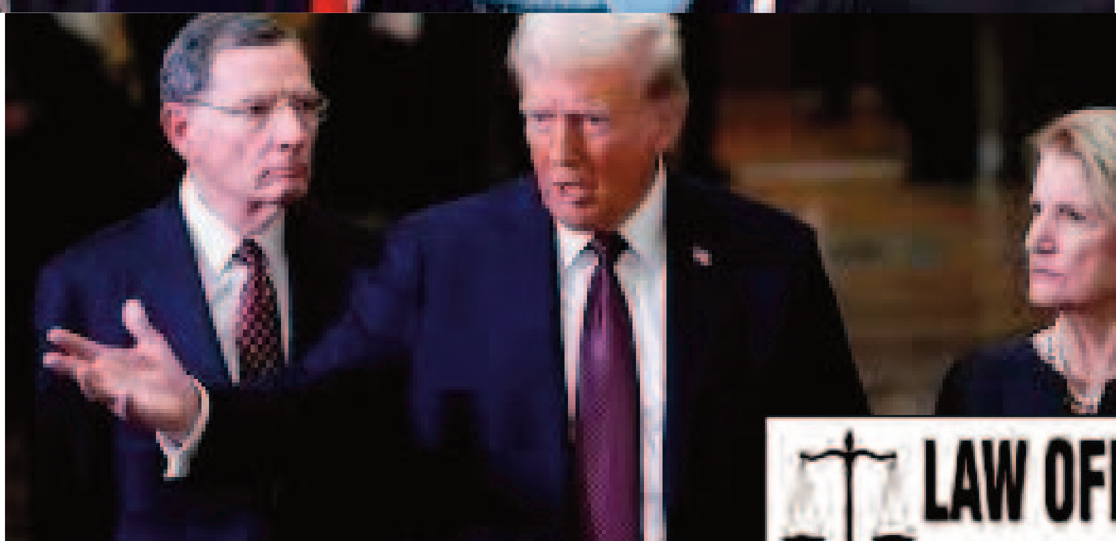

স্মরণকালের সবচেয়ে বেশি নিরাপত্তার মধ্যে অনুষ্ঠেয় এ শপথ অনুষ্ঠানে বেশ কিছু প্রবাসীও থাকবেন। ব্যবস্থাপনা কমিটি সূত্রে জানা গেছে, ১৮ জানুয়ারি ভার্জিনিয়ায় পটোম্যাক ফলসে ট্রাম্প ন্যাশনাল গল্‌ফ ক্লাবে আতশবাজির মধ্য দিয়ে নতুন প্রেসিডেন্টকে স্বাগত জানিয়ে হোয়াইট হাউসে অধিষ্ঠিত করার প্রক্রিয়া শুরু হবে। এরপরই ওয়াশিংটন ডিসিতে ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারিতে ভাইস প্রেসিডেন্টের ডিনার অনুষ্ঠিত হবে নয়া মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিয়ে। ১৯ জানুয়ারি আর্লিংটনে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হবে শহীদ সৈনিকদের স্মরণে। এদিন অপরাহ্ণ ৩টায় ওয়াশিংটনে ক্যাপিটল-১ এরিনায় নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প 'মেইক আমেরিকা গ্রেট অ্যাগেইন ভিক্টরি' র‍্যালিতে বক্তব্য দেবেন। এরপর সন্ধ্যায় ওয়াশিংটনে ন্যাশনাল বিল্ডিং মিউজিয়ামে মোমবাতি প্রজ্বালন কর্মসূচির উদ্বোধনেও কথা বলবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী শপথ অনুষ্ঠানে জীবিত সব প্রেসিডেন্ট (বিল ক্লিনটন, জর্জ বুশ, বারাক ওবামা) অংশ নেবেন। মিশেল ওবামা ছাড়া অন্য সব সাবেক ফার্স্ট লেডিও থাকবেন শপথ অনুষ্ঠানে। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাপিটল ভবনের সিঁড়িতে ২০ জানুয়ারি ভর দুপুরে ট্রাম্প শপথ নেওয়ার পর তিনি হোয়াইট হাউসে যাত্রা করবেন।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

সংসদ হবে দুই কক্ষের

তাঁরা নির্বাচিত হবেন সরাসরি ভোটে। আর উচ্চকক্ষে আসন থাকবে ১০৫টি। নির্বাচন হবে আনুপাতিক পদ্ধতিতে। সংসদের দুই কক্ষ মিলিয়ে মোট আসন হবে ৫০৫টি।

সংবিধান সংস্কার কমিশনের সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। সাংবিধানিক একনায়কতন্ত্র ঠেকাতে বা এক ব্যক্তির হাতে যাতে ক্ষমতা কুক্ষিগত হয়ে না যায়, সে জন্য ক্ষমতার ভারসাম্য আনতে বেশ কিছু সুপারিশ করবে এই কমিশন। পাশাপাশি বিদ্যমান সংবিধানের মূলনীতিতেও পরিবর্তন আনার সুপারিশ করা হবে। সংবিধান সংস্কার কমিশন তাদের সংস্কার প্রস্তাব চূড়ান্ত করে শেষ মুহূর্তের কাজ করছে। আগামীকাল বুধবার অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে প্রতিবেদন জমা দেবে।

সংবিধান সংস্কার কমিশন ছাড়াও নির্বাচনব্যবস্থা, দুর্নীতি দমন ও পুলিশ সংস্কার কমিশনও আগামীকাল প্রতিবেদন জমা দেবে। কমিশনগুলোর পক্ষ থেকে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রথম ধাপে গঠন করা ছয়টি সংস্কার কমিশনের মধ্যে অন্য দুটি–বিচারব্যবস্থা ও জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের চলতি মাসের শেষে প্রতিবেদন দেওয়ার কথা রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানায়, সংস্কার কমিশনগুলো নিজ নিজ ক্ষেত্রে বেশ কিছু মৌলিক পরিবর্তন আনার প্রস্তাব করবে। এ লক্ষ্যে তাদের প্রতিবেদনে যেসব সুপারিশ থাকবে, সেগুলো মূলত দুই ধরনের হবে। কিছু হবে স্বল্প মেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য, আর কিছু দীর্ঘমেয়াদি। তবে কিছু সুপারিশ বাস্তবায়ন করতে হলে সংবিধান সংশোধন করতে হবে। এখন সংসদ নেই। ফলে নির্বাচনের মাধ্যমে একটি সংসদ গঠন না করা পর্যন্ত সংবিধান সংশোধন বা সংস্কার করার সুযোগ নেই।

কমিশনগুলোর প্রতিবেদন পাওয়ার পর রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপ শুরু করবে অন্তর্বর্তী সরকার। চলতি মাসেই এ আলোচনা শুরু হতে পারে। সংস্কার প্রস্তাব এবং এগুলোর বাস্তবায়ন নিয়ে ঐকমত্য হলে সংলাপ থেকে একটি রূপরেখা আসতে পারে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

দ্বিকক্ষ সংসদ যেমন হবে

স্বাধীনতার পর থেকেই দেশের পার্লামেন্ট তথা জাতীয় সংসদ এক কক্ষের। বিদ্যমান সংবিধান অনুযায়ী, সংসদে মোট আসন ৩৫০টি। ৫০টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত। সাধারণ নির্বাচনে পাওয়া আসনের অনুপাতে নারী আসনগুলো বণ্টন করা হয়।

সংস্কার কমিশনের খসড়া প্রস্তাবে বলা হয়েছে, নিম্নকক্ষের ৪০০টি আসনে নির্বাচন হবে বিদ্যমান পদ্ধতিতে। আর উচ্চকক্ষে মোট ১০৫ আসনের ৫টি থাকবে রাষ্ট্রপতির হাতে। তিনি এই পাঁচ আসনে সংসদ সদস্য মনোনয়ন দেবেন। সমাজের পিছিয়ে পড়া বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রপতির হাতে পাঁচটি আসন দেওয়ার প্রস্তাব করা হচ্ছে।

উচ্চকক্ষের বাকি ১০০টি আসনে নির্বাচন হবে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতিতে। দলগুলো নির্বাচনে সারা দেশে যত ভোট পাবে তার অনুপাতে উচ্চকক্ষে আসন পাবে। দলগুলো উচ্চকক্ষে প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে যাতে বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিত্ব রাখে, সেটাও উল্লেখ থাকবে।

বিএনপিসহ বেশ কিছু রাজনৈতিক দল দীর্ঘদিন থেকে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদের কথা বলে আসছে। বিএনপি লিখিতভাবে সংবিধান সংস্কার কমিশনকে যে ৬২ দফা প্রস্তাব দিয়েছিল, সেখানেও দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ গঠনের কথা বলেছে। জাতীয় নাগরিক কমিটিও দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদের প্রস্তাব দিয়েছে। সংবিধান সংস্কার কমিশন ও নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের মতবিনিময়েও অংশীজনদের অনেকে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ চালুর প্রস্তাব দেন।

নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশনও সংসদের নিম্নকক্ষে বিদ্যমান পদ্ধতিতে ও উচ্চকক্ষে আনুপাতিক পদ্ধতিতে নির্বাচন করার সুপারিশ করতে যাচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

একনায়কতন্ত্র ঠেকানো অন্যতম লক্ষ্য

সংবিধান সংস্কার কমিশন সূত্র জানায়, তাদের যেসব সুপারিশ থাকবে, তার অন্যতম লক্ষ্য হবে গণঅভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করা এবং সাংবিধানিক একনায়কতন্ত্র ঠেকানো। এ জন্য ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের ওপর জোর দেওয়া হবে, যাতে এক ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার সুযোগ না থাকে। এ লক্ষ্যে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ করা; একজন ব্যক্তি সর্বোচ্চ কয়টি মেয়াদে প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন, তা নির্দিষ্ট করে দেওয়া; প্রধানমন্ত্রী একই সঙ্গে দলীয় প্রধান ও সংসদ নেতা যাতে না হন, এমন বিধান; নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহি নিশ্চিত করা; নির্বাচনকালীন অন্তর্বর্তী সরকারের বিধান; প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য আনা; নির্বাহী বিভাগ, আইন সভা ও বিচার বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য; বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা–এসব বিষয়ে গুরুত্ব দিচ্ছে কমিশন।

এ ছাড়া সংবিধানের মূলনীতিতে পরিবর্তন আনার সুপারিশও করা হচ্ছে। 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার'–এই তিনটিকে সংবিধানের মূলনীতি করার সুপারিশ করবে কমিশন। এই তিনটির পাশাপাশি আরও দুটি মূলনীতিও যোগ করা হতে পারে।

সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান অধ্যাপক আলী রীয়াজ বলেন, তাঁদের কমিশন আগামীকাল প্রতিবেদন জমা দেবে। এত দিন ক্ষমতা এক ব্যক্তিকেন্দ্রিক ছিল। তাঁরা এমনভাবে সুপারিশ করছেন, যাতে এর পুনরাবৃত্তি না ঘটে। এ জন্য নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহি নিশ্চিত করা, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য আনা, ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ–এসব বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

কার্যকর নির্বাচনব্যবস্থা গড়ে তোলা লক্ষ্য

নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশন সূত্র জানায়, দীর্ঘ মেয়াদে অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে একটি কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রস্তাব তৈরি করছে কমিশন। এ জন্য নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করতে আইন পরিবর্তনের পাশাপাশি কিছু প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনেরও সুপারিশ করবে কমিশন। নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীন নির্বাচন, নির্বাচনের সময় যেসব প্রতিষ্ঠান যুক্ত থাকে, সেগুলোর ওপর ইসির নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করতে বিধিমালায় কিছু পরিবর্তন, প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ আইনে সংশোধন, জাতীয় সংসদ নির্বাচনসংক্রান্ত আইন গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে (আরপিও) নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা বাড়ানো এবং নির্বাচন কমিশনকে দায়বদ্ধ করার জায়গা তৈরি, আরপিওতে শাস্তি ও ব্যবস্থা নেওয়ার বিধানগুলো কিছু ক্ষেত্রে আরও সুনির্দিষ্ট করা, হলফনামার ছকে পরিবর্তন করে প্রার্থীর বিদেশে সম্পদ থাকলে তার বিবরণ দেওয়া বাধ্যতামূলক করা, হলফনামার তথ্য যাচাই বাধ্যতামূলক করা, 'না' ভোটের বিধান যুক্ত করা, সংরক্ষিত নারী আসনে সরাসরি ভোটের ব্যবস্থা করা, রাজনৈতিক দলের প্রার্থী মনোনয়ন পদ্ধতিতে কিছু পরিবর্তন আনাসহ বেশ কিছু ক্ষেত্রে সুপারিশ করার বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রধান বদিউল আলম মজুমদার বলেন, তাঁদের কমিশন আগামীকাল প্রতিবেদন জমা দেবে। সেখানে কমিশনের সুচিন্তিত মতামত থাকবে। সুপারিশগুলো নিয়ে নিজেদের মধ্যে, সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আলোচনা হবে। তিনি আশা করেন, এর মধ্য দিয়ে একটি ঐকমত্যে পৌঁছানো যাবে। দুদক সংস্কার কমিশনের প্রধান ইফতেখারুজ্জামান জানান, তাঁদের কমিশন আগামীকাল প্রধান উপদেষ্টার কাছে প্রতিবেদন জমা দেবে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, দুদক সংস্কার কমিশন দুদকের চেয়ারম্যান ও কমিশনার নিয়োগ আইনে সংশোধন আনার প্রস্তাব দেবে। দলীয় প্রভাবমুক্ত, যোগ্য ব্যক্তিদের একটি স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কীভাবে নিয়োগ দেওয়া যায়, তার একটি রূপরেখা সেখানে থাকবে। দুদককে প্রকৃত অর্থে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ করা এবং মর্যাদা বাড়ানোর বিষয়ে সুপারিশ থাকবে। এখন দুদকে সচিব থেকে নিচের দিকে কর্মকর্তাদের মধ্যে একটি ক্যাডারের প্রাধান্য রয়েছে। এখানে একটি ভারসাম্য আনার কিছু সুপারিশ থাকবে। জনবলের ন্যায্য সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করার পাশাপাশি তাঁদের অনিয়ম নিয়ন্ত্রণেও কিছু সুনির্দিষ্ট সুপারিশ ও প্রক্রিয়ার কথা থাকবে। দুদকের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে একটি কাঠামোও প্রস্তাব করা হতে পারে। দুর্নীতির অভিযোগ যাচাইবাছাইয়ে দীর্ঘসূত্রতা ও অনিয়ম দূর করতে এ ব্যবস্থার আধুনিকায়নে সুপারিশ করবে সংস্কার কমিশন।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসা অন্তর্বর্তী সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কারের ঘোষণা দেয়। অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে ছয়টি কমিশন পূর্ণাঙ্গভাবে গঠন করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। দ্বিতীয় ধাপে গঠন করা ছয়টি কমিশন। আগামী মাসের শেষের দিকে তাদের প্রতিবেদন জমা দেওয়ার কথা।

বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সংস্কার কমিশনগুলোর সুপারিশ নিয়ে কতটা ঐকমত্য তৈরি করা যাবে, তা নিয়ে কেউ কেউ সংশয় প্রকাশ করছেন। কারণ, নির্বাচন ও সংস্কার প্রশ্নে রাজনৈতিক অঙ্গনে মতপার্থক্য তৈরি হয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষক অধ্যাপক মাহবুব উল্লাহ অবশ্য মনে করেন, রাজনৈতিক মতপার্থক্য দূর করা যাবে না, এমন নয়। তিনি বলেন, এখন রাজনৈতিক অঙ্গনে, বিশেষ করে বিএনপি, জামায়াত বা শিক্ষার্থীদের বয়ানে যে মতপার্থক্য দেখা যাচ্ছে, তা এমন কিছু নয় যে অতিক্রম করা যাবে না।

ফ্যাসিবাদের পক্ষে লেখা কলম ভেঙে দেবঃ হাসনাত আবদুল্লাহ

ঢাকা ডেস্কঃ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আবদুল্লাহ বলেছেন, আওয়ামী লীগের প্রশ্নে সর্বপ্রথম যে বিষয়টি আসবে সেটা হলো আগে দলটির বিচার করতে হবে। আওয়ামী লীগের মানবাধিকারের জন্য টকশোজীবী, মিডিয়াপাড়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বুদ্ধিজীবীসহ যারা সরব হয়েছেন ফ্যাসিবাদকে তারাই পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। ফ্যাসিবাদের পক্ষে যেসব কলম আবার লিখবে আমরা সেসব কলম ভেঙে দেব। মঙ্গলবার নারায়ণগঞ্জ শহরের চাষাড়া শহিদ মিনারে জুলাই বিপ্লবের ঘোষণাপত্রের (প্রোক্লেমেশন) দাবিতে পথসভা ও গণসংযোগে তিনি এসব কথা বলেন। পরে তিনি সিদ্ধিরগঞ্জের চিটাগাং রোড ও সোনারগাঁ উপজেলার কাঁচপুরে পথসভা ও গণসংযোগ করেন।

হাসনাত আরও বলেন, ফ্যাসিবাদের পক্ষে যেসব মিডিয়া কথা বলবে, সেসব মিডিয়ার বিপক্ষে আমাদের অবস্থান অব্যাহত থাকবে। ফ্যাসিবাদের পক্ষে যেসব ব্যক্তি আবার তাদের চিন্তা প্রকাশ করবে, তাদের বিপক্ষে আমাদের শক্ত অবস্থান থাকবে। আমরা বারবার বলছি-আপনারা যদি তরুণ প্রজন্মের কথা বুঝতে ব্যর্থ হন, তাহলে আওয়ামী লীগের যে পরিণতি হয়েছে; পরবর্তীতে যারাই নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে আসবেন তাদের পরিণতিও আওয়ামী লীগের মতো হবে। তিনি বলেন, আজকে তরুণ প্রজন্মকে রাস্তায় নেমে আসতে হয়েছে। আমাদের রক্ত দিতে হয়েছে। ভয়কে আমাদের জয় করতে হয়েছে। কারণ দুর্বৃত্তায়নের রাজনীতির সংস্কৃতি ও প্রতিহিংসার রাজনীতির সংস্কৃতি আমাদের তরুণদের আশাহত করেছে। আমরা জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র করতে পারিনি। আমরা রাষ্ট্রের মধ্যে নাগরিক হয়ে উঠতে পারিনি। অতীতের রাজনৈতিক কাঠামো আমাদের নাগরিক অধিকার স্তরে স্তরে বঞ্চিত করেছে। তরুণ প্রজন্ম বঞ্চিত হয়েছে। এ বঞ্চনার ক্ষোভ থেকে আমাদের দ্রোহের আগুন দিয়ে ফ্যাসিবাদমুক্ত বাংলাদেশ গড়েছি। পরবর্তী বাংলাদেশ বিনির্মিত হবে।

অন্তর্বর্তী সরকারকে উদ্দেশ করে হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত আমাদের আলটিমেটাম ছিল। সরকার আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে-রাজনৈতিক ঐকমত্যের ভিত্তিতে ঘোষণাপত্র তৈরি করা হবে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয় হলো-এখনো পর্যন্ত দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপ আমরা দেখছি না। উপদেষ্টাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, আমরা যাদের উপদেষ্টা বানিয়েছি। আমাদের প্রতিনিধি হয়ে যেসব উপদেষ্টা সরকারে গেছেন, আমরা আপনাদের বলতে চাই-আপনারা আমাদের প্রতিনিধিত্ব করছেন। আপনারা যদি মনে করেন জন-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে রাষ্ট্রীয় কোনো বাধা রয়েছে-সেটি আপনারা জনগণের সামনে প্রকাশ করুন। আমরা যেভাবে আগস্টে রাস্তায় নেমেছিলাম, ঠিক একইভাবে আমরা আবার রাস্তায় নেমে আসব। এ প্রোক্লেমেশন দিতে আপনাদের বাধা কোথায়? কারা বাধা দিচ্ছেন সেগুলো জনগণের সামনে আপনারা প্রকাশ করুন। যদি আপনারা ব্যর্থ হন, তাহলে উপদেষ্টার কাতার থেকে জনগণের কাতারে নেমে আসুন। আমরা একসঙ্গে মিলে যেভাবে হাসিনার পতন ঘটিয়েছি, প্রয়োজন হলে আমরা সেভাবে আবার আমাদের প্রোক্লেমেশন আদায় করে নেব।

Karnafully Travel Inc
37-16 73rd Street, Jackson Heights,
NY-11372 Suite # 201FR
tel : 718-205-6050 ,718-205-6055

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

ট্রাম্পের শপথ অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন জয়শঙ্কর

যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে প্রেসিডেন্ট-ইলেক্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে ভারত সরকারের প্রতিনিধিত্ব করবেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর।

শপথ অনুষ্ঠানে যোগদান ছাড়াও জয়শঙ্কর ট্রাম্পের প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। এ ছাড়া ট্রাম্পের শপথ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশ থেকে আসা প্রতিনিধিদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করবেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

ইন্ডিয়া টুডের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জয়শঙ্করের এই সফরের মাধ্যমে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক আরও জোরদার হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

গত ৫ নভেম্বরের মার্কিন নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ভূমিধস জয়লাভ করেন রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। জয়ের দ্বারপ্রান্তে থাকতেই সেইসময় ট্রাম্পকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

গত ৬ নভেম্বর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এক পোস্টে ট্রাম্পকে বন্ধু হিসেবে সম্বোধন করেন মোদি।

তিনি লিখেছিলেন, নির্বাচনে আপনার ঐতিহাসিক বিজয়ে আন্তরিক অভিনন্দন আমার বন্ধু। আপনার আগের মেয়াদে আপনি যে ধরনের সাফল্য গড়েছেন, তাতে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার বৈশ্বিক ও কৌশলগত অংশীদারত্ব নতুন করে আরও জোরদার হওয়ার অপেক্ষায় থাকলাম।

নিউইয়র্কে ফেলানী দিবস পালিত

উক্ত সভায় বিএসএফ'র নির্বিচারে বাংলাদেশী নাগরিকদের হত্যা করার তীব্র নিন্দা এবং ঢাকাস্থ ভারতীয় হাইকমিশনের সামনের রাস্তার নামটির নাম 'ফেলানী সড়ক' করার দাবী জানানো হয়। সভাশেষে এ সংক্রান্ত একটি স্মারকলিপি বাংলাদেশ কনস্যুলেটকে প্রদান করা হয়। কন্স্যুলেটের পক্ষ থেকে মিনিস্টার মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান স্মারকলিপিটি গ্রহন করেন এবং তা যথাযথ কতৃপক্ষের কাছে পৌছে দেওয়া হবে বলে জানান।

প্রতিবাদ সমাবেশে বিশিষ্ট রাজনীতিক ও কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট আবদুস সবুর, 'প্যাট্রিয়টস অব বাংলাদেশ'-এর প্রধান সমন্বয়কারী আবদুল কাদের, সদস্য জুয়েল জাকির, সাংবাদিক চৌধুরী মোহাম্মদ কাজল, মুশফিকুর রহমান, মোহাম্মদ তারিফ ও রাসেল খান বক্তব্য রাখেন।

সমাবেশে 'প্যাট্রিয়টস অব বাংলাদেশ'-এর প্রধান সমন্বয়কারী আবদুল কাদের বলেন, ভারত যদিও আমাদের বন্ধুরাষ্ট্র। কিন্তু ভারতীয়রা যেভাবে সীমান্তে বাংলাদেশীদের হত্যা করছে এটা সৎ প্রতিবেশী সুলভ আচরণ হতে পারে না। এটা মানবাধিকারের স্পস্ট লঙ্ঘন। আমরা আশা করবো ভারত সরকার বিএসএফ-কে সংযত হতে নির্দেশ দেবে।

কাদের বলেন 'এতদিন ভারতের তাবেদার 'আওয়ামী লীগ সরকার' ফেলানী হত্যার বিচার দাবী করেনি। এখন বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষের সরকার জোড়ালো ভাষায় ফেলানী হত্যাকান্ডের বিচার দাবী করবে বলে আমরা আশা করছি'।

কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট আবদুস সবুর বলেন, ফেলানীকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে এটা নিঃসন্দেহে মানবতাবিরোধী অপরাধ। ফেলানী হত্যাকান্ডের বিচার দাবী করে তিনি বলেন, 'ফেলানীকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। তাকে চার ঘন্টা কাটাতারের ওপর ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। তখন তার শরীর থেকে চুইয়ে চুইয়ে রক্ত পড়ছিল। বিএসএফ তাকে উদ্ধার করেনি। মৃত্যুর ১৪ বছর পরও ফেলানী হত্যার বিচার হয়নি। তিনি বলেন, আমরা হত্যাকারীর বিচার দাবী করেন।

'প্যাট্রিয়টস অব বাংলাদেশ-এর অন্যতম সদস্য জুয়েল জাকির বলেন, বিএসএফ-কে আরও সংযত ও মানবিক হতে হবে। এটা কোন সভ্য বাহিনীর আচরণ হতে পারেনা। একটি ১৫ বছরের কিশোরী নির্মমভাবে নিহত হয়েছে। কিন্তু বিচার পায়নি। আমরা ঢাকাস্থ ভারতীয় দূতাবাসের সামনের রাস্তাটির নাম ফেলানীর নামে নামকরনের দাবী জানাচ্ছি। এই রাস্তাটির নাম হোক 'ফেলানী সড়ক' বা 'ফেলানী স্ট্রিট'। তাহলে হয়ত তার পরিবার কিছুটা শান্তনা পাবে। বাংলাদেশী হিসেবে দায়বদ্ধতা থেকে আমরা দেশের অন্তর্বর্তী সরকারের কাছ এই দাবী জানাচ্ছি।

নিউইয়র্কে বাংলাদেশ সোসাইটির যৌথ সভা অনুষ্ঠিত

সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলীর পরিচলনায় সভায় অন্যান্যের মধ্য উপস্থিত ছিলেন বোর্ড অব ট্রাস্টির অন্যাতম সদস্য মোঃ আক্তার হোসেন, আজিমুর রহমান বোরহান, মোঃ এমদাদুল হক কামাল, আব্দুল হাসিম হাসনু, ওয়াসি চৌধুরী, মোঃ শাহজাহান সিরাজী ও মোঃ আতরাউল আলম এবং কার্যকরী কমিটির সিনিয়র সহ সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, সহ সভাপতি কামরুজ্জামান কামরুল, সাংগঠনিক সম্পাদক ডিউক খান, জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক- রিজু মোহাম্মদ, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক জামিল আনসারী, ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক আশ্রাব আলী খান লিটন, স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক- মোহাম্মদ হাসান (জিলানী), কার্যকরি সদস্য জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মোহাম্মদ সিদ্দিক পাটোয়ারী, মুনসুর আহমদ ও হাছান খান।

সভা শুরু হয় পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে তেলাওয়াত করেন সমাজকল্যাণ সম্পাদক জামিল আনসারী। এ সময় সোসাইটির প্রয়াত সকল কর্মকর্তা ও প্রয়াত প্রবাসীদের রুহের মাগফেরাত কামনায় বিশেষ দোয়া মোনাজাত করা হয়।

যৌথ সভায়ার শুরুতেই কার্যকরী কমিটির উপস্থিত কর্মকর্তাদের বোর্ড অব ট্রাস্টির উপস্থিত সদস্যদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী। তারপর উপস্থিত বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্যদের কার্যকরী কমিটির সদস্যদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন সংগঠনের সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম। এসময় একে অন্যের সাথে পরিচিত হন এবং সবাই সবার সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে কুশল বিনিময় করেন। পরিচয় পর্ব শেষে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম। এ সময় তিনি বলেন, আজকের এই যৌথ সভার মূল উদ্দেশ্য হলো নবনির্বাচিত কার্যকরী পরিষদের সাথে বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্যদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। এছাড়া তিনি বলেন আমরা দায়িত্ব গ্রহণ করেছি অল্প দিন হল। বিদায়ী কমিটির কাছ থেকে কি পেলাম এবং বর্তমান পরিস্থিতি কি এর সবকিছু বোর্ড অব ট্রাস্টিকে অবহিত করা।

সভাপতির বক্তব্যের পর পর সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, সিনিয়র সহ সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান ছাড়াও কার্যকরী পরিষদের অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত সবাইকে অবহিত করেন বিদায়ী কমিটির (২০২৩-২০২৪) নানা কর্মকান্ডে গঠনতন্ত্র পরিপন্থি কার্যকলাপ পরিলক্ষিত হয়েছে। এছাড়া অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নানা গড়মিল পাওয়া গেছে। বিশেষ করে বিদায় কমিটির কাছ থেকে দায়িত্ব গ্রহণের সময় অনেক কিছু সঠিকভাবে বুঝে পাননি বলে তারা সবাইকে অবহিত করেন। একই সাথে নানা অসঙ্গতির কথাও জানান উপস্থিত সবাইকে। কবর এবং ব্যাংক খাতে লেনদনে অনেক গরমিল রয়েছে বলেও সভাকে অবহিত করেন তারা। এ সময় উল্লেখ করেন গত ১৬ ই ডিসেম্বর নবনির্বাচিত কার্যকরী পরিষদের অভিষেক অনুষ্ঠানে বিদায়ী কোষাধক্ষ্য নওশাদ হোসেন তার দেয়া বক্তব্যে সবাইকে অবহিত করেন ৩ লক্ষ ৮৪ হাজার ডলার সংগঠনের ফান্ডে রেখে যাচ্ছেন তবে নতুন কোষাধক্ষের কাছে ব্যাংক ট্রান্সফার ও হিসাব বুঝিয়ে দেওয়া সময় টাকার পরিমাণে ব্যাপক গরমিল পাওয়া যায়। বিশেষ করে গঠনতন্ত্রের তোয়াক্কা না করে বিদায়ী কমিটির কর্মকর্তারা অভিষেকের দিন ১৬ ই ডিসেম্বর ২ লক্ষ ৪০ হাজার ডলার ব্যয় করে ৩৬০ টি কবর কিনেন যা এখনো পর্যন্ত ব্যবহার উপযোগী নয়।

এ সময় তারা বলেন, সোসাইটির বিগত দিনের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা প্রয়োজন। বর্তমান কমিটি যে গড়মিল পেয়েছে তা তার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হলে বিদায় কমিটি কাছ থেকে জানতে হবে।

পরবর্তীতে বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্যরা এব্যাপারে তাদের বক্তব্য ও মতামত তুলে ধরেন এ সময় তারা বলেন সোসাইটির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী বড় ধরনের কোন অর্থ খরচ করতে হলে অবশ্যই বোর্ড অব ট্রাস্টির মতামত এবং অনুমতি নিতে হয়। কবর ক্রয়ের বিষয়ে সে ধরনের কোন কিছুই বিগত কমিটি করেনি। তারা বলেন সোসাইটিকে জবাবদিহিতামূলক সংগঠন করতে হলে এ ধরনের কর্মকান্ডের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

পরবর্তীতে সকলের মতামতের ভিত্তিতে একটি যৌথ কমিটি গঠন করা হয় যে কমিটি আগামী ৩০ কার্য দিবসের মধ্যে বিদায়ী কমিটির কাছ থেকে এ ব্যাপারে তাদের বক্তব্য জানতে চাইবে একই সাথে পরবর্তী করণীয় ঠিক করবে।

কমিটির সদস্যরা হলেন বোর্ড অব ট্রাস্টির অন্যতম সদস্য মোঃ আক্তার হোসেন ও আজিমুর রহমান বোরহান এবং কার্যকরী কমিটির কর্মকর্তা মোঃ মহিউদ্দিন দেওয়ান, আবুল কালাম ভুঁইয়া, মফিজুল ইসলাম ভূঁইয়া রুমি, রিজু মোহাম্মদ এবং পদাধিকার বলে সংগঠনের সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী এ কমিটির সদস্য হিসেবে থাকবেন।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

নিউইয়র্ক সিটির চারশত বছর উদযাপনের ঘোষণা মেয়র এরিক অ্যাডামসের

১৬২৫ সালে ম্যানহাটনে প্রথম ইউরোপীয় বসতি স্থাপনের চার শতাব্দী পূর্ণ হচ্ছে এ বছর। সে সময় এই এলাকা 'লেনাপেহোকিং' নামে পরিচিত ছিল, যা লেনাপে জনগণের আবাসভূমি ছিল। ছোট্ট ডাচ কলোনি তখন নিউ আমস্টারডাম নামে পরিচিত ছিল এবং পরে ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণে এসে নিউইয়র্ক নাম ধারণ করে। এক শতাব্দী আগে এর সীমানা ম্যানহাটন বাইরে বিস্তৃত হয়ে ব্রঙ্কস, ব্রুকলিন, কুইন্স এবং স্ট্যাটেন আইল্যান্ডকে অন্তর্ভুক্ত করে।

অ্যাডামস্ জানান, তাদের FoundedByNYC.com-ওয়েবসাইটটিতে এ নিয়ে নানা ইভেন্ট এবং কার্যক্রম রয়েছে, যা শহরের অসাধারণ ৪শত বছরের ইতিহাসকে তুলে ধরে। এখানে সাইন আপ করে যে কেউ প্রশাসনের নিউজলেটার পেতে পারেন, যা ব্যক্তিকে পাঁচটি বোরোর ইভেন্ট সম্পর্কে আপডেট দিবে। এছাড়াও, কেউ চাইলে নিউইয়র্ক সিটির অতীতকে প্রদর্শন করে এমন সব নিজস্ব ইভেন্টের তথ্য জমা দিতে পারবেন যা তারা ক্যালেন্ডারে তুলে ধরবে।

অ্যাডামস্ বলেন, 'আমাদের শহরের অসাধারণ সব অর্জন উদযাপন করার পাশাপাশি, আমাদের প্রশাসন শহরের জটিল বহুমুখী অতীতকে স্বীকার করার এবং এর সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার বিষয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ। এই কারণেই আমরা ডেলাওয়্যার ট্রাইব অফ ইন্ডিয়ান্সের চিফ, ব্র্যাড কিলস্ক্রো-এর সঙ্গে গ্রেসি ম্যানশনে সাক্ষাৎ করেছি এবং ২০ নভেম্বর দিনটিকে 'লেনাপে হেরিটেজ ডে' হিসেবে ঘোষণা করেছি। লেনাপে জনগণ এই অঞ্চলের মূল অধিবাসী। আমরা তাদের অভিজ্ঞতাজাত কষ্ট এবং এই শহরের জন্য অতিতে তাদের অসাধারণ অবদান, যা এখনও করছেন, তা গভীরভাবে স্বীকার করি।'

অ্যাডামস্ বলেন, 'লেনাপে জনগণের মতোই, আমাদের শহরের গল্প শেষ পর্যন্ত ধৈর্য এবং বিজয়ের গল্প। বহু জাতি, ধর্ম এবং জাতিসত্তার মানুষ, যারা এর শুরুর দিনগুলো থেকেই এই শহরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, একত্রে কাজ করে এমন একটি সম্পূর্ণতা তৈরি করেছে যা এর প্রতিটি অংশের যোগফলের চেয়েও বেশি। চার শতাব্দী ধরে, নিউইয়র্ক সিটি সারা বিশ্বের মানুষের জন্য আশার বাতিঘর হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই শহর এমন একটি স্থান যেখানে ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সহনশীলতা বিরাজ করে এবং যেখানে আমেরিকান স্বপ্ন পূরণ করা সম্ভব। আমাদের প্রশাসন সেই স্বপ্নকে নিউইয়র্কবাসীর জন্য আরও কাছাকাছি নিয়ে আসতে কঠোর পরিশ্রম করে চলেছে। আমরা ঐতিহাসিক 'সিটি অফ ইয়েস ফর হাউজিং অপর্চুনিটি' পরিকল্পনা পাশ করেছি, যা একটি নতুন প্রজন্মের সাশয়ী মূল্যের আবাসন তৈরিতে সহায়ক। আমরা 'অ্যাক্স দ্য ট্যাক্স ফর দ্য ওয়ার্কিং ক্লাস' প্রস্তাব করেছি, যা কঠোর পরিশ্রমী নিউইয়র্কবাসীদের জন্য শহরের আয়ের কর কমানোর এবং কিছু ক্ষেত্রে তা বাতিল করার উদ্যোগ। গত বছর আমরা অবৈধ অস্ত্র জব্দ করে, গস্ট কার এবং অন্যান্য অবৈধ যানবাহন রাস্তা থেকে সরিয়ে এবং লাইসেন্সবিহীন গাঁজার দোকান বন্ধ করে অপরাধ কমিয়েছি। আমরা রেকর্ডসংখ্যক নতুন চাকরি এবং ছোট ব্যবসা তৈরি করেছি, সাশ্রয়ী আবাসনের ক্ষেত্রে নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছি এবং পাঁচটি বোরো জুড়ে পথচারীদের জন্য রেকর্ড পরিমাণ জনসাধারণের স্থান তৈরি করেছি।'

৪শত বছর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপনের পাশাপাশি, অ্যাডামস্ প্রশাসন পরবর্তী ৪ শত বছরের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানান যেখানে শহরজুড়ে কম্পোস্টিং প্রবর্তন, নতুন পার্ক তৈরি, গাছ লাগানো এবং ইস্ট সাইড কোস্টাল রেজিলিয়েন্সি প্রজেক্ট-এর প্রথম ধাপ সম্পন্ন করার মাধ্যমে জলবায়ু সহনশীলতাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন তারা।

সবশেষে অ্যাডামস্ বলেন, 'বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ শহরের মেয়র হিসেবে আমি নিউইয়র্কের মহৎ প্রতিশ্রুতি পূরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং প্রতিদিন, সর্বত্র আপনার জন্য কাজ করে যাচ্ছি।'

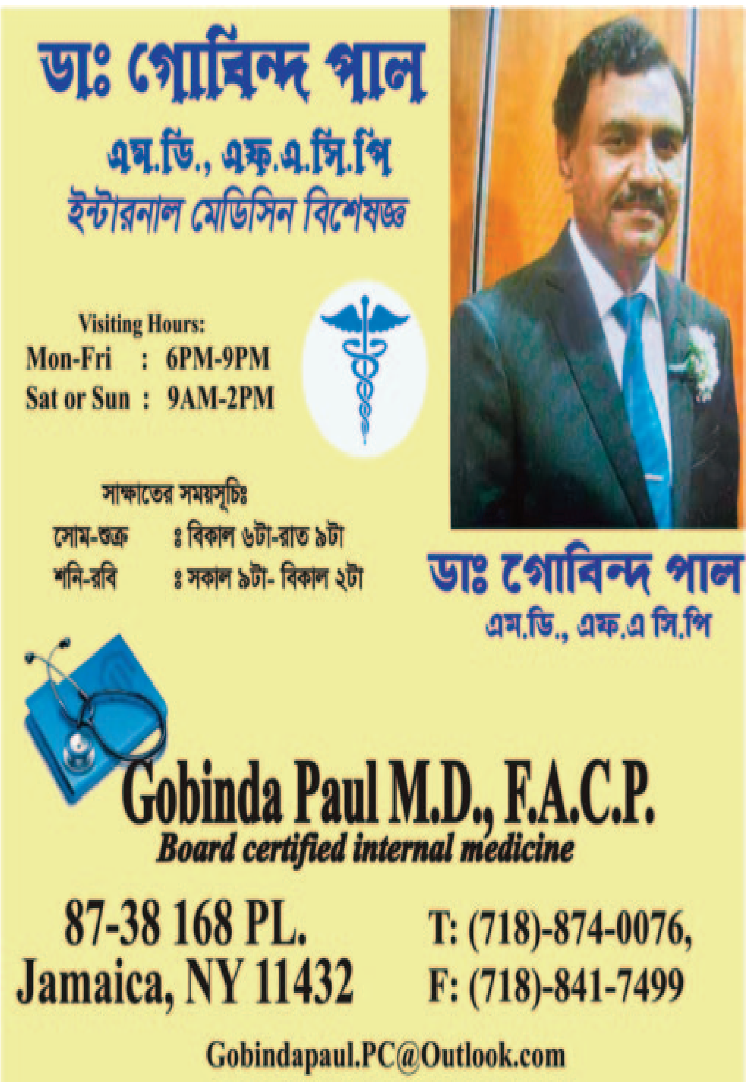

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে।
বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোহস্তুতে॥

তারিখঃ ২রা ফেব্রুয়ারী-২০২৫, রবিবার

সুধী ভক্তবৃন্দ,
নমস্কার! বীণাপাণি সংঘের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই সরস্বতী পূজার শুভেচ্ছা। আসছে ২রা ফেব্রুয়ারী ২০২৫ইং, রবিবার প্রতিবারের ন্যায় বীণাপাণি সংঘ, ইউ এস এ এর উদ্যোগে কুইন্স প্যালেসে ৩৭-১১ ৫৭ স্ট্রীট, উডসাইড প্রাঙ্গনে শ্রী শ্রী সরস্বতী মায়ের পূজার আয়োজনে মনস্থির করা হয়েছে। আসুন, আমরা সকলে মিলে মায়ের চরনে পুস্পাঞ্জলী অর্পন করি।
উক্ত মায়ের পূজায় আপনাদের সকলের উপস্থিতি ও সহযোগিতা আমাদের কাম্য।

বিনয়াবনতঃ

শ্রী হিমান রায়
সভাপতি
৬৪৬-২৪৯-৫০৮৫

শ্রী স্বপন রায়
সাধারণ সম্পাদক
(৫১৬) ৯৮৩-৭৪২৬

স্থানঃ কুইন্স প্যালেস

৩৭-১১, ৫৭ স্ট্রিট, উডসাইড, নিউইয়র্ক ১১৩৭৭

সময়ঃ দুপুর ২টাঃ থেকে রাত ১২টাঃ পর্যন্ত

সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

সময়ঃ সন্ধ্যা ৬টা - রাত১২টা পর্যন্ত

সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশনায়ঃ

উপমহাদেশের স্বনামধন্য শিল্পী

সৌরভ নাথ

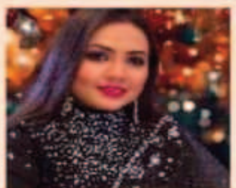
কৃষ্ণা তিথী

মিলন রায়

সবিতা দাস

পূজা পরিক্রমাঃ

মঙ্গলঘট স্থাপনঃ	দুপুর ২:০০ ঘটিকায়
পূজা অর্চনাঃ	দুপুর ২:৩০ ঘটিকায়
অঞ্জলী প্রদানঃ	দুপুর ৩:০০ ঘটিকায়
হাতে খড়িঃ	দুপুর ৩:৩০ ঘটিকায়
শিশু-কিশোরদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতাঃ	বিকাল ৪:০০ ঘটিকায়
মহাপ্রসাদ বিতরণঃ	বিকাল ৫:০০ ঘটিকায়

পৌরহিত্যে করবেনঃ পন্ডিত অরবিন্দ চক্রবর্ত্তী

উর্বি মন্ডল

বীণাপাণি সংঘ, ইউএসএ

Binapani Sangho Email: info@binapani.org
Visit us: www.binapani.org

এ সপ্তাহের রাশি ফল

ড. জি সি সরকার

মেষ রাশি : সপ্তাহের প্রথম দিকে কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন নিয়ে সমস্যা হতে পারে। চিকিৎসায় বহু অর্থ ব্যয় হতে পারে।
ভ্রমণের পরিকল্পনায় বাধা পড়তে পারে। প্রেমের জট ছেড়ে যাবে। নতুন ব্যবসার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি। বাড়িতে গুরুজনের শরীর নিয়ে চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। সম্পত্তি নিয়ে প্রতিবেশীদের সঙ্গে বিবাদ হতে পারে। দীর্ঘ দিনের আশা পূর্ণ হতে পারে। মধ্যভাগে আগুন থেকে সাবধান থাকুন। পারিবারিক জীবনে অশান্তি বাড়তে পারে। আর্থিক লেনদেন নিয়ে কোনও বন্ধুর সঙ্গে বিবাদ হতে পারে। চাকরির স্থানে সুনাম বাড়তে পারে।

বৃষ রাশি : সপ্তাহের প্রথম দিকে ব্যয়ের প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে বা সংযত থাকতে হবে। শরীরে নানা রকম রোগের উপদ্রব দেখা দিতে পারে।
স্বামীর সঙ্গে মতবিরোধ মিটে যাবে। সন্তানের সুবুদ্ধি ঘটতে পারে। ব্যবসায় নতুন কিছু ঘটতে চলেছে। আর্থিক সমস্যার কারণে সংসারে অশান্তি সৃষ্টি হতে পারে। গুরুজনের সঙ্গে আলোচনায় বিপদ থেকে উদ্ধার লাভ। পাশের বাড়ির লোকের জন্য বদনাম রটতে পারে। নতুন কোনও কাজে সাফল্য। সন্তানের আবদার পূরণে খরচ বৃদ্ধি পাবে। সকলে মিলে দূরে কোথাও ভ্রমণের আলোচনা বাতিল হতে পারে। রক্তচাপ বাড়তে পারে।

মিথুন রাশি : সপ্তাহের প্রথম দিকে কর্মক্ষেত্রে বৈরী মনোভাব ত্যাগ করাই ভাল হবে। মামলায় জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।
স্নেহভাজন কারও সঙ্গে বিবাদ বাধতে পারে। প্রেমে নতুন মোড় ঘুরতে পারে। বিদেশে বাসরত বন্ধুর খবর আসতে পারে। কোনও আত্মীয়ের শত্রুতার জন্য দাম্পত্য কলহ অনেক দূর যেতে পারে। ব্যবসায় ফল ভাল হবে না, তবে শেষের দিকে একটু সুবিধা হওয়ার যোগ রয়েছে। বাড়তি কথা বন্ধুমহলে বিবাদ ডেকে আনতে পারে। সন্তানের চিকিৎসার খরচ বাড়তে চলছে। পুলিশের কাজে উন্নতি হতে পারে। নতুন চাকরির সুযোগ আসতে পারে।

কর্কট রাশি : সপ্তাহের প্রথম দিকে ব্যবসায় জটিলতা কাটিয়ে উঠতে পারবেন। বাড়িতে অতিথি আগমনের যোগ।
নতুন কোনও কাজের বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করতে পারেন। ঋণ পরিশোধ করার জন্য সঞ্চয়ে ব্যাঘাত ঘটতে পারে। শারীরিক কারণে কাজের ক্ষতি হতে পারে। মহাজনের সঙ্গে অর্থ নিয়ে অশান্তি হতে পারে। প্রিয়জনের কাছ থেকে আঘাত পাওয়ায় মনঃকষ্ট। পিতা-মাতার খারাপ ব্যবহার নিয়ে মানসিক চাপ বাড়তে পারে। দাম্পত্য সম্পর্কে উন্নতির যোগ। সন্তানের পড়াশোনার খরচ বাড়তে পারে। বাড়তি খরচের ব্যাপারে চিন্তা বৃদ্ধি পেতে পারে। কোনও ক্ষতের ব্যাপারে চিকিৎসার খরচ বৃদ্ধি পেতে পারে।

সিংহ রাশি : সপ্তাহের প্রথম দিকে ব্যবসা ভাল চলবে, কিন্তু পরে জটিলতা দেখা দিতে পারে। অন্যের কাজের দায়িত্ব নেবেন না।
সম্পত্তি কেনাবেচার শুভ সময়। যানবাহন চড়ার সময় অতিরিক্ত সতর্ক থাকুন। পাওনাদারের সঙ্গে বিবাদ হতে পারে। আর্থিক চাপ থাকতে পারে। ঋণ নিয়ে আলোচনা হতে পারে। বাড়িতে দূরের অতিথি আসার যোগ। পিতার শরীর নিয়ে চিন্তা বাড়তে পারে। সম্পত্তির ব্যাপারে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। বাড়তি টাকা আয় করতে গিয়ে পুলিশের সমস্যা হতে পারে। পেটের কষ্ট বৃদ্ধি পাবে।

কন্যা রাশি : সপ্তাহের প্রথম দিকে উপার্জনের ভাগ্য ভাল ও আর্থিক উন্নতি বজায় থাকবে। সাংসারিক শান্তি বজায় থাকলেও শেষের দিকে অশুভ।
অযথা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। এই সপ্তাহে ব্যবসা নিয়ে চিন্তা বাড়তে পারে। শরীরে আঘাত লাগার সম্ভাবনা রয়েছে। সন্তানের লেখাপড়া নিয়ে চিন্তা বাড়তে পারে। অভিনেতাদের জন্য ভাল সময়। সপ্তাহের শেষ দিকে দাঁতের সমস্যা বৃদ্ধি পেতে পারে।

তুলা রাশি : সপ্তাহের প্রথম দিকে ধর্ম বিষয়ক আলোচনায় আনন্দ পাবেন। কর্মজগতে জনপ্রিয়তা পেতে পারেন।
পিঠে খুব ব্যথা হতে পারে। কিছু কেনার জন্য বেশি খরচ হতে পারে। প্রচুর পরিশ্রম হতে পারে। কাজের জন্য খুব ভাল সময়। বাড়িতে অতিথি আসায় খরচ বাড়তে পারে। আধ্যাত্মিক কাজে আনন্দ লাভ। লোকের সঙ্গে একটু বুঝে কথা বলুন, কোনও বিবাদ এ সপ্তাহে চিন্তার কারণ হতে পারে। পিতার সম্পত্তির ব্যাপারে আইনি ব্যবস্থা নিতে হতে পারে। প্রেমে নিঃসঙ্গ বোধ করতে পারেন। ঋণশোধ নিয়ে চিন্তা বাড়বে। স্বামীর সঙ্গে আলোচনায় কোনও সমস্যার সমাধান হতে পারে।

বৃশ্চিক রাশি : সপ্তাহের প্রথম দিকে গৃহে বা কর্মস্থানে মাথা ঠান্ডা রেখে চলতে হবে, পরিস্থিতি বিরুদ্ধে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আর্থিক টানাপড়েনের জন্য সংসারে অশান্তি হতে পারে।
মা-বাবার সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে। কাজের সুবাদে বিদেশযাত্রার সুযোগ আসতে পারে। প্রেমে জটিলতা নিয়ে বাড়িতে বিবাদ বাধতে পারে। লটারি বা ফাটকা প্রাপ্তির যোগ। শত্রুর ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভাল ভাবে চিন্তা করুন। প্রিয়জনের শরীর খারাপ থাকায় মনঃকষ্ট। পিতামাতার সঙ্গে তীর্থভ্রমণের বিষয়ে আলোচনা।

ধনু রাশি : সপ্তাহের প্রথম দিকে নতুন কাজের সন্ধান করতে হতে পারে। সঞ্চয়ে ঘাটতি নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে অশান্তি হতে পারে।
প্রতিবাদী মনোভাবে সমাজে সম্মান বৃদ্ধি পেতে পারে। সন্তানদের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল থাকবে। সপ্তাহের মধ্যভাগে বাইরের লোকের সঙ্গে বিবাদ নিয়ে দুশ্চিন্তা। স্ত্রী ও সন্তান নিয়ে ভ্রমণে আনন্দ লাভ। আধ্যাত্মিক কাজের জন্য খরচ বৃদ্ধি পেতে পারে। ব্যবসা খুব ভাল যাবে না, তাই আর্থিক চাপ বাড়তে পারে। গুরুজনের সঙ্গে সামান্য কারণে অশান্তির জন্য মনঃকষ্ট। ভাই বা বোনের চিকিৎসায় খরচ বাড়তে পারে।

মকর রাশি : সপ্তাহের প্রথম দিকে কাজের জন্য বাড়ির কেউ বাইরে যাওয়ায় মনঃকষ্ট। মাতৃস্থানীয়া কারও সঙ্গে মতবিরোধ হতে পারে।
সঙ্গীতচর্চায় নতুন রাস্তা খুলতে পারে। পরিশ্রমের সুফল পাবেন। স্ত্রীর সঙ্গে অশান্তি দিয়ে সপ্তাহটি শুরু হতে পারে। কাজের চাপের জন্য ক্লান্ত বোধ করতে পারেন। গুরুজনের শরীর নিয়ে চিন্তা ও খরচ বাড়তে পারে। পরিবারের কাজের ব্যাপারে মা-বাবার সঙ্গে বিবাদ হতে পারে। খরচের ব্যাপারে চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। কোনও আত্মীয়ের সঙ্গে দূরভ্রমণের আলোচনা হতে পারে। কোনও মহিলা/পুরুষের প্রতি দুর্বলতা বাড়তে পারে। গবেষণায় উন্নতির সুযোগ আসতে পারে।

কুম্ভ রাশি : সপ্তাহের প্রথম দিকে কারও প্ররোচনায় হঠাৎ কোনও কাজে হাত দেবেন না। পরিবারে অশান্তি মিটে যাওয়ার সঙ্কেত।
অতিরিক্ত কথায় ঝামেলার সৃষ্টি হতে পারে। শারীরিক অসুস্থতার জন্য কাজের ক্ষতি হতে পারে। পড়াশোনার ব্যাপারে ভাল সুযোগ আসতে পারে। সপ্তাহের প্রথম দিকে কারও শত্রুতায় বাড়িতে অশান্তি বৃদ্ধি পাবে। প্রিয়জনের খারাপ ব্যবহারের জন্য মনঃকষ্ট। বাড়তি আয় করতে গেলে বিপদ হতে পারে। মধ্যভাগে কোনও ব্যবসাদারের সঙ্গে অর্থ নিয়ে তর্ক হতে পারে। বাড়িতে অতিথি আসায় খরচ বৃদ্ধি পাবে। জমি ক্রয়-বিক্রয় নিয়ে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ।

মীন রাশি : সপ্তাহের প্রথম দিকে প্রেমের ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকতে হবে, প্রতারিত হওয়ার যোগ রয়েছে। মনের কথা বলার জন্য সঠিক মানুষ পাবেন।
গুরুজনদের পরামর্শ মেনে চলুন। বাড়িতে চুরি হওয়ার আশঙ্কা আছে। নতুন কাজের যোগাযোগ হতে পারে। অনেক দিনের আশা পূর্ণ হতে পারে। পেটের সমস্যার কারণে শরীরে ক্লান্তি বৃদ্ধি পাবে। গবেষণায় সাফল্য লাভ। শারীরিক সমস্যার কারণে ভ্রমণ বানচাল হতে পারে। বাড়িতে কাজের লোকের সঙ্গে বিবাদ হতে পারে। বাড়তি খরচের জন্য সঞ্চয়ে বাধা। স্ত্রীর সঙ্গে সামান্য কারণে বিবাদ হতে পারে।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

মুনা নিউইয়র্ক নর্থ জোন নতুন কমিটি গঠন

সাধারণ সম্পাদক মমিনুল ইসলাম মুজমদার। সংগঠনের মজলিশে শুরার অধিবেশনে নতুন কমিটির সভাপতিকে শপথ বাক্য পাঠ করান মুনার ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ইমাম দেলোয়ার হোসাইন। এর পর নব-মনোনীত সভাপতি জোন কর্মপরিষদের সঙ্গে পরামর্শ করে গত ২৪ ডিসেম্বর জোনের সাধারণ সম্পাদকসহ কর্মপরিষদের নাম ঘোষণা করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ইমাম দেলোয়ার হোসাইন, ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর আরমান চৌধুরী, ন্যাশনাল এসিস্টেন এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর আব্দুল্লাহ আল আরিফ, সদ্য বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক মাওলানা তোহায়া আমিন খান।

নিউইয়র্ক নর্থ জোনের নতুন কমিটির সদস্যরা হলেন: সভাপতি মোহাম্মদ রাশেদুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক মমিনুল ইসলাম মজুমদার, সহ সাধারণ ও অফিস সম্পাদক দিদারুল আলম, জাস্টিস অ্যান্ড হিউম্যান ডিগনিটি বিভাগ পরিচালক প্রফেসর দেলোয়ার মজুমদার, ম্যানপাওয়ার অ্যান্ড এডুকেশন বিভাগ ইঞ্জিনিয়ার মাসুদুর রহমান, স্যোসাল সার্ভির্স বিভাগ মঞ্জুর আহমেদ, অর্থ অ্যান্ড দাওয়াহ বিভাগ নূরুস সামাদ চৌধুরী, হিউম্যান নিটারিয়ান এইড অ্যান্ড রিলিফ বিভাগ অ্যাডভোকেট আবুল হাসেম, ফ্যামিলি ডেভেলপমেন্ট বিভাগ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, ওমেন কো-অডিনেটর আফরোজা হক মিতা, সহকারী ওমেন কো-অডিনেটর হাসিনা আক্তার, সুলতানা পা-রভীন, মুনা ইয়ূর্থ বিভাগ তামজিদুল ইসলাম, চিলড্রেন বিভাগ নিলুফা বানু, মুনা ইয়ং সিস্টার বিভাগ সালমা চৌধুরী, সহকারী ইয়ং সিস্টার কামরুন নাহার।

ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ইমাম দেলোয়ার হোসাইন বলেন, দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে মানুষকে দেওয়া হয় এক মহান পরীক্ষা। যে কোনো বিষয়ের দায়িত্ব তাই যথাযথভাবে পালনের চেষ্টা করা উচিত। দায়িত্ব পালনে অবহেলা করলে আল্লাহ তায়ালার সামনে জবাবদিহি করতে হবে। তিনি বলেন, ময়দানের চাহিদা ব্যাপক। আল্লাহর দ্বীনে একজন দায়িত্বশীল তার কাজের পাশাপাশি আল্লাহর সঙ্গে বেশি বেশি সম্পর্ক বৃদ্ধি করতে হবে খুলুসিয়াতে সঙ্গে। তিনি বলেন, আমাদের অনেক সীমাবদ্ধতা আছে এবং থাকবে। আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা রেখে ময়দানের আলোকে আমাদের সকলকে দ্বীনের কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

বিমানবন্দরে প্রবাসী বাংলাদেশি নরওয়ের নাগরিক সাইদকে মারধর করার নিন্দা ও প্রতিবাদ

মারধর করে রক্তাক্ত করা ও সাইদের বাবা গিয়াস উদ্দিন, মা বেগম মনোয়ারা, ভাই মোহাম্মদ মহি উদ্দিন এবং গিয়াস উদ্দিনের পুত্রবধূ ইপসা জান্নাতুল নাঈমকে হেনস্তা করায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে বৃটেনের সামাজিক ও কমিউনিটি সংগঠন গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে, গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের কনভেনার কমিউনিটি লিডার মোহাম্মদ মকিস মনসুর, কো-কনভেনার, মসুদ আহমদ,সদস্য সচিব,ডঃ মুজিবুর রহমান,ও অর্থ সচিব,এম আসরাফ মিয়া,সহ সংগঠন ১২ টি রিজিওনাল ও বিভিন্ন শাখা কমিটির নেতৃবৃন্দ এক যুক্ত বিবৃতিতে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিমানবাহিনীর কুইক রেসপন্স ফোর্স (কিউআরএফ) এবং আনসার বাহিনীর সদস্য কর্তৃক একজন যাত্রীকে ওরা ১০/ ১২ জন মিলে নির্মমভাবে মারধর করে রক্তাক্ত করায় সমগ্র বিশ্বে বসবাসকারী প্রবাসীদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

এটা কেনো অবস্থাতেই মেনে নেওয়া যায় না ঘটনা যাই ঘটুক আইনের নিজস্ব ধারাবাহিকতা বজায় রেখে কর্তব্য পালন করা উচিত ছিলো বলে উল্লেখ করে শাহজালাল বিমানবন্দরে প্রবাসীর ওপর বর্বরোচিত হামলা ও রক্তে রঞ্জিত করা এবং নির্যাতনের ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো সহ সঠিক তদন্তের মাধ্যমে এর সাথে জড়িত দুষ্কৃতিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি জানিয়েছেন প্রবাসী নেতারা।

প্রবাসীরা বাংলাদেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড। তারা পরিশ্রমের ঘাম ঝরিয়ে, কষ্ট সহ্য করে দেশের জন্য রেমিট্যান্স পাঠান, অথচ প্রবাসীদের সঙ্গে এইসব আচরণ কোনো অবস্থায় মেনে নেওয়া যায় না বলে উল্লেখ করে

গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের কনভেনার ও ইউকে বিডি টিভির চেয়ারম্যান কমিউনিটি লিডার মোহাম্মদ মকিস মনসুর সহ প্রবাসী নেতৃবৃন্দ শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এভিয়েশন সিকিউরিটি র সদস্যদের (বিমান বাহিনী) হাতে এয়ারপোর্টে যাত্রী বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত নরওয়ের নাগরিক সাইদ উদ্দিন নামক একজন রেমিটেন্স যোদ্ধার সাথে বাকবিতণ্ডার কারণে নির্মম মারধোর করে রক্তাক্ত করার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, এ ঘটনার একটি ভিডিওতে দেখা যায়, কিউআরএফ ও আনসারের ১০/১২ জনের মতো সদস্য চারদিক থেকে ঘিরে ধরে সাইদ উদ্দিনকে মারধর করছে, এ সময় একজন নারী চিৎকার করে তাঁকে বাঁচানোর চেষ্টা করছিলেন। অপর একটি ভিডিওতে দেখা যায়, মারধরে সাইদের মুখমণ্ডল রক্তাক্ত হয়েছে। মুখের নিচে ও বাঁ চোখের পাশে রক্ত লেগে আছে।

বিমানবন্দরে কিউআরএফ ও আনসার এর পোষাক পরা যারা এ ঘটনার সাথে জড়িত, "এই সব ষ্টুপিডদেরকে অবিলম্বে গ্রেফতার করে সঠিক তদন্তের মাধ্যমে দুষ্কৃতিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার জোর দাবি জানিয়েছেন।।

যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সি রাজ্যের ফ্রাঙ্কলিন টাউনশিপের ডেপুটি মেয়র হিসেবে শপথ নিলেন শিফা উদ্দিন

ফ্র্যাঙ্কলিন টাউনশিপ কাউন্সিলের বার্ষিক পুনর্গঠন সভায় নতুন ডেপুটি মেয়র হিসেবে তাকে নিয়োগ দেয়া হয়। কাউন্সিল সর্বসম্মতিক্রমে তাকে এক বছরের জন্য ডেপুটি মেয়র পদে নিয়োগের পক্ষে ভোট দেয়। শিফা উদ্দিনকে মনোনীত করেন বিদায়ী ডেপুটি মেয়র এড পোটোসনাক। এসময় তিনি শিফা উদ্দিনকে সমাজের জন্য একটি মহান সম্পদ" বলে প্রশংসা করেছেন। শিফা উদ্দিন এ রাজ্যে একমাত্র নির্বাচিত বাংলাদেশি নারী হিসেবে কোন শহরের ডেপুটি মেয়র হিসেবে দায়ীত্ব নিলেন।

মেয়র হিসেবে শপথ নিয়ে শিফা উদ্দিন বলেন, আমাকে সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য আমার পরিবার ও কমিউনিটির প্রতি কৃতজ্ঞ। ফ্রানকলিন টাউনশিপের বাসিন্দাদের সবসময় সহযোগিতা করে যেতে চাই। নারী অগ্রযাত্রায় সবসময় ভুমিকা রাখতে চান বলেও উল্লেখ করেন তিনি। জনগনের উপর ট্যাঙ কমানো, জনগণের নিরাপত্তা প্রদান, অবকাঠামোগত উন্নয়নে কাজ করার আশাবাদও ব্যক্ত করেন তিনি।

শিফা উদ্দিনের পিতৃভুমি সিলেটের মৌলভী-বাজার। জন্ম ও বেড়ে ওঠা নিউজার্সির পেটার্সন শহরে। গোলাপগঞ্জের ভাদেশ্বর গ্রামের প্রবাসী আব্দুল হাইয়ের সাথে বিব-াহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সংসারজীবন শুরু করেন তিনি।

অভিবাসীরা সামান্য অপরাধ করলেই যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিষ্কার

বিলটির নামকরণ করা হয়েছে ল্যাকেন রিলি। যিনি জর্জিয়ায় একজন অবৈধ অভিবাসীর হাতে নিহত হন।

ল্যাকেন রিলি ছিলেন একজন ২২ বছর বয়সি নার্সিং শিক্ষার্থী। যাকে এক অভিবাসী হত্যার আগে দোকানে চুরির অভিযোগে আটক করা হয়েছিল। কিন্তু তাকে আটক রাখা হয়নি।

বিলটি অভিবাসন ও শুল্ক প্রয়োগ সংস্থাগুলোকে (আইসিই) নির্দেশ দেবে যে, চুরি, ডাকাতি বা লুটপাটের মতো অভিযোগে অভিযুক্ত অভিবাসীদের আটক রাখতে হবে এবং নির্বাসনের জন্য যোগ্য ঘোষণা করতে হবে। এটি এমন অভিবাসীদের লক্ষ্য করছে যারা ছোটখাটো অপরাধ করে সমাজে ঝুঁকি তৈরি করে।

বিলটি আরও একটি বিধান যুক্ত করেছে যা রাজ্যের অ্যাটর্নি জেনারেলদের মার্কিন অ্যাটর্নি জেনারেলের বিরুদ্ধে মামলা করার অধিকার দেবে, যদি অবৈধভাবে প্রবেশ করা অভিবাসী অপরাধে লিপ্ত হন এবং সমাজে ক্ষতি করেন।

রিপাবলিকান প্রতিনিধি মাইক কলিন্স বলেন, 'আইসিই এই ধরনের অপরাধীদের আটক রাখতে এবং নির্বাসন করতে অক্ষম। আমাদের এসব অপরাধীকে রাস্তায় থেকে সরাতে হবে।'

অন্যদিকে, ডেমোক্র্যাটরা বিলটির সমালোচনা করেছেন। প্রতিনিধি প্রমিলা জয়াপাল বলেন, 'মানুষ আদালতে তাদের বক্তব্য উপস্থাপনের সুযোগ পাওয়ার অধিকার রাখে। সবাইকে অপরাধী হিসেবে ধরে নেওয়া উচিত নয়।'

ডেমোক্র্যাটদের মতে, বিলটি অত্যন্ত বিস্তৃত এবং নির্দোষ মানুষদেরও ভুলভাবে আটক করার ঝুঁকি তৈরি করবে। ডেমোক্র্যাটরা আরও অভিযোগ করেছেন যে রাজ্যের অ্যাটর্নি জেনারেলদের মামলা করার অধিকার দেওয়া অসাংবিধানিক।

নিউ ইয়র্কের প্রতিনিধি জেরল্ড নাডলার বলেন, 'এই বিলটি সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করছে যা রাজ্যগুলিকে ফেডারেল সরকারের অভিবাসন নীতি চ্যালেঞ্জ করতে নিষেধ করেছে।'

বিলটি পাস হওয়ার পর অভিবাসন নীতির ক্ষেত্রে নতুন আলোচনা তৈরি হয়েছে। রিপাবলিকানরা বলছেন, এটি একটি জরুরি পদক্ষেপ। তবে, ডেমোক্র্যাটরা এর আইনি এবং মানবিক দিক নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

এই বিলের পরিণতি কী হতে পারে এবং এটি কতটা কার্যকর হবে, তা দেখার বিষয়।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামী লীগের 'বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস' উদযাপন

গত ৯ জানুয়ারি নিউইয়র্কের এস্টোরিয়া বৈশাখী পার্টি সেন্টারে আয়োজিত সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনসহ নানা বিষয় তুলে ধরেন শেখ হাসিনা। তিনি এসময় দেশে অসহায় দরিদ্রদের মাঝে শীতবস্ত্র ও খাদ্য বিতরণের জন্য দলীয় নেতা-কর্মীদের আহ্বান জানান।

নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মুজিবুর রহমান মিয়ার সভাপতিত্বে এবং স্টেট আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহীন আজমলের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা ডা. মাসুদুল হাসান ও আব্দুর রহিম বাদশা, নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি হুমায়ুন কবির, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাখাওয়াত আলী, এমএ বাশার মিলন, সাংগঠনিক সম্পাদক নূরুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ হেলিম উদ্দিন, নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক ইমদাদ চৌধুরী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক দুলাল বিল্লাহ, আওয়ামী লীগ নেতা জিন্নাহ, ইসহাক মিয়া, আজিজুর রহমান সাবু, নাজিম প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত ও দোয়া পরিচালনা করেন স্টেট আওয়ামীলীগের উপদেস্টা সিরাজুল ইসলাম ভূইয়া। এসময় যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের সহযোগী সংগঠনসহ স্টেট আওয়ামীলীগের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে টেলিফোনে দেয়া বক্তব্যে শেখ হাসিনা বলেন, ১৯৭৫ সালে জাতির জনক ও তার পরিবারের সকল সদস্যকে হত্যার মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে কলংকিত করে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করা হয়। ৫ আগস্টও একইভাবে স্বাধীনতাবিরোধীরা ক্ষমতা দখল করে আমাকে এবং আমার বোন শেখ রেহানাকে হত্যা করতে চেয়েছিলো। কিন্তু তারা সেটা পারেনি। গভীর চক্রান্তের মাধ্যমে জঙ্গি, সন্ত্রাসীরা পুলিশ, ছাত্র, আওয়ামী লীগ, সাধারণ মানুষ হত্যা করে ক্ষমতা দখল করে। যে কোটা ২০১৮ সালে বাতিল করেছিলাম, আদালত যে রায় দেয় তাও আমরা স্থগিত করি। জুলাই আন্দোলনে বাধা দেয়া হয়নি, পুলিশকে নিষেধ করেছিলাম বাধা দিতে। শেখ হাসিনা বলেন, তারা আবু সাঈদ ও মুগ্ধকে হত্যা করেছে। গুলিবিদ্ধ আবু সাঈদকে কেন হাসপাতালে নেয়া হয়নি? ওই পরিস্থিতিতে আমি চাইনি দেশে লাশের পর লাশ পড়ুক। রক্তপাত চাইনি, তাই ক্ষমতা ছেড়ে দিয়েছি। শেখ হাসিনা বলেন, নানা ঘাত প্রতিঘাতের মাধ্যমে যে উন্নয়নশীল দেশ গড়েছিলাম আজ তা ধ্বংস প্রায়। তারা এখনো দেশে সন্ত্রাসী কাজ চালাচ্ছে। দেশে অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, দুর্বাত্তায়ণ হচ্ছে। আরাজকতা ও নৈরাজ্যে সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ। জিনিস পত্রের দাম ক্রয় ক্ষমতার বাইরে।

তিনি দেশের মানুষকে মুক্ত করার জন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

বক্তব্য শেষে শেখ হাসিনা উপস্থিত নেতা-কর্মীদের সাথে সরাসরি টেলিফোনেও কথা বলেন।

গাজায় যুদ্ধবিরতি চুক্তি: ট্রাম্প ও বাইডেনের কৃতিত্ব দাবির প্রতিযোগিতা

অথচ ১৫ মাস ধরে চলমান ইসরাইলি আগ্রাসনে গাজায় এখন পর্যন্ত ৪৬,০০০-এর বেশি ফিলিস্তিনি প্রাণ হারিয়েছেন, যাদের মধ্যে বেশিরভাগই নারী ও শিশু।

বৃহস্পতিবার (১৬ জানুয়ারি) এক প্রতিবেদনে এ খবর দিয়েছে আনাদোলু এজেন্সি।

বুধবার মধ্যরাতে জানা যায়, ইসরাইল এবং হামাসের মধ্যে চুক্তি হয়েছে। যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইসরাইলি এবং কাতারের কর্মকর্তারা নিশ্চিত করেছেন। ট্রাম্প দ্রুততার সঙ্গে এই চুক্তি ঘোষণা করে বলেন, গাজায় আটক ইসরাইলি বন্দিদের জন্য একটি চুক্তি হয়েছে।

ট্রাম্প তার নিজস্ব সামাজিকমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে বলেন, 'মধ্যপ্রাচ্যে বন্দিদের জন্য চুক্তি হয়েছে। তারা শীঘ্রই মুক্তি পাবে'।

পরে তিনি চুক্তিটিকে একটি ঐতিহাসিক যুদ্ধবিরতি চুক্তি হিসেবে অভিহিত করেন।

ট্রাম্প বলেন, 'এই ঐতিহাসিক যুদ্ধবিরতি চুক্তি শুধুমাত্র আমাদের নির্বাচনী জয়ের ফলে সম্ভব হয়েছে। এটি বিশ্বকে সংকেত দিয়েছে যে আমার প্রশাসন শান্তি স্থাপন এবং মিত্রদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চুক্তি করবে। আমি আনন্দিত যে আমেরিকান এবং ইসরাইলি বন্দিরা বাড়ি ফিরে তাদের পরিবারের সাথে মিলিত হবে'।

চুক্তির সময়টিকে ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদ শুরুর আগে, ২০ জানুয়ারির মধ্যে বন্দি মুক্তির সাথে সম্পর্কিত বলে মনে করা হচ্ছে। সম্প্রতি তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন যে, যদি তার অভিষেকের আগে বন্দিরা মুক্তি না পায়, তবে মধ্যপ্রাচ্যে চরম পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে।

এদিকে হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, বাইডেন এক সংবাদ সম্মেলনে এই চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছে। বাইডেন বলেন, 'ফিলিস্তিনিরা দীর্ঘদিন ধরে ভয়াবহ পরিস্থিতি মোকাবিলা করছে। এই চুক্তির মাধ্যমে গাজার জনগণ পুনর্গঠন এবং ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে পারবে, যেখানে হামাস আর ক্ষমতায় থাকবে না'।

বাইডেন চুক্তির তিনটি ধাপ তুলে ধরেন। প্রথম ধাপে ছয় সপ্তাহের যুদ্ধবিরতি, ইসরাইলি বাহিনীর গাজার জনবহুল এলাকা থেকে প্রত্যাহার এবং নির্দিষ্ট বন্দিদের মুক্তি অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় ধাপে বন্দি বিনিময়ের মাধ্যমে অবশিষ্ট বন্দিদের মুক্তি এবং চূড়ান্তভাবে একটি পুনর্গঠন পরিকল্পনা শুরু হবে।

বাইডেনের কাছে সাংবাদিকদের প্রশ্নে, 'এই চুক্তির কৃতিত্ব কার?' জবাবে তিনি বলেন, 'এটা কি মজা করছেন?'

ইসরাইলের গাজা অভিযানে ৪৬,৭০০ জনেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছে। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর গাজার হামাস যোদ্ধারা দক্ষিণ ইসরাইলে আক্রমণ চালিয়ে প্রায় ১,২০০ ইসরাইলি নাগরিককে হত্যা এবং ২৫০ জনকে অপহরণ করে। এরপর থেকে ইসরাইল গাজা উপত্যকায় নিরলস হামলা চালিয়ে যাচ্ছে।

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

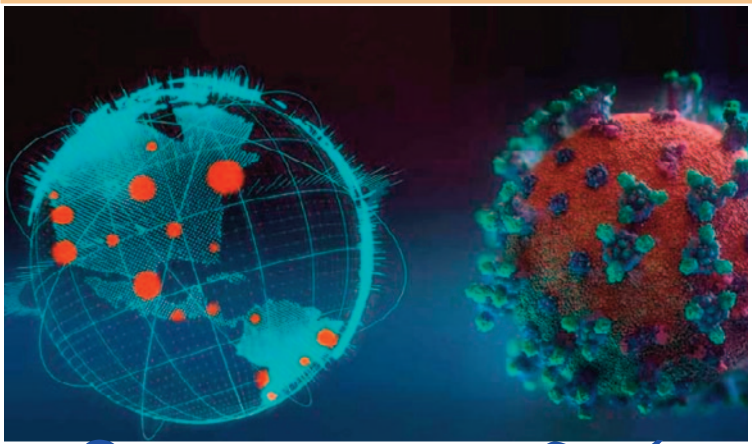

শীতে ত্বক ও চুল পরিচর্যা

শীতে ত্বক ও চুল রুক্ষ হয়ে যায়, চেহারাও স্বাভাবিক সৌন্দর্য হারায়, তাই ত্বক ও চুলের বিশেষ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। শীতকালে ক্রিম, সাবান যাই ব্যবহার করুন না কেন তা যেন ময়েশ্চ-ারাইজারযুক্ত হয়। দিনে অন্তত দু'বার এ ক্রিম ব্যবহার করবেন। আলফা হাইডক্তি বা ভিটামিন-ই যুক্ত ক্রিম ব্যবহার করা যেতে পারে। গোসলের আগে শরীরে অলিভ অয়েল হালকা করে মাখতে পারেন গোসল শেষে অল্প পানিতে সামান্য অলিভ অয়েল দিয়ে গা ধুয়ে নিন। তারপর আলতো করে গা মুছবেন। অনেকে মনে করেন শীতকালে সানস্ক্রিন প্রয়োজন হয় না। এটি ভুল। সূর্যরশ্মি ত্বকের জন্য ক্ষতিকারক। এটি ত্বকে দ্রুত বলিরেখা ফেলে। ত্বকে উপযুক্ত সানস্ক্রিন ব্যবহার করলে বার্ধক্যজনিত সমস্যা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। তবে সূর্যরশ্মি থেকে যে ভিটামিন পাওয়া যায় তা শরীরের জন্য প্রয়োজনীয়। শীতে বাতাসের আর্দ্রতা কম থাকে বলে ত্বকের এপিডার্মাল বা উপরের স্তর থেকে আর্দ্র ভাব কমে যায়। শীতের আরেক সমস্যা হচ্ছে ঠোঁট ফাটা ও কালো হয়ে যাওয়া। এর সমাধান গ্লিসারিন। জিভ দিয়ে ঠোঁট বারবার ভেজাবেন না। রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে গ্লিসারিন লাগাবেন। হাত-পায়ের ত্বক ফেটে যাওয়ার আগেই গ্লিসারিন মেখে নেওয়া ভালো। শীতে চুল রুক্ষ হতে পারে এবং খুশকির আক্রমণ হয়। খুশকির জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ মতো ভালো শ্যাম্পু ব্যবহার করবেন। চুল সাধারণত দু'রকম, তৈলাক্ত ও শুষ্ক। চুল তৈলাক্ত হওয়ার অর্থ যে ত্বকের ওপর আপনার চুল অর্থাৎ স্ক্যাল্প সেই ত্বকে সেবাশিয়াস গ্রন্থির অতিরিক্ত সেবাম নিঃসরণের ফলে চুল তৈলাক্ত হয়ে পড়ে। চুল শুষ্ক হওয়ার অর্থ স্ক্যাল্প সেবাশিয়াস গ্রন্থির ক্ষরণ খুব কম হওয়ার ফলে চুল শুষ্ক থাকে। তৈলাক্ত চুলে স্ক্যাল্প পরিষ্কার রাখা জরুরি। শুষ্ক চুলের ক্ষেত্রে হটওয়েল

থেরাপি ব্যবহার করা যায়। কুসুম গরম অলিভ অয়েল চুলের গোড়ায় ম্যাসাজ করে গরম পানিতে তোয়ালে ভিজিয়ে মাথায় ১৫ মিনিট জড়িয়ে রাখতে হবে। তারপর চুলের উপযোগী শ্যাম্পু ব্যবহার করে চুল ধুয়ে ফেলবেন। ভেজা চুল কখনও আঁচড়াবেন না। তোয়ালে দিয়ে খুব ঘষে চুল মুছলে চুলের ক্ষতি হয়। ভেজা চুল কখনো বাঁধবেন না। রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে বজ্রাসনে বসে চুল আঁচড়াবেন। শীতের শাকসবজি ও ফল স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ত্বক ও চুলের জন্য প্রয়োজন। শিম, বরবটি, নানারকম শাক, মটরশুঁটি, ফুলকপি, ক্যাপসিকাম প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় রাখুন। দেশি-বিদেশি হাতের নাগালে থাকা সব ফলই প্রতিদিন খাবেন। ভোরে ঘুম থেকে ওঠে আধা গ্লাস ঈষদুষ্ণ পানিতে এক চামচ মধু ও এক চামচ লেবুর রস মিশিয়ে খেতে পারেন, সুস্থ ত্বক ও চুলের জন্য এটি সহায়ক।

লেখক : ডা. দিদারুল আহসান, চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ, গ্রীন লাইফ হাসপাতাল, গ্রীনরোড, ঢাকা।

কোমর ব্যথা নিয়ে কিছু কথা

বিশ্বের ৮০ শতাংশেরও বেশি মানুষ জীবনের কোন না কোন সময় কোমর ব্যথায় ভুগে থাকেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসেব মতে কোমর ব্যথা পৃথিবীর শীর্ষ বিকলাঙ্গতা সৃষ্টিকারী রোগ। কোমর ব্যথা সাধারণত তিন ধরনের-স্বল্প, মাঝারি ও দীর্ঘ-মেয়াদি কোমর ব্যথা। যেসব কোমর ব্যথার বয়স তিন মাস বা তার বেশি তাদের দীর্ঘ-মেয়াদি বা ক্রনিক কোমর ব্যথা বলা হয়। ক্রনিক কোমর ব্যথার কারণ নির্ণয় খুবই দূরহ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য-উপাত্ত অনুযাই ৯০% ক্রনিক কোমর ব্যথারই সুনির্দিষ্ট কারণ পাওয়া যায়না যাদেরকে নন স্পেসিফিক লো ব্যাক পেইন বা ঘঝঈখইচ নামে অভিহিত করা হয়। কোমর ব্যথার চিকিৎসার মধ্যে ব্যথার ওষুধ, ইলেকট্রোথেরাপি, স্টেরয়েড ইঞ্জেকশন বেশি প্রচলিত। তবে মেডিকেল জার্নাল ল্যানসেটে ২০১৮ সালে প্রকাশিত বিশদ গবেষণা তথ্য মতে উল্লেখিত প্রচলিত চিকিৎসা সমূহকে দীর্ঘ-মেয়াদি চিকিৎসায় মূল্যহীন চিকিৎসা হিসেবে ঘোষনা করা হয়েছে। এই গবেষণা পত্রে বায়ো-সাইকো-সোসিয়াল চিকিৎসার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

স্টপস কী : স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট অব দ্য প্রবলেমস অব দ্য স্পাইন সংক্ষেপে ঝঞঙচঝ অস্ট্রেলিয়ার বিজ্ঞানীদের আবিস্কৃত একটি চিকিৎসা পদ্ধতি। এই চিকিৎসার মূল মন্ত্র হলো পুঙ্খানুপুঙ্খ রোগ নির্ণয়। যেহেতু দীর্ঘ মেয়াদি কোমর ব্যথার একটি সুনির্দিষ্ট কারণ থাকেনা তাই স্টপস কোমর ব্যথার একাধিক কারণগুলো নির্ণয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। এই কারণ গুলোর মধ্যে শারীরিক যেমন; পিএলআইডি, মানসিক যেমন; ডিপ্রেশন, আর্থ-সামাজিক যেমন; পারিবারিক অশান্তি ইত্যাদি চিহ্নিত করে। এরপর কোমর ব্যথা থেকে পরিত্রান পেতে রোগী কি কি প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হবে তার একটি তালিকা করা হয়। এছাড়াও রোগীর পেশা এবং বর্তমান কর্ম পরিধি নিরূপণ পূর্বক রোগী সুস্থ হওয়ার পর যেসব স্বাভাবিক কাজ করবেন সেই অনুযাই তার ফিটনেস উন্নতির দিকে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই চিকিৎসার ধারা একেক জন রোগীর ক্ষেত্রে একেক রকম হয়ে থাকে।

স্টপস কতটা কার্যকরি : পূর্বে পরিচালিত বিশদ ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের প্রকাশিত ফলাফল অনুযায়ী স্টপস যেকোন সাধারণ চিকিৎসার চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর ও অর্থ-সাশ্রয়ী। সাধারণত কোমর ব্যথার চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয় বহুল। অন্যদিকে স্টপস কোমর ও অন্যান্য মেরুদন্ড ব্যথা যেমন ঘাড় ব্যথার চিকিৎসা খরচ কমিয়ে আনার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। সপ্তাহে এক বা দুই দিন এই চিকিৎসা নিতে হয় বলে ঘন ঘন হাসপাতালে যেতে হয় না।

-ড. মোহাম্মদ আলী, কোমর ব্যথা বিষয়ক গবেষক, লা ট্রোব ইউনিভার্সিটি, মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়া ও ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞ।

কাশির সঙ্গে রক্ত যাওয়ার কারণ

কাশির সঙ্গে রক্ত, যা ফোঁটা ফোঁটা বা সরু রক্তের দাগ থেকে শুরু করে প্রচুর পরিমাণ রক্ত আসতে পারে। যাকে মেডিকেলের ভাষায় ঐধবসড়ঢ়ঃুংরং বলে। কাশির সঙ্গে রক্ত দেখা দিলে কখনো কখনো ফুসফুসে জটিলতা সন্দেহ করা হয়। যেমন ফুসফুসের ক্যান্সার। সঠিক চিকিৎসায় রোগ পুরোপুরি নির্মূল করা সম্ভব। যেমন- এ রোগ প্রাথমিক অবস্থায় ধরা পড়লে ৬ মাসের ওষুধ খেলে সম্পূর্ণ ভালো হয়। নিম্নলিখিত কারণে কাশির সঙ্গে রক্ত যেতে পারে : ব্রংকাইটিস, * ফুসফুসে ক্যান্সার, * যক্ষা, * ব্রংকিয়েকটেসিস, * ফুসফুসে ফোঁড়া, * পালমোনারিথ্রাম্ব্যোআম্বলিজম, * হার্টের বাল্বের সমস্যা, * হার্ট ফেইলুর, * অন্যান্য কারণেও কাশির সঙ্গে রক্ত যেতে পারে। যেমন- বুকে আঘাতজনিত কারণে, বিভিন্ন ধরনের ভাসকুলাইটিস, যেমন- (পালমোনারি শিরা-ধমনির জটিলতা), রক্তের বিভিন্ন ধরনের রোগের কারণ যেমন- হেমোফিলিয়া, ওষুধের কারণে যেমন- ওয়ারফেরিন, ব্যথানাশক ওষুধ, মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রতি মাসে ঋতুস্রাবের সময়ও কাশির সঙ্গে রক্ত যেতে পারে যাকে বলে ক্যাটামেনিয়াল হেমোপটেসিস। প্রথমে কাশি বা বমির সঙ্গে নাকি নাক, কান ও গলার কোনো কারণে রক্ত যায় তা সঠিকভাবে নির্ণয় করতে হবে। হঠাৎ করে কাশির সঙ্গে রক্ত যাওয়া থেকে হার্টফেইল হতে পারে। ক্রমাগত কাশির সঙ্গে বা মাঝে মাঝে রক্ত যায় তাহলে ফুসফুসে ক্যান্সার সন্দেহ করা হয়। লক্ষণ দেখে সতর্ক হতে হবে। কাশির সঙ্গে নাকি নাক, কান ও গলার কোনো কারণে রক্ত যায় তা সঠিকভাবে নির্ণয় করতে হবে। হঠাৎ করে কাশির সঙ্গে রক্ত যাওয়া থেকে হার্টফেইল হতে পারে

রোগের লক্ষণ : বয়স ৪০ এর বেশি, দীর্ঘদিনের কাশি, মাঝে মাঝে হালকা রক্ত যাওয়া, দীর্ঘদিনের ধূমপানের অভ্যাস, অল্প পরিমাণ শ্লেষ্মাযুক্ত কাশি এবং আপনা-আপনি রক্তপড়া বন্ধ হয়ে যায়। তাহলে সন্দেহ করা হয় ক্রনিক ব্রংকাইটিস। ধূমপানজনিত কারণে কাশি, প্রথম শুকনা পরে হঠাৎ করে কাশির প্রকৃতি পরিবর্তন এবং তার সঙ্গে রক্ত ক্রমাগত বেড়ে যায়, শিল্প কারখানায় কাজ করা, দীর্ঘদিনের ধূমপানের অভ্যাস কারণে কাশি, সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর প্রচুর কাশি, সঙ্গে প্রচুর রক্ত যাওয়া, আগে কোনো ফুসফুসে প্রদাহ বা যা রোগ, শ্বাসনালিতে শিমের বীচি, পুঁতির দানা ইত্যাদি ঢোকার কারণে হতে পারে। অল্প অল্প জ্বর, বিকালের দিকে জ্বর, রাতে গা ঘামানো, খাবারে অরুচি, ধীরে ধীরে শরীর শুকিয়ে যাওয়া, ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় বসবাস, রোগীর কাছে বেশি সময় থাকা, এক ঘরে গাদাগাদি করে থাকার কারণে অনুমান করা হয় যক্ষা হয়েছে। খুব বেশি জ্বর, কাঁপুনি দিয়ে জ্বর, সঙ্গে বুকে ব্যথা, কাশির সঙ্গে মরিচা রঙের কফ হলে সন্দেহ করা হয় যে, তার নিউমোনিয়া হয়েছে। কাঁপুনি দিয়ে জ্বর, রক্ত এবং দুর্গন্ধযুক্ত কাশি হলে ফুসফুসে ফোঁড়া হয়েছে সন্দেহ করা হয়। হঠাৎ করে কাশির সঙ্গে রক্ত আসা, বুকে ব্যথা, শ্বাসকষ্ট হয় তাহলে পালমোনারি অ্যাম্বলিজম সন্দেহ করা হয়। বুক ধড়ফড় করা, অল্প পরিশ্রমে হাঁপিয়ে যাওয়া, ছোটবেলা থেকে বাতজ্বর হওয়ার প্রবণতা থাকে তাহলে হার্টঅ্যাটাক হয়েছে বলে সন্দেহ করা হয়। হঠাৎ বুকে ব্যথা, শ্বাসকষ্ট হওয়া, কাশির সঙ্গে রক্ত যাওয়া, আগে হৃদরোগে আক্রান্ত হলেও হার্টঅ্যাটাক হয়েছে বলে সন্দেহ করা হয়। তাই কাশির সঙ্গে রক্ত যাওয়া নিয়ে সতর্ক হতে হবে। -অধ্যাপক ডা. এ কে এম মোস্তফা হোসেন, অ্যাজমা ও বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞ।

ব্রুকলীন চার্চ ম্যাকডোনাল্ডে বাংলাদেশী ডাক্তার

SAYERA HAQUE, M.D

আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

এটেন্ডিং ফিজিসিয়ান, ই. আর, কনি আইল্যান্ড হাসপাতাল

আমাদের অফিসে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বসেন

সেবাসমূহ

- জেনারেল চেকআপ
- শারীরিক পরীক্ষা
- ডায়াবেটিস
- হাইপারটেনশন
- হাই কোলেস্টরল এজমা
- ইকেজি
- বয়স্ক ভেক্সিনেশান
- ব্লাড টেস্ট
- TLC/Motor Vehicle Exam
- মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরণের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

We accept most of the Insurances

Haque Medical Office, PC

540 McDonald Ave., Brooklyn, NY-11218

"F" Train and Bus B35, B67

Office Hours
TTuesday: 12pm-8pm
Thursday: 12pm-8pm
Saturday: 12pm-8pm
Friday: 1pm-5pm
Monday: 11am-6pm

Tel: 718-633-5883/5800, 347-715-7593

আপনার কথা, আপনার ব্যথা বাংলায় বলুন, বাংলায় শুনুন

ডাঃ সমীর সরকার, এমডি

Board Certified
Internal Medicine
Pulmonary Medicine
Critical Care Medicine
Also Specialized in Sleep Medicine

দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন England & America তে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত

Triple Board Certified বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Attending Physician - Jamaica Hospital

134-20 Jamaica Avenue, Jamaica, NY 11418

Tel: 718-206-6742

www.jonmobhumi.com

আলোকিত পৃথিবীর কারিগর তারা

রাফিয়া আক্তার

সম্প্রতি ২০২৪ সালের বিশ্বের সবচেয়ে অনুপ্রেরণা জাগানো এবং প্রভাবশালী ১০০ নারীর তালিকা প্রকাশ করেছে বিবিসি। দেশে দেশে মানুষ, প্রকৃতি ও পৃথিবীকে আলোকিত করতে ভূমিকা রাখছেন এ নারীরা। লিখছেন নতুন পৃথিবীর গল্প। বদলে দিচ্ছেন পরিবার, সমাজ, দেশ ও বিশ্বকে। আলোকিত এ নারীদের কয়েকজনকে নিয়ে এই আয়োজন।

হামিদা আমান
আফগানিস্তান, শিক্ষা উদ্যোক্তা
আফগানিস্তানে তালেবান সরকার যখন আফগান নারীদের উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা নিষিদ্ধ করে, হামিদা আমান তখন বেগম অ্যাকাডেমি নামক একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম শুরু করেন। বিদ্যালয়ে যেতে না পারা নারীদের জন্য বিনামূল্যে মাল্টিমিডিয়া কোর্স শেখানো হয় এ মাধ্যমে। এরমধ্যে এই প্ল্যাটফর্মটি সপ্তম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য দারি ও পশতু ভাষায় প্রায় নয় হাজার ভিডিও তৈরি করেছে। হামিদা আমান শিক্ষামূলক চ্যানেল বেগম টিভি চালু করেন এবং স্যাটেলাইটের মাধ্যমে বেগম অ্যাকাডেমির কোর্স সম্প্রচার করা শুরু করেন। আর এ মাধ্যম থেকে শিক্ষার আলো পাচ্ছেন আফগান নারীরা।

হেন্ড সাবরি
তিউনিসিয়া, অভিনেত্রী
আরব অভিনেত্রী হেন্ড সাবরি দর্শকের কাছে পরিচিতি হয়ে ওঠেন নারীবাদী চলচ্চিত্র দ্য সাইলেন্সেস অফ দ্য প্যালেস (১৯৯৪)-এর মাধ্যমে। তিউনিসিয়ার নারীদের যৌন এবং সামাজিক শোষণকে তুলে ধরে নির্মিত হয় এ চলচ্চিত্র। ২০১৯ সালে তিনি ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে প্রথম আরব নারী বিচারক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন হেন্ড সাবরি। সম্প্রতি ওলফা'স ডটারস নামে একটি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন সাবরি। এ চলচ্চিত্রটি ২০২৪ সালের অস্কারের জন্য তিউনিসিয়ার প্রতিনি-ধিত্ব করে এবং সেরা ডকুমেন্টারি ফিচার বিভাগে মনোনীত হয়। জাতিসংঘের শুভেচ্ছা দূত হিসাবেও মনোনিত হন সাবরি। তবে গাজায় যুদ্ধের সময় খাদ্যকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করার প্রতিবাদে শুভেচ্ছাদূতের পদ থেকে ইস্তফা দেন তিনি।

আডেনিকে টিটিলোপে ওলাদোসু
নাইজেরিয়া, জলবায়ু আইনজীবী
মূলত জলবায়ু নিয়েই কাজ করেন ওলাদোসু। পুরো নাম আডেনিকে টিটিলোপে ওলাদোসু। নাইজেরিয়ান এ ইকোফেমিনিস্ট 'আই লিড ক্লাইমেট অ্যাকশন'-এর প্রতিষ্ঠাতা। নারী ও তরুণদের জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য একটি তৃণমূল পর্যায়ের উদ্যোগ এটি। ওলাদোসু নাইজেরিয়ার লেক চাদের পরিবেশগত সংকট সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করেছেন। যেখানে কমে যাওয়া পানি সম্পদের সংঘাত বাড়িয়ে তুলেছে। তিনি ক্রমাগত মরুকরণের কারণে খাদ্য নিরাপত্তা ঝুঁকিতে থাকা অঞ্চলে টেকসই কৃষিতে নারীদের দক্ষ করে গড়ে তুলতেও ভূমিকা পালন করেন।

ক্রিস্টিনা রিভেরা গারজা
মেক্সিকো-যুক্তরাষ্ট্র, লেখক
ক্রিস্টিনা রিভেরা গারজা একজন বিখ্যাত লেখক। এরমধ্যে অসংখ্য পুরস্কার যুক্ত হয়েছে তার ঝুলিতে। ২০২৪ সালে 'লিলিয়ানার ইনভিন্সিবল সামার'-এর জন্য স্মৃতিকথা বিভাগে পুলিৎজার পুরস্কার জেতেন এ লেখক। গল্পটি তার বোন লিলিয়ানাকে নিয়ে। যাকে ১৯৯০-এর দশকে মেক্সিকোতে তার সাবেক প্রেমিক হত্যা করে পালিয়ে যায়। এ হত্যার বিচার হয়নি শেষ পর্যন্ত। বোন হারানোর যন্ত্রণা নিজের কলমে তুলে ধরেন গারজা। এবং ন্যায়বিচারের জন্য এমন এক দেশে লড়াই করেন, যেখানে নারীনিধনের হার পৃথিবীর অন্য অনেক দেশের তুলনায় অনেক বেশি।

এইনাভ জাংগাউকের
ইসরায়েল, বন্দি মুক্তি ক্যাম্পেইনার
সিঙ্গেল মা এইনাভ জাংগাউকেরের যুবক ছেলে মাতানকে হামাসের এক আক্রমণে জিম্মি করা হয়। তার ছেলের সঙ্গী ইলানাকে আলাদা করে অপহরণ করা হয়, যাকে পরে বন্দি বিনিময়ের মাধ্যমে ফিরিয়ে আনা হয়।
এরপর থেকে এ নারী জিম্মি সংকট নিয়ে অবিরাম সচেতনতা বৃদ্ধি করে চলেছেন। পাশাপাশি নেতাদের পদক্ষেপ নিতে আহ্বান জানাচ্ছেন এবং জনসাধারণকে প্রতি সপ্তাহে বিক্ষোভে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করছেন। জাংগাউকের ইসরায়েল সরকারের একজন কড়া সমালোচক হিসাবেও আলোচনায় এসেছেন সম্প্রতি।

রুথ লোপেজ
আইনজীবী
দুর্নীতি দমন, নির্বাচনি আইন ও এল সালভাদরে মানবাধিকার সংরক্ষণ নিয়ে কাজ করেন রুথ লোপেজ। তিনি মধ্য আমেরিকায় গণতন্ত্রের উন্নয়ন নিয়ে কাজ করা প্রতিষ্ঠান ক্রিস্টোসালেরও প্রধান আইন কর্মকর্তা। দেশটির সরকার ও প্রতিষ্ঠানের একজন সমালোচক হিসাবে তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ সরব। রাজনৈতিক স্বচ্ছতা ও নাগরিকদের দায়বদ্ধতা উন্নয়নে কাজ করেন রুথ লোপেজ। রুথ বিশ্বাস করেন, রাজনৈতিক স্বচ্ছতা ও নাগরিক দায়বদ্ধতা ছাড়া টেকসই রাষ্ট্র হতে পারে না। গত বছরের শুরুতে নাইব বুকেলে দ্বিতীয় বারের মতো এল সালভাদরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর রুথ লোপেজের কাজ আরও বেশি প্রচারে উঠে আসে। অপরাধের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়া বুকেলে নিজেকে 'বিশ্বের সবচেয়ে দারুণ স্বৈরাচার' বলে মনে করেন।

ওলগা ওলেফিরেঙ্কো
ইউক্রেন, কৃষক
বাবার আকাঙ্ক্ষাকে ছেড়ে দিতে চাননি ওলগা ওলেফিরেঙ্কো। ডনবাসে নৌবাহিনীর কমান্ডার হিসাবে সম্মুখসারিতে দায়িত্ব পালন করার সময় নিহত হন যিনি। ২০১৫ সালে বাবার মৃ ত্যুর পর ওলগা একটি খামার প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন। স্বপ্ন পূরণে গবাদি পশু কিনে কাজ শুরু করলেও আর্থিক সমস্যায় পড়ে তাকে সব পশু বিক্রি করে দিতে হয়েছিল। তবু দমে যাননি এ নারী। ইউক্রেনিয়ান ভেটেরান ফান্ড থেকে অর্থ সংগ্রহের জন্য ওলগা একটি ব্যবসায়িক পরিকল্পনা তৈরি করেন এবং তাতে সফলও হন। ওলেফিরেঙ্কো আবার তার খামার চালু করেন। খামারের আধুনিকীকরণ, নতুন নতুন কৃষি প্রযুক্তির ওপর নির্ভর করে এরমধ্যে তিনি স্থানীয় বাসিন্দাদের চাকরির সুযোগও তৈরি করেন।

ক্রিস্টিনা আসি
লেবানন, ফটোসাংবাদিক
নব্বইয়ের দশকে লেবাননে গৃহযুদ্ধের পর এক অস্থির সময়ে বেড়ে ওঠেন ক্রিস্টিনা আসি। এটি তাকে সংঘাতের চিত্র সংগ্রহ ও যুদ্ধের অজানা গল্প তুলে ধরতে অনুপ্রাণিত করে। ২০২৩ সালে ইসরায়েলি এক হামলায় গুরুতর আহত হন ক্রিস্টিনা। দক্ষিণ লেবাননে এ বিস্ফোরণে তার সহকর্মী ইসাম আবদাল্লাহ মারা যান এবং আরও অনেক সহকর্মী আহত হন। আসির একটি পা কেটে ফেলতে হয়। এ অভিজ্ঞতা তাকে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা রক্ষায় সচেতন করে তোলে। তাই সচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রচারে নামেন তিনি। ২৪ সালে প্যারিসে অলিম্পিক মশাল দৌড়ে অংশগ্রহণের সময় ক্রিস্টিনা তার কাজ উৎসর্গ করেন সেসব সাংবাদিকদের, যারা তাদের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে জীবন উৎসর্গ করেছেন।

লিলিয়া চানিশেভা
রাজনৈতিক কর্মী এবং সাবেক বন্দি
গেল বছরের মাঝামাঝিতে এক আন্তর্জাতিক বন্দি বিনিময়ের অংশ হিসাবে মুক্তি মেলে চানিশেভার। মুক্ত বাতাসে স্বাধীনতা ফিরে পেয়ে নিজ দেশ রাশিয়া ত্যাগ করেন তিনি। রুশ এ নারী রাশিয়ার বাশকোর্তোস্তান অঞ্চলে বিরোধী রাজনীতিক অ্যালেক্সিনাভালনির অফিস পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মত প্রকাশের স্বাধীনতা, দুর্নীতি ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পক্ষে প্রচারণা চালাতেন চানিশেভা। এর আগে অবশ্য একজন সফল অর্থনীতিবিদ হিসাবে তিনি মস্কোতে আন্তর্জাতিক কোম্পানির জন্য কর পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করতেন। ২০২১ সালে চরমপন্থার অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করে রুশ প্রশাসন। প্রায় এক দশকের কারাদণ্ড দেওয়া হয় তাকে। যদিও বছর তিনেকের মতো কারাগারে থেকে মুক্তি পান লিলিয়া চানিশেভা।

মাহরাং বালোচ
পাকিস্তান, চিকিৎসক এবং রাজনৈতিক কর্মী
পাকিস্তানজুড়ে বিক্ষোভে অংশ নেওয়া নারীদের মধ্যে একজন মাহরাং বালোচ। বেলুচিস্তান প্রদেশে জোরপূর্বক গুমের অভিযোগ নিয়ে প্রতিবাদ জানান তিনি। ২০০৯ সালে নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের দ্বারা তার বাবা গুম হন এবং দুই বছর পর নির্যাতনের চিহ্নসহ মৃত অবস্থায় বাবাকে পাওয়ার পর এ নিয়ে সোচ্চার হন মাহরাং বালোচ। ২০২৩ সালে পরিবারের সদস্যদের অবস্থান সম্পর্কে তথ্য চেয়ে বালোচ শত শত নারীকে নেতৃত্ব দিয়ে দীর্ঘ ১,০০০ মাইল পদযাত্রা করে রাজধানী ইসলামাবাদের দিকে এগিয়ে আসেন। যাত্রাপথে তাকে দুবার গ্রেফতার করা হয়। মানবাধিকার বিষয়ে তার কাজ ২০২৪ সালের 'টাইম ১০০ নেক্সট' তালিকায়ও স্বীকৃতি পায়। নিজের সাহসের জন্য মাহরাং বালোচ এরমধ্যে পাকিস্তানের পরিচিত মুখ হয়ে উঠেছেন।

অরুণা রায়
অ্যাক্টিভিস্ট, ভারত
দরিদ্র মানুষের অধিকার নিয়ে কাজ করার জন্য খ্যাতি অর্জন করেন অরুণা রায়। সরকারের গুরুত্বপূর্ণ চাকরি ছেড়ে একসময় গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সরাসরি কাজ শুরু করেন অরুণা। গড়ে তুলেন 'মজদুর কিষাণ শক্তি সংগঠন' নামে একটি কৃষক সংগঠন। স্বচ্ছতা ও কৃষকের ন্যায্য মজুরি নিয়ে কাজ করে এ সংগঠন। চার দশকেরও বেশি সময় ধরে অরুণা রায় জনগণনির্ভর উদ্যোগের নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন। তাই তাকে এশিয়ার নোবেল খ্যাত র‍্যামন ম্যাগসেসে পুরস্কার প্রদান করা

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

আজ যে শিশু জন্মাচ্ছে, তার মাথায়ও ১ লাখ টাকার ঋণ

বাংলাদেশে কর-জাতীয় দেশজ পণ্যের অনুপাত ৮ শতাংশ। প্রতিবেশী দেশ ভারতে সেটা ১২ শতাংশ, নেপালে ১৭ শতাংশ।

এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলোতে এই অনুপাত ১৯ শতাংশ, উন্নয়নশীল বিশ্বে ২৫ শতাংশ। সুতরাং রাজস্ব আহরণের জন্য বাংলাদেশকে তার করজাতীয় দেশজ পণ্যের অনুপাত বাড়াতে হবেই এবং সেটা করতে হবে প্রত্যক্ষ করের আওতা ও পরিমাণ বাড়িয়ে। দেশের ৬৮ শতাংশ মানুষ আয়কর দেন না। তাঁদের আয়করের আওতায় আনতে হবে।

পঞ্চমত: প্রত্যক্ষ কর বৃদ্ধির আরেকটি দিক আছে। বিগত দিনগুলোতে ধনিক শ্রেণির ওপর আয়করের তুলনায় সাধারণ মানুষের ওপর অপ্রত্যক্ষ কর বেশি বসিয়ে রাজস্ব আহরণ করেছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে এতে সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে। আজ বাংলাদেশ যখন একটি বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় প্রত্যাশী, তখন সাধারণ মানুষ-অবান্ধব এই কাঠামোর পরিবর্তন অত্যাবশ্যকীয়।

মনে রাখা প্রয়োজন, যেখানে ভারতের মতো দেশে ৫৯ শতাংশের বেশি কর আহরণ করা হয় প্রত্যক্ষ কর থেকে, সেখানে বাংলাদেশে ৬৫ শতাংশ কর আসে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের ওপর শুল্ক এবং 'মূল্য সংযোজন কর' থেকে। কর ফাঁকি রোধ করে এবং কর প্রশাসনের উন্নতি করেও রাজস্ব আয় বাড়ানো যায়। বিভিন্ন খাতে কর ফাঁকির কারণে বছরে সরকারের প্রায় ৫৬ হাজার কোটি থেকে প্রায় ৩ লাখ কোটি পর্যন্ত রাজস্ব আয় কম হয়। নানা রকমের তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে এই কর ফাঁকি রোধ করা যায়।

শেষের কথা বলি। আমার ধারণা ছিল, আমার কোনো অর্থনৈতিক ঋণ নেই, আমি মুক্ত মানুষ। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, আমার কোনো ব্যক্তিগত ঋণ না থাকলেও আমার একটি রাষ্ট্রীয় দায় আছে। আমার সে দায়ের মূল্য এক লাখ টাকা। বেশ বুঝতে পারছি, 'দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা, শুধিতে হইবে ঋণ।'

সেলিম জাহান ভূতপূর্ব পরিচালক, মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন দপ্তর ও দারিদ্র্য দূরীকরণ বিভাগ, জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র

www.jonmobhumi.com

সীমান্ত সংঘাতের 'মধ্যস্রোত মামলা'

শুধু তিস্তা নয়, গঙ্গা ও আত্রাইয়ের ক্ষেত্রেও এই প্রশ্ন উঠবে, যদি সীমান্তরেখা নদী হয়, তাহলে স্থাপনা বসবে কোথায়?

প্রশ্ন হচ্ছে, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, লালমনিরহাট–তিন জেলাতেই কাঁটাতারের প্রশ্নে নদীর অবস্থান কেন তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠল? এর মূলে রয়েছে বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে স্বাক্ষরিত স্থলসীমান্ত চুক্তির 'মধ্যস্রোত মামলা'। ১৯৭৪ সালের ১৬ মে নয়াদিল্লিতে স্বাক্ষরিত এ চুক্তির ৫ ও ৬ নম্বর ধারায় যথাক্রমে মুহুরী ও ফেনী নদীসংলগ্ন সীমান্ত নির্ধারণ করার ফর্মুলা হিসেবে বলা হয়েছিল–'সীমান্ত চিহ্নিতকরণ কার্যক্রম চলাকালীন' মধ্যস্রোতই হবে সীমান্তরেখা।

চুক্তিটির এ ধারার মুশকিল দুটি। প্রথমত, ১৯৭৪ সালের স্থলসীমান্ত চুক্তি ভারতীয় আইনসভায় অনুসমর্থিত হতে হতে চার দশকের বেশি সময় লেগে গেছে। ততদিনে মুহুরী ও ফেনী নদী ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে ডান-বামে অনেকবার অবস্থান পরিবর্তন করেছে। যেমন, ১৯৭৬ সালেই ত্রিপুরার বিলোনিয়া শহর রক্ষায় ভারত বেড়িবাঁধ নির্মাণ করায় মুহুরী নদী ডানতীরে বা বাংলাদেশের দিকে ভাঙতে ও সরতে থাকে। ওপাশে চর জাগলে স্বাভাবিকভাবেই ভাঙনের আগের বাংলাদেশি মালিকরা ওই জমিতে গেছেন। তখন ভারত বলেছে, নদীর মধ্যস্রোত সীমান্ত হওয়ায় বামতীরে জেগে ওঠা ভূমি তাদের। এভাবে মুহুরী নদীর চর নিয়ে দুই দেশের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর মধ্যে অনেকবারই যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ২০১১ সালে স্বাক্ষরিত প্রটোকল অনুযায়ী ৯২ একর ওই চরের কমবেশি ৭২ একর বাংলাদেশ ও ২০ একর ভারতের সাব্যস্ত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, অন্যান্য সীমান্ত নদীর ক্ষেত্রে কী হবে, সেটি ওই চুক্তিতে বলা নেই। অথচ মুহুরী ও ফেনীর মতো সমস্যা তালিকাভুক্ত ৫৪ আন্তঃসীমান্ত নদীর মধ্যে অন্তত ১০টির ক্ষেত্রেও রয়েছে। তালিকাবহির্ভূত ৬৯টি আন্তঃসীমান্ত নদীরও অনেকের ক্ষেত্রে এ সমস্যা রয়েছে। যেমন ২০০১ সালের এপ্রিলে সিলেটের গোয়াইনঘাটে পাদুয়া সীমান্তে এবং কুড়িগ্রামের রৌমারীর বড়াইবাড়ি সীমান্তে ভূমির বিরোধ নিয়ে যে যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল, তার নেপথ্যে ছিল যথাক্রমে তালিকাভুক্ত পিয়াইন নদী এবং তালিকাবহির্ভূত দন্নী নদীর অবস্থান পরিবর্তন। চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, লালমনিরহাটেও বিরোধের কারণ যথাক্রমে গঙ্গা, আত্রাই, তিস্তা নদীর অবস্থান পরিবর্তন।

দেশভাগকালে যেভাবে নদীগুলোর অবস্থান অগ্রাহ্য করা হয়েছিল, তার মাশুল আমরা এখনও গুনছি। স্থলসীমান্ত চুক্তিতে অবৈজ্ঞানিকভাবে মধ্যস্রোতকে টেনে আনায় সীমান্ত সংঘাতের ঝুঁকি সেধে নেওয়া হয়েছিল। বিলম্বে হলেও বিষয়টির মীমাংসা জরুরি। এক্ষেত্রে আন্তঃসীমান্ত নদীগুলোতে সীমান্ত চিহ্নিতকরণে আলোচনার মাধ্যমে বিকল্প পদ্ধতি ভাবা যেতে পারে। তার আগ পর্যন্ত গায়ের জোরে কাঁটাতার বসানোর চেষ্টা সংঘাতের ঝুঁকিই বাড়াবে কেবল। সেটি কারও জন্যই কল্যাণকর হবে না।

শেখ রোকন: লেখক ও নদী-গবেষক

ধর্মনিরপেক্ষতা বনাম রাষ্ট্রধর্ম

এ ধরনের তামাশা সংবিধানের মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি দলিলে কল্পনা করা যায়! কেননা অনুচ্ছেদ ২ক তো বলছে না যে রাষ্ট্রধর্ম একাধিক বা সবগুলো, ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মকে তো রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দিচ্ছে না। এখানে সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে কেবল ইসলাম। এই সাংবিধানিক বৈষম্য ও সাংঘর্ষিকতা নিরসন করতে হলে হয় রাষ্ট্রের সকল ধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করতে হবে, নয়তো বিতর্কিত রাষ্ট্রধর্ম অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত করতে হবে।

এরপর ১২ অনুচ্ছেদ ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রসঙ্গে বলছে, "ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাস্তবায়নের জন্য – (ক) সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা, (খ) রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান, (গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মীয় অপব্যবহার, (ঘ) কোনো বিশেষ ধর্মপালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তাহার উপর নিপীড়ন বিলোপ করা হইবে"। সব ধর্মকে এড়িয়ে একটি ধর্মকে 'রাষ্ট্রধর্ম' করে নিজের পক্ষে টেনে সব ধর্মের প্রতি নিরপেক্ষ আচরণ হলো কী করে? এতে তো একটি ধর্মকেই রাজনৈতিক মর্যাদা দেওয়া হলো, যা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহারের পথকে সুগম করে। অথচ আবার সর্বপ্রকার বৈষম্য ও সাম্প্রদায়িকতা বিলোপকল্পে রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো ধর্মকে রাজনৈতিক বা সাংবিধানিক মর্যাদাদান রহিত করার কথা বলা হয়েছে। যাতে বিশেষ কোনো ধর্ম রাষ্ট্রে আধিপত্য না করতে পারে। আমাদের সংবিধানে যেভাবে বারবার সমমর্যাদা, সমঅধিকার, অসাম্প্রদায়িকতা ও বৈষম্যহীনতার কথা বলা হয়েছে, গোড়ার 'রাষ্ট্রধর্ম' তার মুখে এক প্রবল চপেটাঘাত।

অসাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যে সৃষ্ট বাংলাদেশের অসাম্প্রদায়িক সংবিধানে পর্যায়ক্রমে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ঢোকালেন দুই সামরিক শাসক। একজন গেঁথে দিলেন 'বিসমিল্লাহ...', আরেকজন 'রাষ্ট্রধর্ম'। এর মূল উদ্দেশ্য তাদের অবৈধ ক্ষমতা বৈধ করতে সংখ্যাগরিষ্ঠকে কব্জায় নেওয়া। তাঁরা ভেবেছিলেন, ধর্মের চাবি একবার মোড়া দিয়ে বসতে পারলে সিংহাসন থেকে আর নামায় কে! ধর্মকে জাস্ট হাতিয়ার হিসেবে তাঁরা ব্যবহার করেছেন রাজনীতিতে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব বিস্তার করে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। আমাদের ধুরন্ধর শাসকেরা এভাবে সাম্প্রদায়িকতা উস্কে দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন বারবার। ধর্মের ঘাড়ে বন্ধুক রেখে চড়ুই শিকার করে এই চড়ুইভাতি অন্ধ জনগোষ্ঠী আজও বোঝেনি।

আমাদের সংবিধানে সব ধর্মাবলম্বীর সমঅবস্থান ও সমঅধিকার থাকার ব্যাপারটি একটি নিষ্ঠুর প্রহসন। সংবিধানে 'বিসমিল্লাহ...' ও 'রাষ্ট্রধর্ম' বহাল রেখে রাষ্ট্র নিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক কী করে হয়? প্রশ্ন হলো, সকল ধর্মাবলম্বীর সমান অধিকার হলে কেবল একটি ধর্মের মালমশলা সংবিধানে সন্নিবেশিত হয় কেন?

'রাষ্ট্রধর্ম' মানে রাষ্ট্রের ধর্ম বা রাষ্ট্রের নিজের ধর্ম। একটি ধর্মকে যদি রাষ্ট্র তার নিজের ধর্ম করে নেয়, তবে অন্য ধর্মগুলো কার হবে? তাদের কী ব্যবস্থা হবে? রাষ্ট্র যদি সকল ধর্মানুসারীর হতে চায় এবং সকল ধর্মের সমান মর্যাদা, সমান স্বীকৃতি ও নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিতে চায় তবে কোনো একটি ধর্মকে সে নিজের বলে ঘোষণা করতে পারে না। ধর্ম থাকবে রাষ্ট্রের অধিবাসীদের – রাষ্ট্রের নয়। সে বিশেষ কোনো একটি ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করতে পারে না, বিশেষ কোনো ধর্ম পালন করতে পারে না। রাষ্ট্র ও এর সংবিধান রাষ্ট্রভুক্ত সকলের নিরাপত্তা-বলয় ও রক্ষাকবচ। রাষ্ট্র নির্দিষ্ট কোনো ধর্মীয় আলখাল্লায় ঢুকে সকলের হতে পারে না। ধর্মের ব্যাপারে রাষ্ট্রসত্তার নিরপেক্ষ থাকার মূল উদ্দেশ্য সব ধর্মের প্রতি সমান আচরণ করা, প্রয়োজনে ধর্মকে রাজনীতির বাইরে রাখা। যাতে ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িকতা মাথাচাড়া দিয়ে না ওঠে।

কোনো অঞ্চলের সকল মানুষের সামগ্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভূগোল-ভূপ্রকৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য, শিল্প-সংস্কৃতি ধারণ করেই রাষ্ট্র গঠিত হয়। 'রাষ্ট্রধর্ম' সে ক্ষেত্রে তাই একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী ধারণা। 'রাষ্ট্র' ও 'রাষ্ট্রধর্ম' পরস্পর সাংঘর্ষিক। ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র রাষ্ট্র-ধারণারই পরিপন্থী। দেশ বা রাষ্ট্র ধর্মের ভিত্তিতে গড়ে উঠতে পারে না। ধর্ম যেমন মানুষের চেয়ে বড় হয়ে উঠতে পারে না, সে হিসেবে তা মানুষের সংগঠন রাষ্ট্রের মাথায়ও চড়ে বসতে পারে না। 'রাষ্ট্রধর্ম' অনুচ্ছেদ রাষ্ট্রের ভিন্ন ধর্মাবলম্বী সাংবিধানিক নাগরিকদের সাংবিধানিক অধিকারকে স্পষ্টতই ক্ষুণ্ন করে। এতে করে ধর্ম রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে প্রবেশ করে এবং ধর্মকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের সুযোগ তৈরি হয়। এটি তাই আমাদের সাংবিধানিক মূল কাঠামোর পরিপন্থী এবং সাংবিধানিকভাবে ত্রুটিপূর্ণ।

বাংলাদেশের সংবিধানে এখন আজব তামাশা, একইসাথে ধর্মনিরপেক্ষতা ও রাষ্ট্রধর্ম হাত ধরাধরি করে চলছে, যা একটি অপরটির সম্পূর্ণ বিপরীত এবং পরস্পর সাংঘর্ষিক। একটি থাকলে আরেকটি থাকতে পারে না। একজন ব্যক্তি কি চাইলে একইসাথে দুদিকে হাঁটতে পারে! কিন্তু বাংলাদেশের সংবিধানকে হাঁটানো হচ্ছে রাজনীতির ক্রাচের উপর ভর করিয়ে। ধর্ম তবে এখানে রাজনীতির কোন জায়গায় ঢুকে গেছে তা সহজেই অনুমান করা যায়। সামরিক শাসকেরা এই যে সাংবিধানিক তেলেসমাতি দেখিয়ে গেছেন তা পরবর্তী কোনো গণতান্ত্রিক সরকার আর শোধরাতে পারেনি। জোড়াতালি দিয়ে, গোঁজামিল দিয়ে, আইন-আদালতের বিচিত্র সার্কাস-ভাঁড়ামোতে তা বহাল রেখেছে। ভোটের রাজনীতির ম্যারপ্যাঁচে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভূত রাষ্ট্র ও সংবিধানের ঘাড় থেকে আর নামানো যায়নি। বিষয়টি আজ এমন জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, কার ঘাড়ে দুইটা মাথা আছে, এই ভূত নামাবে!

এ দেশটা বিশেষ কোনো ধর্মগোষ্ঠীর নয়। তাই মুসলমানও যেমন ইসলামী-রাষ্ট্রব্যবস্থা চাইতে পারে না, হিন্দুও তেমন হিন্দুয়ানী-রাষ্ট্রব্যবস্থা চাইতে পারে না, এবং একইভাবে অন্যান্য ধর্মগোষ্ঠীরাও এমন আবদার করতে পারে না। আমরা চাই এ দেশটা মুসলমান-হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টানসহ সকল বিশ্বাসী ধর্ম-সম্প্রদায়ের যেমন হবে, তেমনি হবে অবিশ্বাসী-নাস্তিকসহ সকল মানুষের। বিশ্বাস-অবিশ্বাস যার যার, দেশ সবার।

রাষ্ট্রধর্ম অন্যকে নাকচ করে দিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে যা একটি কর্তৃত্ববাদী ভাবনা এবং একাংশ নাগরিকদের সাংবিধানিক বঞ্চনা। এটি বহাল রেখে অন্তর্ভুক্তিমূলক সংবিধান ও রাষ্ট্রব্যবস্থা এক সোনার পাথরবাটি। পরিসংখ্যানগত সংখ্যাগরিষ্ঠতার উন্মাদনায় অন্যান্য ধর্মগোষ্ঠীর উপর আধিপত্য দেখানোর চেষ্টা বা যা ইচ্ছা তাই করা গণতান্ত্রিক নয়; বরং সংখ্যাগরিষ্ঠতার স্বেচ্ছাচারিতা ফ্যাসিবাদী আচরণের বহিঃপ্রকাশ। সংখ্যাগুরুত্বের উচ্ছ্বাস-উত্তেজনা অন্যদের উপর খবরদারির চেষ্টা করে এবং সংখ্যালঘুদেরকে দলে ভেড়ানোর ধান্ধায় থাকে। অথচ রাষ্ট্রকে এমন একটি সাধারণ প্রতিষ্ঠান হতে হবে যেখানে সংখ্যালঘু-সংখ্যাগুরু ধারণা থাকবে না।

গণ-অভ্যুত্থানপরবর্তীকালে এখন বৈষম্যবিরোধী বাংলাদেশের স্লোগান আকাশে-বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। রাষ্ট্র সংস্কারের জন-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়েছে। তারা বেশ কয়েকটি সংস্কার কমিশনও গঠন করেছে যার মধ্যে একটি সংবিধান সংস্কার কমিশন। রাষ্ট্র সংস্কারের আগে সবরকমের দ্ব্যর্থকতা-গোঁজামিল-জড়তা ভেঙে স্পষ্টভাবেই নিজেদের প্রশ্ন করতে হবে, আমরা কী ধরনের পরিবর্তন চাই? আমরা আসলেই সমস্ত প্রকার অন্যায় ও বৈষম্যের বিলোপ চাই কি না। প্রথমেই আমাদের একটি জরুরি সিদ্ধান্ত নিতে হবে, আমরা সত্যিকার অর্থেই এ দেশকে একটি বহু ধর্মের, বহু বিশ্বাসের, বহু সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্তিমূলক (রহপষঁংরাব) বহুত্ববাদী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে চাই কি না।

দেশটা ততটাই ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর যতটা বাঙালির, আবার যতটা মুসলমানের তার চেয়ে একটুও কম নয় অ-মুসলমান জনগোষ্ঠীর। আমার সামনে হিন্দু, পেছনে বৌদ্ধ, ডানে খ্রিস্টান, বায়ে ইহুদি, এপাশে বনবাসী, ওপাশে পাহাড়ি যেমন-ই আছে, তেমন-ই থাকবে। যেদিন রাষ্ট্রীয় কাগজপত্রে ধর্মের পরিচয় লিখতে হবে না, যেদিন 'সংখ্যালঘু' শব্দটি বিলুপ্ত হবে, সেদিন বুঝতে হবে রাষ্ট্র সবার হয়েছে। রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে সকল প্রকার বৈষম্য দূর হোক, বাংলাদেশ সব মানুষের হোক।

মোস্তফা আবু রায়হান
কবি ও সংস্কৃতিকর্মী

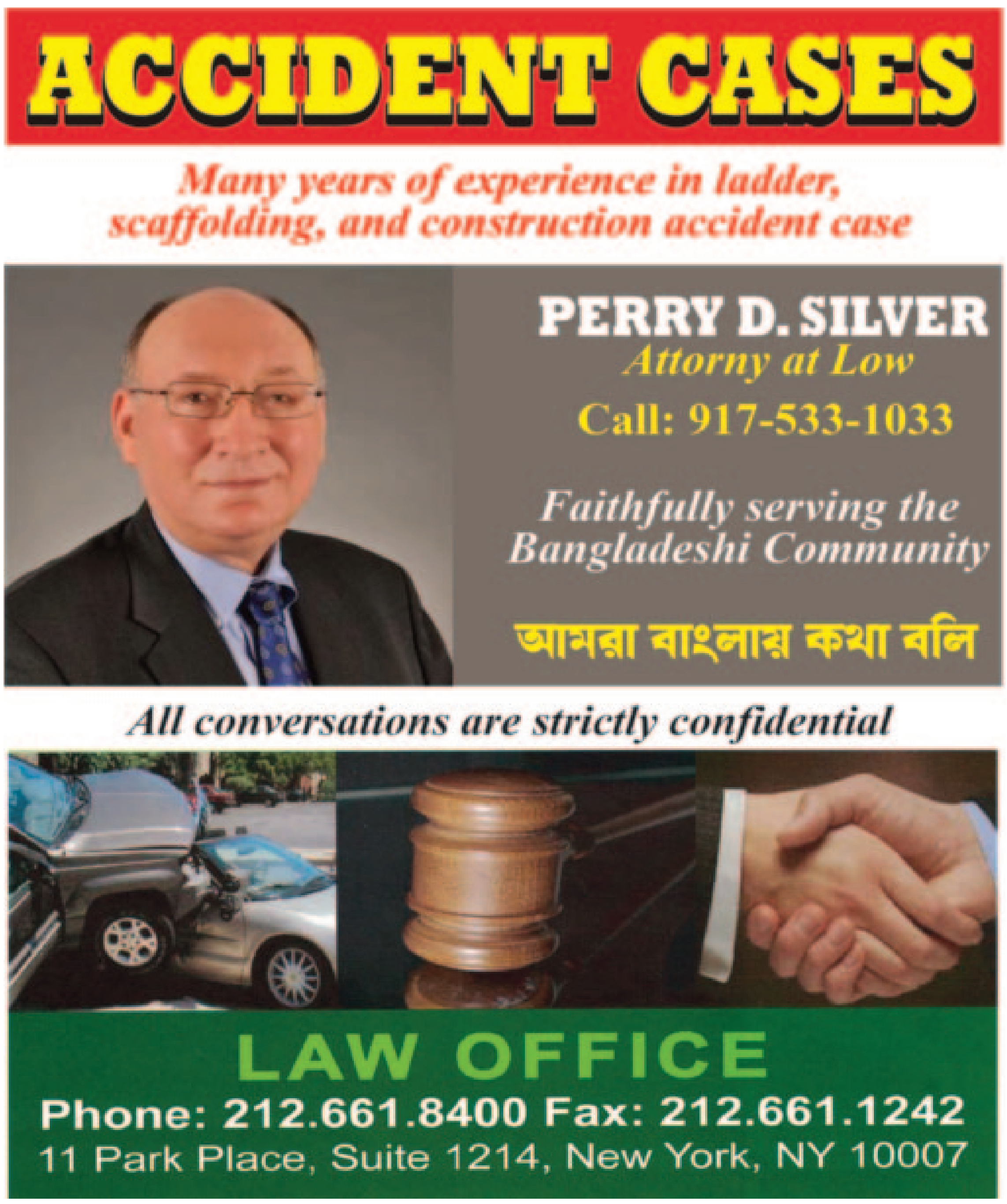

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

বিতর্কিত ময়ূখের সঙ্গে সেলফি তুলে বিপাকে দেব-রুক্‌মণী

বিনোদন ডেস্কঃ কলকাতার বিতর্কিত টেলিভিশন উপস্থাপন ময়ূখ রঞ্জন ঘোষ। তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কিছু ছবি শেয়ার করেছেন। যেখানে দেখা যায়, জনপ্রিয় অভিনেতা দেব-রুক্মিণী সঙ্গে সেলফি তুলছেন ময়ূখ।

এ ছবি শেয়ার করার পর নেটিজেনের কটাক্ষের মুখে পড়েছেন দেব-রুক্মিণী। ছবি শেয়ার করে ময়ূখ ক্যাপশনে লিখেছেন, 'কয়লা খাদানের কিছু ব্ল্যাক ডায়মন্ড।'

কমেন্ট বক্সে যেন কটাক্ষের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। আরহি হাওলাদার নামে এক নেটিজেন কটাক্ষ করে লিখেছেন, 'দেব আর থাকবে না দাদা এবার থাকবে না, রুক্মি কাছে দেব থাকবে না।'

আরেকজনের লেখেন, 'মলম বিক্রেতা হকার সাংবাদিক। থাকবে না, থাকবে না। মিন মিন মিন মিন মিন।'

মিরাজ নামে আরেকজনের কথায়, 'মিন মিন মিন করে খাদান সিনেমায় ঢুকে যান বিশিষ্ট ফুটপাতের চুলকানি মলম ব্যবসায়ী।'

প্রসঙ্গত, ময়ূখ রঞ্জন ঘোষ ভারতীয় টেলিভিশন চ্যানেল রিপাবলিক বাংলায় সিনিয়র এডিটর এবং হেড অফ ইনপুট হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। সম্প্রতি বাংলাদেশ নিয়ে মিথ্যা বানোয়াট ও উদ্দেশ্যে প্রণোদিতভাবে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি দিয়ে সংবাদ উপস্থাপনের মাধ্যমে দর্শকমহলের নজরে এসেছেন। মিথ্যা সংবাদ পরিবেশনের কারণে বেশ সমালোচনা মুখোমুখি হয়েছেন তিনি।

মিথিলা বাংলাদেশে, সাবেক স্ত্রীর সঙ্গে সৃজিতের সেলফি

বিনোদন ডেস্কঃ মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে বাংলাদেশে এসেছেন অভিনেত্রী মিথিলা। সাবেক প্রেমিকা ঋতাভারীর সঙ্গে তোলা ছবি পোস্ট করেছেন মিথিলার স্বামী পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়।

মঙ্গলবার হঠাৎ এমন ছবি পোস্ট করলেন সৃজিত; যা দেখে চমকে গেলেন সবাই। নিজের পোস্টের ক্যাপশনে কাব্যিক স্টাইলে সৃজিত মুখোপাধ্যায় লেখেন- 'জমাখরচ হিসেবনিকেশ, কোথায় শুরু, কোথায় বা শেষ, কেমন আছো? অনেক বছর পেরিয়ে এলাম, হঠাৎ তোমার দেখা পেলাম, কেমন আছো?'

অনেকেরই প্রশ্ন সাবেক স্ত্রী ঋতাভরীকে নিয় কেন এই পোস্ট করলেন সৃজিত! কোন জমাখরচ, হিসেবনিকেশের কথা বলতে চাইলেন তিনি। আবার অনেক বছর পার করে কেন হঠাৎ দেখা

হওয়ার কথা বলেছেন।

সৃজিত ও ঋতাভরী একসময় চুটিয়ে প্রেম করেছেন। এই প্রেম নিয়ে তারা কোনো দিন প্রকাশ্যে মুখ খোলেননি। এমনকি সে অর্থে প্রেমের কথা স্বীকারও করেননি। তবে একসময় টলিপাড়ায় কানপাতলেই শোনা যেত তাদের প্রেমের কথা। সেটা ছিল ২০১৭ সাল। সেই সময় পরিচালক ব্যস্ত ছিলেন কাকাবাবুর শুটিং নিয়ে।

এমনকি ঋতাভরীর জন্মদিনের পার্টিতেও ছিল সৃজিতের সরব উপস্থিতি। একসঙ্গে কেক কাটা, কেক খাওয়ানো সবই হতো। তখন টলিপাড়ার অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন, এই সম্পর্কটা নিশ্চয় পরিণতি পেতে চলেছে। তবে একদিন হঠাৎই সেই সম্পর্ক ভেঙে যায়। এই সম্পর্কের বয়স ছিল ৩ বছর। প্রেমের কথা প্রকাশ্যে স্বীকার না করলেও এক সাক্ষাৎকারে ঋতাভরী বলেই ফেলেছিলেন, তিন বছর ভালোবাসার থেকে ঝগড়া বেশি করেছি। তবে ঠিক কী কারণে সেই সম্পর্ক ভেঙেছিল, সেকথা অবশ্য স্পষ্ট নয়।

এসব এখন অতীত। এরপর নিজের জীবনে অনেকটা এগিয়ে সৃজিত বাংলাদেশের অভিনেত্রী-সমাজকর্মী রাফিয়াত রশিদ মিথিলাকে বিয়ে করেন। মিথিলা বহুদিন হলো মেয়েকে নিয়ে বাংলাদেশে থাকেন। এদিকে ঋতাভরীও মুম্বাইয়ে কাজের সূত্রে নিজের প্রেমিক খুঁজে পেয়েছেন; চিত্রনাট্যকার সুমিত অরোরার সঙ্গে সম্পর্কে রয়েছেন তিনি। তবে এসবের মাঝে হঠাৎ কেন ঋতা-ভরীকে নিয়ে এমন পোস্ট করলেন সৃজিত? এমন পোস্ট দেখে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছেন অনেকেই, তবে কারণ স্পষ্ট নয়।

ভাইজানের সঙ্গে জুটি বাঁধছেন কঙ্গনা

বিনোদন ডেস্কঃ বলিউডে অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাউতকে 'কুইন' বলা হয়। সেই সঙ্গে বলা হয় ঠোঁ-টকাটা অভিনেত্রী। কিন্তু তিন খান–বাদশাহ শাহরুখ খান, বলিখ্যাত ভাইজান সালমান খান ও মিস্টার পারফেকশনিস্ট অভিনেতা আমির খানের সঙ্গে কখনো কোনো ছবিতে অভিনয় করা হয়নি তার। একাধিকবার সুযোগ এলেও ফিরিয়ে দিয়েছেন তিনি।

এর আগে একাধিক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন– তিন খানের সঙ্গে জুটি বাঁধতে আগ্রহী নন তিনি। কারণ খানদের বিপরীতে অভিনয় করলে কখনই তিনি প্রাথমিক গুরুত্ব পান না। শুধু নায়কের বাহুলগ্নার চরিত্রে অভিনয় করতে তিনি রাজি নন। তাই ছবির প্রস্তাব এলেও বারবার ফিরিয়ে দিয়েছেন অভিনেত্রী।

যদিও সালমান খানের সঙ্গে খুবই ভালো বন্ধুত্ব কঙ্গনার। কিন্তু তারপরও কোনো ছবিতে জুটি বাঁধেননি অভিনেত্রী। বহু ছবিতে সালমানের বিপরীতে অভিনয় করার প্রস্তাব এসেছিল তার। এরপরও দুজনকে একপর্দায় দেখা যায়নি। এর কারণ অভিনেত্রী নিজেই এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন।

ভবিষ্যতে কি 'ভালো বন্ধু' সালমানের সঙ্গে এক ছবিতে কঙ্গনাকে দেখার কোনো সুযোগ আছে?– এমন প্রশ্নের উত্তরে অভিনেত্রী বলেন, সালমান আমার ভালো বন্ধু। একসঙ্গে কাজ করার বহু সুযোগ আমরা পেয়েছি। কিন্তু কোনোভাবেই একসঙ্গে কাজ করা হয়ে ওঠেনি।

সালমান সম্পর্কে এর আগে এক সাক্ষাৎকারে কঙ্গনা বলেছিলেন– সালমানজির অসংখ্য অনুরাগী রয়েছেন। মানুষ ওকে কত ভালোবাসে। আমি মনে করি, দেশে ওর অনুরাগীই সবচেয়ে বেশি। যারা ওকে ভালোবাসেন, মন দিয়ে ভালোবাসেন। আর যারা অপছন্দ করেন, তাদের ওকে কখনই ভালো লাগবে না। ওকে যারা প্রতিযোগী মনে করেন, সালমান তাদের কাছে কাঁটা হবেনই।

এদিকে এর আগে 'ইমার্জেন্সি' ছবির প্রচার সংক্রান্ত এক সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল– আগামী দিনে কি তার পরিচালনায় তিন খান– শাহরুখ, সালমান ও আমিরকে দেখা যাবে? সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছ্বসিত হয়ে সম্মতি জানিয়েছেন অভিনেত্রী। তিন খানের পরিচালক হতে নাকি এক পায়ে রাজি কঙ্গনা।

অভিনেত্রী বলেন, আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছে– আমি বলিউডের তিন খানকে কোনো ছবিতে পরিচালনা করতে চাই কিনা। তিনি বলেন, কেন করব না? ভালো চিত্রনাট্য থাকলে অবশ্যই করব। অভিনেত্রী বলেন, আমি মনে করি– ওদের মধ্যে সত্যিই যোগ্যতা রয়েছে। কিন্তু একই ধরনের চরিত্রে অভিনয় করে চলেছেন ওরা। তাই ওদের সঙ্গে কাজ করতে পারলে ভালোই লাগবে।

উল্লেখ্য, কঙ্গনা রানাউতের বহু প্রতীক্ষিত ছবি 'ইমার্জেন্সি' ১৭ জানুয়ারি মুক্তি পাচ্ছে।

এবার রাজনীতি নিয়ে সায়ানের গান

বিনোদন ডেস্কঃ সংগীতশিল্পী ফারজানা ওয়াহিদ সায়ান। সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অনৈতিক কিছু দেখলেই সেটার কড়া প্রতিবাদ করেন তিনি। ফিলিস্তিনে ইসরাইলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যেমন সরব ছিলেন, তেমনি বাংলাদেশে জুলাই বিপ্লবেও কথা ও গানে তুলেছিলেন প্রতিবাদের ঝড়। নেমেছিলেন রাজপথেও।

এবার তিনি 'এটাই আমার রাজনীতি' শিরোনামে একটি গান প্রকাশ করেছেন। গান-টির কথা লিখেছেন ও সুর করেছেন সায়ান নিজেই। সংগীতায়োজন করেছেন শুভদীপ মজুমদার। লিরিক্যাল ভিডিও তৈরি করেছেন হাসান মাহমুদ সানি। ঘরোয়াভাবে আড়াই বছর আগেই গানটি গিটার বাজিয়ে গেয়েছিলেন এ শিল্পী।

তবে এবার আনুষ্ঠানিকভাবে এটি প্রকাশ করেছেন। এ গানের কথায় উঠে এসেছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট।

এ প্রসঙ্গে সায়ান বলেন, 'দেশের নাগরিক হিসাবে আমি রাজনীতি সচেতন। তবে ক্ষমতা থেকে দূরত্বে থাকতে পছন্দ করি। আজীবন ক্ষমতার নজরদারিত্বে থাকতে চাওয়াতেই আমার শিল্পীত্বের কিংবা নাগরিকত্বের সবচেয়ে সচ্ছল সজীব অবস্থান। এগুলোই গানে গানে তুলে ধরেছি।'

মেজাজ হারালেন সোনাক্ষী সিনহা

বিনোদন ডেস্কঃ সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বলিউড অভিনেত্রী সোনাক্ষী সিনহার একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে– মুম্বাইয়ের একটি অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে প্রবেশ করছেন অভিনেত্রী। আর সোনাক্ষীর সঙ্গে ছিলেন তার স্বামী অভিনেতা জাহির ইকবাল। এমন সময় এক ফটোসাংবাদিকের কাজ দেখে কড়া ভাষায় কথা বললেন সোনাক্ষী– অনেক হয়েছে, এবার দয়া করে থামুন।

যদিও অভিনেত্রীকে সচরাচর মাথা গরম করতে দেখা যায় না। পাপারাজ্জিদের সঙ্গেও তার খুবই ভালো সম্পর্ক। তবে এবার মেজাজ হারালেন তিনি। এরপরই ওই ফটোসাংবাদিকের উদ্দেশে হাত জোর করে অনুরোধ করতে থাকেন অভিনেত্রী। সোনাক্ষীর এমন আচরণ দেখে ফটোসাংবাদকিরা প্রত্যেকেই তার থেকে দূরে সরে যান।

উল্লেখ্য, অভিনেত্রী সোনাক্ষী সিনহা ও অভিনেতা জাহির ইকবাল চলতি বছরের জুনে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন । এ তারকা দম্পতির বিয়ে নিয়ে সেই সময় অনেক বিতর্ক হয়েছিল। তবে সমালোচনা যাই হোক না কেন, তারা দুজনেই আনন্দের সঙ্গে জীবন উপভোগ করে চলেছেন।

আর ঘরোয়া আয়োজনে পরিবার ও বন্ধুদের উপস্থিতিতে জাহিরকে বিয়ে করেন সোনাক্ষী। অভিনেতা সালমান খানের পার্টিতে আলাপ হয় দুজনের। সেখান থেকেই শুরু প্রেম। সালমানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ইকবাল রতনসির পুত্র জাহির ইকবাল। সেই অর্থে ভাইজানের বউমা হয়েছেন সোনাক্ষী।

ক্যাটরিনার হাতে ২০ বার থাপ্পড় খেয়েছিলেন ইমরান খান

বিনোদন ডেস্কঃ ক্যাটরিনা কাইফের হাতে প্রায় ২০ বার থাপ্পড় খেয়েছিলেন বলিউড ইন্ডাস্ট্রির সবচেয়ে বহুমুখী অভিনেতাদের একজন ইমরান খান।'মেরে ব্রাদার কি দুলহান' ছবিতে অভিনয়ের সময় একটি দৃশ্যের জন্য এমন কাণ্ড ঘটাতে হয়েছিল।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে ক্যাটরিনা কাইফ স্মরণীয় সেই ঘটনার বিষয়টি জানিয়েছেন।খবর জিয়ো নিউজ উর্দূর।

ক্যাটরিনা বলেন, এই ছবির শুটিংয়ের সময় ইমরানকে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় চড় মারতে হয়েছে। ওই দৃশ্যটি আমাকে হতাশ করেছিল। কারণ আমি যখন শট দিচ্ছিলাম তখন সেটি ফেক মনে হচ্ছিল। তাই এটিকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য ইমরান খানই তাকে সত্যিকারের জন্য চড় মারার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

পরে ইমরান খানের পরামর্শ অনুযায়ী ক্যাটরিনা এগিয়ে যান। কিন্তু যেহেতু দৃশ্যটিতে একাধিক শট নেওয়ার প্রয়োজন ছিল তাই ইমরানকে প্রায় ১৫-১৬টি চড় মেরেছিলেন ক্যাটরিনা।

শুটিং শেষে ক্যাটরিনা বলেছিলেন, ইমরান তাকে অনুরোধ করেছিলেন, 'আমি আর কোনো থাপ্পড় নিতে পারব না।' তবে এতকিছুর পরও দৃশ্যটি অনেক ভালো হয়েছিল।

রোমান্টিক কমেডি ছবি 'জানে তু ইয়া জানে না' দিয়ে বলিউডে আত্মপ্রকাশ হয় ইমরান খানের। তার আরও একটি পরিচয় রয়েছে। ইমরান খান আসলে আমির খানের ভাগ্নে। তার আসল নাম ইমরান পাল।

হোমিও চিকিৎসা

এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রস্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন
STAR Photography
শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার
হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান
Please contact for all Your Professional Photography Like events News Conference Wedding Reception & Modelling
NEHER SIDDIQUEE
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পরই অবসরে রোহিত

স্পোর্টস ডেস্কঃ ভারতীয় অধিনায়ক রোহিত শর্মা সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত বোর্ডার-গাভাসকার ট্রফি সিরিজে তার নেতৃত্ব ও পারফরম্যান্স নিয়ে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছেন। এই সিরিজে ভারতের ব্যর্থতা এবং বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে জায়গা করে নিতে না পারার পর তাকে নিয়ে উঠেছে নানা প্রশ্ন। সিরিজের সময় থেকেই রোহিতের ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা শুরু হলেও সিডনি টেস্টের দ্বিতীয় দিনে স্টার স্পোর্টসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি স্পষ্টভাবে জানান, 'আমি কোথাও যাচ্ছি না।' তবে এই মন্তব্য সত্ত্বেও রোহিতের ভবিষ্যৎ নিয়ে বিসিসিআইয়ের রিভিউ মিটিংয়ে আলোচনা হয়েছে।

রোহিতের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স নিয়ে বিসিসিআই দুশ্চিন্তায় রয়েছে। শেষ তিনটি সিরিজে তিনি মাত্র ১৬৪ রান করেছেন, যেখানে তার গড় ছিল ১০-এর সামান্য বেশি। বিশেষত অস্ট্রেলিয়া সফরে তার পারফরম্যান্স অত্যন্ত হতাশাজনক ছিল। তিনি মাত্র ৩১ রান করতে পেরেছেন এবং তার গড় ছিল ৬.২।

'দৈনিক জাগরণ'-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে রোহিত শর্মা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেবেন। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর ভারতের পরবর্তী অ্যাসাইনমেন্ট ইংল্যান্ড সফর, যেখানে পাঁচটি টেস্ট ম্যাচের সিরিজ রয়েছে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, 'রোহিতের ইংল্যান্ড সফরে যাওয়া খুবই অনিশ্চিত।'

এই প্রসঙ্গে সাবেক অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটার অ্যাডাম গিলক্রিস্ট এক পডকাস্টে মন্তব্য করেন যে তিনি রোহিতকে ইংল্যান্ড সফরে দেখছেন না। গিলক্রিস্ট বলেন, 'আমি মনে করি রোহিত বলেছেন যে তিনি ঘরে ফিরে পরিস্থিতি বিচার করবেন। তবে ঘরে ফিরে তার প্রথম কাজ হবে দু'মাসের শিশুর ন্যাপি বদলানো। আমি তাকে খেলা চালিয়ে যেতে দেখছি না।' তিনি আরও যোগ করেন, 'আমার মনে হয় সে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলার চেষ্টা করবে এবং সেখানেই হয়তো তার অধ্যায় শেষ হবে।'

বিসিসিআই আপাতত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে কোনও তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নিতে চাইছে না। তবে বোর্ডের কয়েকজন কর্মকর্তা মনে করেন যে রোহিতের সাম্প্রতিক মন্তব্য তাদের বিশেষভাবে আশ্বস্ত করেনি। নির্বাচকেরাও তার সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স নিয়ে উদ্বিগ্ন।

এই সমস্ত পরিস্থিতির মধ্যে রোহিতের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন থেকে যাচ্ছে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হয়তো তার শেষ আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট হতে পারে। এরপর ভারতীয় ক্রিকেট দলের নতুন নেতৃত্বে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে পারে।

নাহিদ রানা এখন 'জালমি ভাই'

স্পোর্টস ডেস্কঃ পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) দল পেয়েছেন বাংলাদেশের তরুণ পেসার নাহিদ রানা। তাকে ড্রাফট থেকে দলে নিয়েছে পেশোয়ার জালমি।

পিএসএলে দল পাওয়া নিয়ে নিজের অনুভূতির কথা জানিয়েছেন রান। রংপুর রাইডার্সের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে এক ভিডিওতে নাহিদ কথা বলার সময় সতীর্থ ও দলের লোকেরা 'জালমি ভাই' বলেছেন বারবার। নাহিদ বলেন, 'আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো লাগছে। প্রথম ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে সুযোগ পেয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ।'

ক্রিকেট ইতিহাসে ঘণ্টায় ১৬১.৩ কিলোমিটারে বোলিং করে বিশ্ব রেকর্ড গড়েছেন পাকিস্তানের সাবেক তারকা শোয়েব আখতার। সুযোগ পেলে শোয়েব আখতারের কাছ থেকে শিখতে চান ঘণ্টায় ১৫০ কিলোমিটার গতিতে বল করে যাওয়া নাহিদ রানা।

২২ বছর বয়সি বাংলাদেশি এই পেসার বলেন, 'শোয়েব আখতার একজন কিংবদন্তি বোলার। একজন কিংবদন্তি বোলারের সঙ্গে দেখা হলে অনেক কিছু শেখা যায়। যদি সুযোগ হয় তো শিখব।' ঘণ্টায় ১৬১.৩ কিলোমিটারে বোলিং করে সর্বোচ্চ গতিতে বোলিংয়ের রেকর্ডটা শোয়েবেরই আছে। সেই রেকর্ড ভাঙার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে নাহিদের উত্তর, 'এর আগেও আমি বলেছি যে কোনো কিছু বা রেকর্ড ভাঙার ইচ্ছা নেই। নাহিদ রানার মতোই কিছু করার চেষ্টা করব।'

নাহিদ রানা আরও বলেন, 'এখনো রেকর্ড নিয়ে ভাবিনি। বিপিএলে রংপুর রাইডার্সের হয়ে খেলছি। যেহেতু বিপিএল চলছে। বিপিএল নিয়ে ভাবছি। তো এখনো অত কিছু ভাবিনি। চিন্তা করছি বিপিএল কিভাবে ভালোভাবে শেষ করা যায়।'

বিপিএলে নিজেদের দল রংপুর নিয়ে নাহিদ বলেন, 'রংপুর রাইডার্সের জন্য নিজের সর্বোচ্চটা দিয়ে যাচ্ছি। যে কয় ম্যাচ সুযোগ পাব, সর্বোচ্চটা দেব। দেশবাসী যেন আমার জন্য দোয়া করে এবং খারাপ সময়ে পাশে থাকে, এটাই চাওয়া।'

একসময়ের দুই তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বী এখন গুরু-শিষ্য

স্পোর্টস ডেস্কঃ টেনিস দুনিয়ায় নোভাক জোকোভিচ এবং অ্যান্ডি মারে একসময় একে অপরের বিপক্ষে খেলতেন। বলা চলে, তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তারা। সাতটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনালসহ দীর্ঘ বহুবার টেনিস কোর্টে দেখা হয়েছে তাদের। অথচ এখন তাদের সম্পর্কের সমীকরণ পুরো পাল্টে গেছে। নোভাক জোকোভিচ এখন অ্যান্ডি মারের 'শিষ্য'।

গত নভেম্বরে তিনবারের গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ী মারেকে কোচ হিসেবে যুক্ত করেন জোকোভিচ। যার শুরুটা হল জয় দিয়েই। দীর্ঘ দিনের প্রতিদ্বন্দ্বীকে কোচ হিসেবে পেয়ে রোমাঞ্চিত জোকোভিচ।

নোভাক জোকোভিচ বলেন, 'তাকে আমার পাশে কোচ হিসেবে পেয়ে রোমাঞ্চিত। অবশ্যই বলবো যে, তাকে কোর্টসাইডে পাওয়াটা কিছুটা অদ্ভুত। আমরা ২০ বছরের বেশি সময় ধরে একে অপরের বিপক্ষে সর্বোচ্চ স্তরে খেলেছি, তাই তাকে আমার পাশে পেয়ে ভালো লাগছে।'

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে যুক্তরাষ্ট্রের ১৯ বছর বয়সী নিশেশ বাসাভারেডির বিপক্ষে প্রথম সেটেই হেরে যান জোকোভিচ। তবে সে ধাক্কার পরই মেলবোর্ন পার্কে দারুণ এক প্রত্যাবর্তনের গল্প লিখেছেন এই সার্বিয়ান। টানা তিন সেট জিতে জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছেন রেকর্ড ২৪ বারের গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ী তারকা।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে নতুন সংযোজন কোচিং পড। এর মাধ্যমে কোর্টের একদম পাশেই কোচিং স্টাফদের পাবেন খেলোয়াড়রা। নিশেশের বিপক্ষে প্রথম সেট হারের পর নানাভাবে সার্বিয়ান তারকাকে উজ্জীবিত করেছেন মারে, দিয়েছেন পরামর্শ।

জোকোভিচ বলেন, 'কোচ হিসেবে মারে দুর্দান্ত। ম্যাচের সময় সে আমাকে দারুণ কিছু পরামর্শ দিয়েছে। এভাবে আলোচনা করতে পেরে ভালো লাগছে। সত্যিই চমৎকার অভিজ্ঞতা। আশা করি, আমরা এখানেই থামবো না।'

হামজার অভিষেক হতে পারে ভারতের বিপক্ষে

স্পোর্টস ডেস্কঃ বাংলাদেশের জার্সি গায়ে চড়াতে তৈরি হামজা চৌধুরী। সব প্রক্রিয়া অনুসরণ করে গত ডিসেম্বরে বাংলাদেশের হয়ে খেলার অনুমতি পান তিনি। এখন লাল-সবুজের জার্সিতে তার অভিষেক নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চলছে।

সব ঠিক থাকলে আগামী ২৫ মার্চ ভারতের বিপক্ষে অভিষেক হতে পারে হামজার। এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের এই ম্যাচটি ভারতে অনুষ্ঠিত হবে, আর সম্ভাব্য ভেন্যু শিলংয়ের জওহরলাল নেহেরু স্টেডিয়াম।

এদিকে বাংলাদেশের জার্সি গায়ে চড়ানোর আগেই ইংলিশ ক্লাব লেস্টার সিটি ছাড়তে চলেছেন হামজা। শীতকালীন দলবদলে লেস্টার ছেড়ে চলতি মৌসুমের বাকি অংশের জন্য তিনি ধারে যোগ দিতে পারেন ইংলিশ চ্যাম্পিয়নশিপ ক্লাব শেফিল্ড ইউনাইটেডে। ব্রিটিশ গণমাধ্যমগুলোর প্রতিবেদন অনুযায়ী, দুই পক্ষের মধ্যে আলোচনা প্রায় চূড়ান্ত।

শেফিল্ড ইউনাইটেড দীর্ঘদিন ধরেই হামজার প্রতি আগ্রহী ছিল। তাদের লক্ষ্য চ্যাম্পিয়নশিপে শক্ত অবস্থান ধরে রেখে প্রিমিয়ার লিগে ফিরে আসা। চ্যাম্পিয়নশিপে বর্তমানে তারা তৃতীয় স্থানে আছে, সমান ৪৯ পয়েন্ট নিয়ে বার্নলির ঠিক নিচে। এই অবস্থানে থাকলে প্রিমিয়ার লিগে খেলার সুযোগ পাবে শেফিল্ড।

লেস্টার সিটির হয়ে এফএ কাপের সাম্প্রতিক ম্যাচে কুইন্স পার্ক রেঞ্জার্সের বিপক্ষে মাঠে নামেননি হামজা। ধারণা করা হচ্ছে, শেফিল্ড ইউনাইটেডে তার সম্ভাব্য যোগদানের কারণে ঝুঁকি নিতে চায়নি লেস্টার। ২০১৬ সালের প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন লেস্টার সিটির অবস্থাও খুব বেশি ভালো নয়। বর্তমানে লিগ টেবিলের ১৯তম স্থানে আছে তারা। মৌসুম শেষে এই অবনমন অঞ্চলে থাকলে তাদেরও চ্যাম্পিয়নশিপে খেলতে হবে আগামী মৌসুমে।

আইসিসির বিরুদ্ধে আফগান নারী ক্রিকেটারের গুরুতর অভিযোগ

স্পোর্টস ডেস্কঃ আফগানিস্তানের ক্ষমতায় তালেবানের প্রত্যাবর্তনের পর দেশটিতে নারীদের খেলাধুলায় অংশগ্রহণ কার্যত 'নিষিদ্ধ'। এর ফলে আফগানিস্তানের নারী ক্রিকেটাররা বেশ বিপদেই পড়েছেন। তালেবান ক্ষমতা পাওয়ার পর দেশটির জাতীয় নারী ক্রিকেট দলে অন্তত ২০ সদস্য অস্ট্রেলিয়ায় চলে যান।

সেখানে তাদের সহায়তা করার চেষ্টা করছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)। তবে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইসিসি তাদের পাশে দাঁড়ায়নি বলে অভিযোগ করেছেন আফগান নারী ক্রিকেটার ফিরোজা আমিরি।

মেলবোর্নে নারী অ্যাশেজ চলাকালে বিবিসির টেস্ট ম্যাচ স্পেশালে হাজির হন এই আফগান নারী ক্রিকেটার। সেখানে তিনি বলেছেন, 'আইসিসির চেয়ে আমাদের জন্য অনেক বেশি করেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। আমাদের (খেলার) আশা বাঁচিয়ে রাখতে তারা কাজ করেছে।'

'আমরা আশা করেছিলাম আমাদের জন্য আইসিসি কিছু করবে। কিন্তু তারা কিছুই করেনি। আমরা এখানে (অস্ট্রেলিয়া) আসার পর তারা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগও করেনি'-যোগ করেন আমিরি। স্বেচ্ছা নির্বাসনে থাকা আফগান নারী ক্রিকেটাররা শরণার্থী দল হিসেবে খেলার অনুমতি চেয়েছিলেন, সেটাও এখনো আইসিসির অনুমোদন পায়নি।

এদিকে নারীদের প্রতি তালেবানের 'নিপীড়নমূলক আচরণের' ইস্যুতে সম্প্রতি ইংল্যান্ডের রাজনীতিবিদরা ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের (ইসিবি) কাছে চিঠি দিয়েছে। সেখানে আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে ইংল্যান্ডকে খেলতে নিরুৎসাহিত করেছে তারা। এছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রীড়ামন্ত্রীও দেশটির ক্রিকেট দলকে আফগানদের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কট করার আহ্বান জানিয়েছেন।

তবে এ বিষয়ে ইসিবি, সিএসএ বা আইসিসি এখনো কোনো মন্তব্য করেনি।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

রান্নাবান্না

শীতের পিঠাপুলি

ছানার পুলি

যা লাগবে : ছানা এক কাপ, কর্নফ্লাওয়ার দুই টেবিল চামচ, কিশমিশ, পেস্তাবাদাম কুচি ১/২ কাপ, কনডেন্সড মিল্ক এক টিন, বাটা চিনি এক টেবিল চামচ, বেকিংপাউডার এক চিমটি, তরল দুধ এক লিটার।

যেভাবে করবেন : কর্নফ্লাওয়ার, ছানা, বেকিংপাউডার, বাটা চিনি একসঙ্গে ভালোভাবে ময়ান করে নিন। মাখানো ছানার মিশ্রণ থেকে পরিমাণমতো নিয়ে বাটির আকারে গড়ে ভেতরে কিশমিশ, পেস্তার পুর ভরে মুখ বন্ধ করে দিন। তরল দুধ জ্বাল দিয়ে অর্ধেক করে কনডেন্সড মিল্ক দিন। দুধ ফুটতে আরম্ভ করলে ছানার পুলিগুলো দিন। কম আঁচে মাখা মাখা করে রান্না করুন। ঠান্ডা হলে পরিবেশন পাত্রে ঢেলে কিশমিশ, পেস্তা, চেরি কুচি ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

ক্ষীরসা পাটিসাপটা

যা লাগেবে : পোলাওয়ের চালের গুঁড়া দুই কাপ, গুঁড়াদুধ দুই টেবিল চামচ, চিনি বা খেজুর গুড় ১/৪ কাপ। ময়দা ১/৪ কাপ, ডিম একটি, লবণ এক চিমটি। তেল পরিমাণমতো। বেকিংপাউডার ১/৪ চা চামচ।

তেল ছাড়া সব উপকরণ পরিমাণমতো পানি দিয়ে মেখে রেখে দিন ২ ঘণ্টা। পাতলা গোলা হবে।

ক্ষীরসা : দুধ দুই লিটার, মালাই আধা কাপ, পোলাওয়ের চালের গুঁড়া দুই টেবিল চামচ, চিনি তিন টেবিল চামচ।

যেভাবে করবেন : দুধ জ্বাল দিয়ে ঘন করে নিন। চালের গুঁড়া শুকনা খোলায় টেলে নিন। কিছু দুধ তুলে ঠান্ডা করে চালের গুঁড়া গুলিয়ে দুধে ঢেলে দিন। চাল সিদ্ধ হলে চিনি ও মালাই দিন। ঘন করে নামান। ফ্রাইপ্যানে তেল লাগিয়ে গরম হলে ডালের চামচের ২ চামচ গোলা দিয়ে ছড়িয়ে দিন রুটির মতো করে। রুটি শুকিয়ে এলে লম্বা করে ক্ষীরসা দিয়ে পার্টির মতো মুড়ে নিন। ঠান্ডা অথবা গরম পরিবেশন করুন।

মচমচে মুগ পাকন

যা লাগবে : আতপ চালের গুঁড়া ৫০০ গ্রাম, আলু কুচি ১০০ গ্রাম, ঘি এক টেবিল চামচ, পানি দেড় কাপ, তেল (ভাজার জন্য) পরিমাণমতো, মুগডাল (ভাজা) ২০০ গ্রাম, ডিম ১টি, চিনি ২ কাপ, লবণ চার ভাগের এক চা চামচ।

যেভাবে করবেন : চিনির সঙ্গে দেড় কাপ পানি মিশিয়ে মাঝারি ঘন সিরা তৈরি করুন। মুগডাল ধুয়ে ২ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন। ৩/৪ লিটার পানিতে মুগডাল, আলু ও লবণ একসঙ্গে সিদ্ধ করুন। ডাল, আলু সিদ্ধ হয়ে গেলে ঘুটনি দিয়ে ঘুটে নিন। চালের গুঁড়া দিয়ে আঁচ কমিয়ে ঢেকে রাখুন ১০-১৫ মিনিট। নাড়া দিয়ে ডিম ফেটিয়ে দিন। সঙ্গে সঙ্গেই খুব দ্রুত নেড়ে ডিম মিশিয়ে কাই করে ফেলুন। চুলা থেকে নামিয়ে কিছুটা ঠান্ডা হলে ঘি দিয়ে মথে মসৃণ কাই তৈরি করুন। পরিমাণমতো খামির নিয়ে ১/২ ইঞ্চি পুরু রুটি বেলে মোটা সুই বা খেজুর কাঁটা দিয়ে ইচ্ছামতো নকশা করে নিন। ডুবো তেলে গোল্ডেন ব্রাউন করে ভেজে সিরায় ছাড়ুন, ৫ মিনিট সিরায় রেখে তুলে নিন। ঠান্ডা বা গরম পরিবেশন করুন।

নকশি পিঠা

যা লাগবে : কাই তৈরির জন্য চালের গুঁড়া এক কেজি, পানি দেড় কেজি, লবণ এক চা চামচ, ভাজার জন্য তেল এক লিটার, সিরার জন্য গুড় ৫০০ গ্রাম।

যেভাবে করবেন : চুলায় লবণ ও পানি দিয়ে ফুটিয়ে চালের গুঁড়া দিন। আঁচ কমিয়ে ঢেকে ৪০ মিনিট রান্না করুন। ৪০ মিনিট পর মাড় গেলে নিন। মাড় আলাদা করে রেখে দিন। সিদ্ধ চালের কাই হালকা ঠান্ডা হলে ভালো করে মথে নিন। প্রয়োজনে যে মাড় আলাদা করে রেখেছিলেন সেখান থেকে পরিমাণমতো দিয়ে মথে শক্ত কাই করে নিন। ওই কাই থেকে আধা কাপ পরিমাণ নিয়ে মোটা ছোট রুটি বেলে নকশা এঁকে পিঠা তৈরি করুন। কড়াইয়ে তেল গরম করে পিঠাগুলো ভেজে নিন। এমনভাবে ভাজতে হবে পিঠাগুলো যেন কাঁচা না থাকে আবার যেন খুব ডিপ কালারও না হয়ে যায়। এ ভাজা পিঠাগুলো মিনিমাম তিন দিন রেখে দিন। ৫০০ গ্রাম গুড় ৩০০ মিলি পানি দিয়ে জ্বাল করে ঘন সিরা তৈরি করুন। পিঠাগুলো আবার তেলে ভেজে নিয়ে সিরায় দিন। দুই-তিন মিনিট সিরায় রেখে ঝরিয়ে নিন। পরিবেশন পাত্রে সাজিয়ে পরিবেশন করুন মজাদার নকশি পিঠা।

চালের সেমাই

যা লাগবে : আতপ চালের গুঁড়া দুই কাপ, লবণ ১/৪ চা চামচ, খেজুর গুড়-চিনি ৫০০ গ্রাম, এলাচ চার-পাঁচটি, তেজপাতা দুটি, পানি দুই কাপ, দুধ দুই লিটার, নারিকেল কোরা দুই কাপ, দারুচিনি দুই-তিন টুকরা।

যেভাবে করবেন : হাঁড়িতে পানি ও লবণ দিয়ে ফুটিয়ে নিন। ফুটন্ত পানিতে চালের গুঁড়া দিয়ে ২০ মিনিট ঢেকে সিদ্ধ করে কাই করে নিন। কাই ভালো করে মথে নিন। রুটির পিঁড়িতে অল্প কাই নিয়ে লতি পাকিয়ে নিন। লতি থেকে হাতের তালুর সাহায্যে ছোট ছোট সেমাই বানিয়ে নিন। সেমাই সামান্য চালের গুঁড়া দিয়ে মেখে রাখুন। হাঁড়িতে এলাচ, দারুচিনি, তেজপাতাসহ দুধ দিয়ে জ্বাল দিন। ফুটন্ত দুধের মধ্যে সেমাই আস্তে আস্তে ছেড়ে দিন। সেমাই দেওয়া শেষ হলে নারিকেল কোরা দিন। ফুটিয়ে ঘন করে গুড় বা চিনি দিন। ভালো করে জ্বাল দিয়ে নামিয়ে নিন। ঠান্ডা করে পরিবেশন করুন। ইচ্ছা হলে মৌরির গুঁড়াও দিতে পারেন।

পশ্চিমবঙ্গে পৌষ সংক্রান্তিতে জমিয়ে পিঠে খাওয়া হয়। তা বলে পৌষ সংক্রান্তির পার্বন শুধু বাংলায় পালিত হয় না। পৌষ সংক্রান্তি বা মকর সংক্রান্তির উদ্‌যাপন হয় ভারতের নানা প্রান্তে। সেই সব অঞ্চলের তিন পার্বণী রেসিপি খুঁজে আনল আনন্দবাজার অনলাইন।

পৌষ সংক্রান্তি বা মকর সংক্রান্তিতে জমিয়ে পিঠে খাওয়া হয় বাংলায়। তা বলে সংক্রান্তির পার্বণ একা বাংলার নয়। পৌষের চলে যাওয়া এবং মাঘের আগমণের সন্ধিক্ষণকে উৎসবের মতো পালন করেন ভারতের নানা প্রান্তের মানুষ। কেউ সেই উৎসবের নাম দেন পোঙ্গল। কেউ ডাকেন মাঘ বিহু, কেউ বা লোহরি পালন করেন মকর সংক্রান্তিতে।

কোলি পোঙ্গল বা কোঝি পোঙ্গল (চিলি অয়েল সহযোগে)

দাক্ষিণাত্যের রাজ্যে সংক্রান্তির উৎসবের নাম পোঙ্গল। পোঙ্গল আসলে একটি খাবারের নাম। বাঙালির পিঠে-পার্বণের মতো পোঙ্গল উৎসবও তার নাম পেয়েছে খাবারের নাম থেকেই। অনেকেই মনে করেন দাক্ষিণাত্যের উৎসব মানে শুধুই নিরামিষ ভোজন। ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। দক্ষিণের রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে পোঙ্গলে আমিষ ভোজনও হয়। তেমনই এক রেসিপি কোঝি পোঙ্গল।

উপকরণ:

পোঙ্গলের জন্য–

১/৪ কাপ মুগের ডাল
১/২ কাপ চাল
১ চা চামচ গোটা জিরে
২ চা চামচ গোটা গোলমরিচ
১০টি কারিপাতা
১৫ টি আধভাঙা কাজু
২ কাপ জল
১ গাট আদা কুচি
৩ টেবিল চামচ ঘি
১৫০ গ্রাম মুরগির মাংস (হাড় ছাড়া, ছোট ছোট টুকরোয় কাটা)
১ চিমটে হিং
স্বাদ মতো নুন

চিলি অয়েলের জন্য–

৫টি শুকনো লঙ্কা
১ টেবিল চামচ রসুন কুচি
১ টেবিল চামচ আদা কুচি
১/২ টেবিল চামচ তিল
১/২ চা চামচ চিনি
১/৪ কাপ পেয়াঁজ শাক কুচি
১/৪ কাপ গরম করা তেল
১/৪ চা চামচ নুন

প্রণালী:

ডাল শুকনো খোলায় ভেজে সুগন্ধ বেরোলে নামিয়ে নিন, ডালের রং যেন না বদলায়। এ বার চাল, ডাল ভাল করে ধুয়ে নিয়ে জলে ভিজিয়ে রাখুন ১০-২০ মিনিট। ভেজানো চাল-ডাল জল ঝরিয়ে প্রেসার কুকারে সিদ্ধ হতে দিন ২ কাপ জল এবং স্বাদ মতো নুন দিয়ে। ৪ টি সিটি হয়ে গেলে নামিয়ে নিলেও তবে ঢাকনা খুলবেন না। বাষ্প নিজে থেকেই পুরো-পুরি বেরিয়ে যেতে দিন।

কড়া বা প্যান গরম করে তাতে গোটা গোলম-রিচ এবং গোটা জিরে দিয়ে কিছু ক্ষণ নারাচাড়া করে সুগন্ধ বেরোলে তুলে নিয়ে গুঁড়িয়ে নিন। খুব বেশি মিহি করে গুঁড়োবেন না।

এ বার গরম প্যানে শুকনো লঙ্কাও কিছুটা নেড়ে চে়ড়ে নিয়ে তুলে নিন। কালচে ভাব ধরতে দেবেন না। একটি বাটিতে শুকনো লঙ্কাগুলি রেখে হাতে করে বা চামচে করে গুঁড়িয়ে নিন। এ বার ওই পাত্রেই চিলি অয়েলের বাকি উপকরণ দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিন।

প্যানে ২ টেবিল চামচ ঘি, কুচোনো আদা, কারিপাতা, হিং, কাজু বাদাম দিয়ে ভাল করে নেড়েচেড়ে কাজুতে সোনালি রং ধরলে তার মধ্যে মাংসের টুকরোগুলো দিয়ে তাতে নুন দিয়ে মিনিট পাঁচেক রান্না করুন। পাঁচ মিনিট পরে তাতে জিরে-মরিচের গুঁড়ো দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিন।

প্রেসার কুকারে থাকা চাল এবং ডাল ভাল করে ঘেঁটে নিন। ওই মিশ্রণটি দিয়ে দিন রান্না করা মাংসের উপর। ১ টেবিল চামচ ঘি ছড়িয়ে রান্না হতে দিন। চাল-ডালের মিশ্রণটি ভাজা হয়ে এলে নামিয়ে একটি কলাপাতার উপর চিলি অয়েল ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

পিন্ডি ছোলে

পঞ্জাবের লোরি উৎসব পালন হয় রাতে। আগুন জেলে তার চারপাশে জড়ো হন স্থানীয় মানুষ। নাচে-গানে-উৎসবে আবাহন করেন মাঘ মাসকে, যা আদতে ফসলের মাস। পঞ্জাব যে হেতু ভারতের শস্যভান্ডার, তাই মাঘ মাস তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। পঞ্জাবিরা লোরির দিন নতুন জামা পরেন। খাওয়াদাওয়াও হয় বিস্তর। তার মধ্যে চেনা সর্ষো দা সাগ যেমন থাকে, তেমনই থাকে পঞ্জাবের প্রিয় পিন্ডি ছোলে।

উপকরণ:

২৫০ গ্রাম কাবলি ছোলা (৩ কাপ জলে সারা রাত ভিজিয়ে রাখা)

ছোলা সিদ্ধ করার জন্য–

৩টি লবঙ্গ
৩ গাঁট লম্বা দারচিনি
২টি বড় এলাচ
২টি ছোট এলাচ
২টি তেজপাতা
১টি টি ব্যাগ
১ চা চামচ বিটনুন
৩ কাপ জল

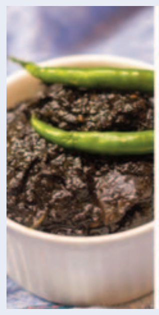

পিন্ডি ছোলা রান্নার জন্য–

২ টেবিল চামচ তেল
৩ চা চামচ আদা-রসুন বাটা
১/২ চা চামচ লঙ্কা গুঁড়ো
২ চা চামচ ধনে গুঁড়ো
১ চা চামচ গরমমশলা
২-৩ চা চামচ চানামশলা
১ চা চামচ আমচুর
১ চা চামচ লেবুর রস
স্বাদ মতো নুন

প্রণালী:

ভেজানো ছোলা কুকারে দিন। তার মধ্যে গোটা মশলাগুলোকে একটা মসলিন বা পাতলা কাপড়ে বেঁধে দিয়ে দিন। এর পরে বিট নুন, জল এবং টি-ব্যাগ দিয়ে প্রেসার কুকারে ১০ থেকে ১৫ মিনিট সিদ্ধ করুন। ছোলা পুরোপুরি সেদ্ধ হতে হবে। সেদ্ধ হলে টি-ব্যাগ এবং মশলা বাঁধা কাপড় সরিয়ে নিন।

এ বার একটি প্যানে তেল গরম করে আদা-রসুন বাটা দিয়ে ভেজে কাঁচা গন্ধ চলে গেলে আঁচ কমিয়ে লঙ্কাগুঁড়ো, ধনেগুঁড়ো, আমচুর, গরম মশলার গুঁড়ো এবং চানা মশলা দিয়ে এক মিনিট ভেজে নিয়ে তাতে সিদ্ধ করা করা ছোলা দিন।

সামান্য নাড়াচাড়া করে স্বাদ মতো নুন দিন, অতিরিক্ত মশলার দরকার হলেও এই সময়ে দিতে পারেন। ৫-৭ মিনিট অল্প আঁচে রান্না করুন। মাঝে মাঝে নাড়াচাড়া করতে ভুলবেন না। ভাল করে কষানো হয়ে গেলে লেবুর রস ছড়িয়ে নামিয়ে নিন।

নান, বাটুরা কিংবা পরোটার সঙ্গে পরিবেশন করুন। সাজানোর জন্য উপরে পেঁয়াজ এবং কাঁচালঙ্কা ভেজে ছড়িয়ে দিতে পারেন।

www.jonmobhumi.com

www.jonmobhumi.com

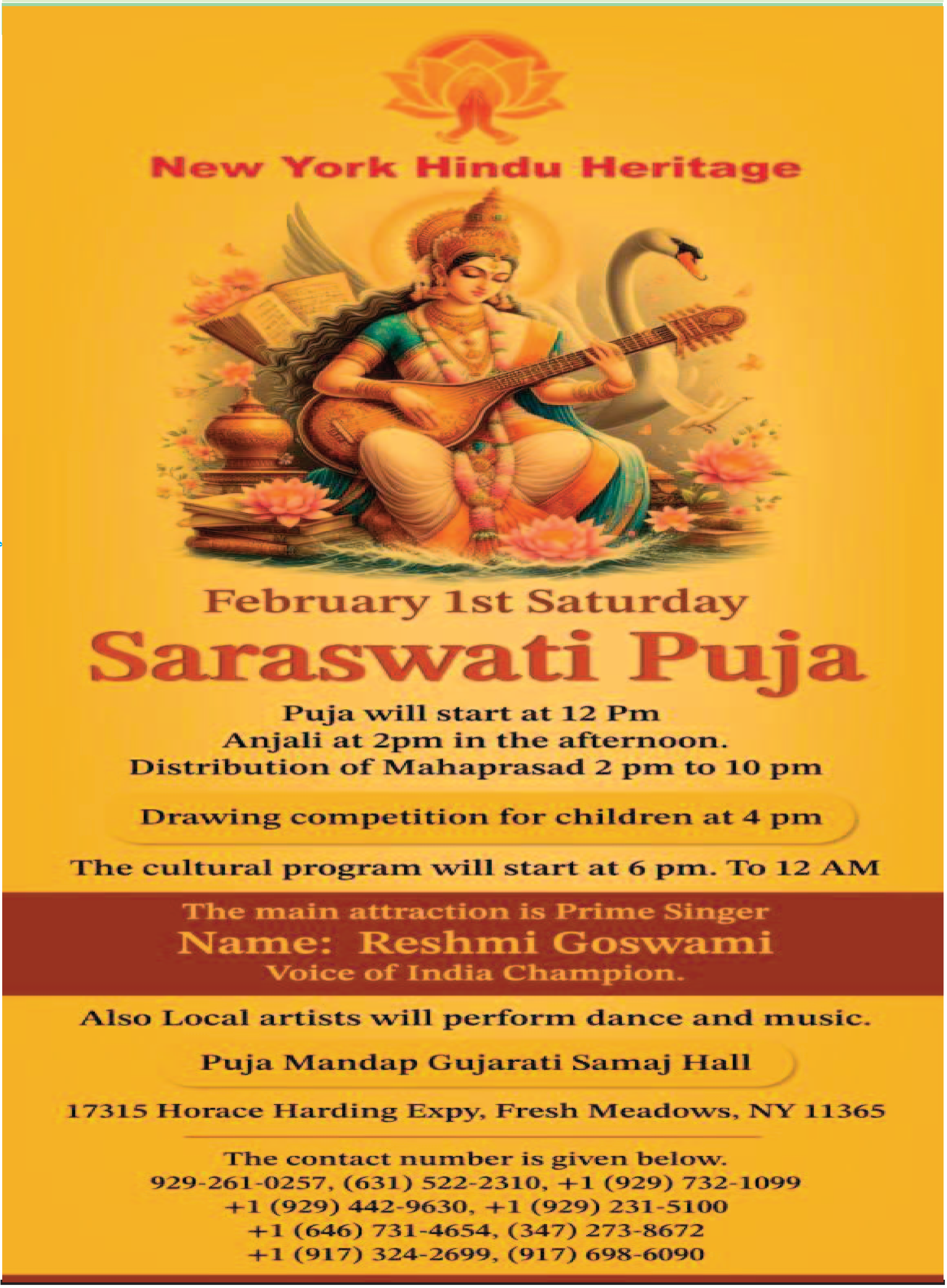

সাপ্তাহিক জন্মভূমি Vol 25 No. 44 Thursday 16 January 2025 Weekly Jonmobhumi
অনলাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

‘খসরু-সুয়েব’ প্যানেল নির্বাচনমুখী, ‘জালাল-রেনু’ প্যানেলের বয়কট

প্রধান নির্বাচন কমিশনার সিরাজ উদ্দিন আহমদ সোহাগ। কমিশন সূত্রে জানা যায়, ১ হাজার ৮ জন সাধারণ ভোটার এবার রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করেছেন। সাবেক ও বর্তমান মোট লাইফ মেম্বার হচ্ছে ৬২ জন। এ সময় নির্বাচন কমিশনার সদস্য তজম্মুল আলী ও আব্দুল মুকিত চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। এদিকে ভোট রেজিস্ট্রেশনের শেষ দিনে রোববার এস্টোরিয়ায় আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ‘পিতার নাম ছাড়া ভোটার তালিকা করার অভিযোগ এনে ভোট বয়কটের ঘোষণা দিয়েছেন ‘জালাল-রেনু’ প্যানেল’। অপরদিকে ভোটার নিবন্ধন কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় ভোটারদের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আসন্ন এসোসিয়েশনের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ‘খসরু-সুয়েব’ পরিষদ সবার সহযোগিতা কামনা করেছেন। আগামী মে মাসের প্রথম সপ্তাহে এই নির্বাচন হওয়ার কথা বলে সংশ্লিস্ট সূত্রে জানা গেছে। খবর ইউএনএ’র।

নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে, অতীতে কুলাউড়া এসোসিয়েশনের ৫টি নির্বাচনে ভোটার তালিকায় পিতার নাম অন্তর্ভুক্তির বিধান ছিলো না। শুধুমাত্র ভোটারের নাম ঠিকানা, মোবাইল ও জন্ম সাল দিয়ে ভোটার রেজিস্ট্রেশনের নিয়ম ছিলো। কিন্তু এবার ভোটারের সদস্য ফর্মে ‘পিতার নাম’ অন্তর্ভূক্তির দাবী উঠেছে। এনিয়ে সংগঠনের মধ্যে মিশ্র প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা গেছে এবং পাল্টাপাল্টি বক্তব্য পাওয়া যাচ্ছে।

এ বিষয়ে একাধিক ভোটার জানান, একটি এসোসিয়েশনের ভোটার হতে যদি এতো তথ্য দেওয়া অনেকের পক্ষে সম্ভব না। কারণ তথ্য সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত না হয়ে কেউই এ রকম একটি প্ল্যাটফর্মে ব্যক্তিগত তথ্য দিতে চাইবে না। আগেতো এ রকম নিয়ম ছিলো না। তারা বলেন, তখনও এ রকম তথ্য দিয়ে ভোটার হওয়া যেতো। এখন হঠাৎ শুনি একটি প্যানেল পিতার তথ্য নিয়ে ভোটার তালিকায় নিবন্ধন চায়। কমিউনিটির সাথে সম্পৃক্ত থাকার জন্য এ রকম এসোসিয়েশনের সাথে যুক্ত থাকেন প্রবাসী বাংলাদেশীরা। এখানে ব্যক্তিগত সকল তথ্য দিয়ে কেউই নিজের তথ্যের গোপনীয়তাকে ঝুঁকিতে ফেলে ভোটার হতে চাইবে না।

তাছাড়া এ বছর নির্বাচন প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ভোটার রেজিস্ট্রেশনের শেষ দিনে এসে ভোটারদের সাথে তাদের পিতার নামের অন্তর্ভুক্তির দাবি এনে ভোট বয়কটের ঘোষণা দেওয়ায় অনেকটা বিস্মিত ভোটাররা।

রোববার সন্ধ্যা ৭টার দিকে এস্টোরিয়ার বৈশাখী রেষ্টুরেন্টে আনুষ্ঠানিক ভোটার নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পন্ন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এসোসিয়েশনের সভাপতি শাহ আলাউদ্দিন। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জাবেদ আহমদের সঞ্চালনায় নির্বাচন কমিশনারবৃন্দ ছাড়াও এসময় প্রবীণ রাজনীতিক লুৎফর রহমান চৌধুরী হেলাল, ‘খসরু-সুয়েব’ প্যানেলের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহবায়ক রাশেদুল মান্নান চৌধুরী হেশাম, সদস্য সচিব জামাল উদ্দিন লিটন, সভাপতি পদপ্রার্থী সৈয়দ ইলিয়াস খসরু ও সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী মঈনুর রহমান সুয়েব, বর্তমান কোষাধ্যক্ষ কামাল আহমেদ, ভাটেরা এসোসিয়েশন ইউএসএ’র সাধারণ সম্পাদক হারুনুর রশীদ, সংগঠক শওকত হোসেন, মিসবাউর রহমান এনাম, ফরহাদুল ইসলাম লিটু, রাহাত বিন ওয়াহিদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

অপরদিকে জালালাবাদ ভবনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে নির্বাচন বয়কটের ঘোষণা দিয়ে ‘জালাল-রেণু’ প্যানেলের সভাপতি পদপ্রার্থী এনায়েত হোসেন জালাল বলেন, ‘পিতার নাম’ ছাড়া ভোটারদের নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি নির্বাচন কমিশনে বরাবর অভিযোগ করা হয়েছে। তবে কমিশন এ বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। বরং উল্টো নির্বাচন কমিশন পক্ষপাতমূলক আচরণ করছে বলে অভিযোগ করেন জালাল উদ্দিন। এছাড়াও গঠনতন্ত্র সুষ্ঠুভাবে ভোটার অর্ন্তভুক্তির সঠিক নীতিমালা না আনা পর্যন্ত, আগামীতে এসোসিয়েশনের কোনো কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকার জন্য সবার প্রতি আহবান জানানো। তিনি বলেন, এসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্রে সুষ্ঠুভাবে ভোটার অন্তর্ভুক্তির সঠিক নীতিমালা না আনা পর্যন্ত, আগামীতে এসোসিয়েশনের কোনো কর্মসূচিতে অংশগগ্রহণ থেকে বিরত থাকবেন বলে জানান।

হাজী বদরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে রেজাউল করিম রেণু, জাভেদ খসরু, আশরাফ আহমেদ ইকবাল, কয়ছর রশীদ, আফাজুর রহমান চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ইমাম মাহদী (আ:)-এর আবির্ভাব

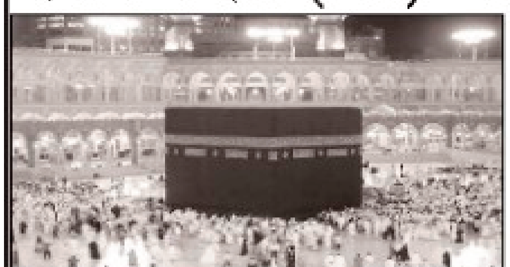

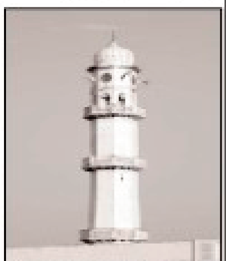

لا إله إلا الله محمد رسول الله

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)

পবিত্র কুরআন-হাদীস প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী (আ:) যথাসময়ে আবির্ভূত হয়েছেন। বর্তমানে তাঁর পঞ্চম খলিফার নেতৃত্বাধীন বিশ্বের ২০০টির অধিক দেশে তাঁর জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন :
www.alislam.org, www.MTA.TV এবং
আমাদের বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org
বিস্তারিত জানার জন্য সরাসরি প্রশ্ন করুনঃ
Call to 1-800-949-4752 and press option 3 to speak Bangla
E-mail: bangla.desk@yahoo.com

কর্ণফুলী ট্রাভেলসের ওমরাহ হজ্বের এক্সক্লুসিভ প্যাকেজ

নিউইয়র্ক: উত্তর আমেরিকার প্রবাসী বাঙ্গালীদের মাঝে স্বনামধন্য ট্রাভেল্স এজেন্সি ‘কর্ণফুলী ট্রাভেল্স’। ওমরাহ হজ্বের জন্যে গত এক বছরে প্রায় ১৫টি হজ্ব টিম প্রেরণ করেছে। পবিত্র মাহে রমজানের পূর্বে কর্ণফুলী ট্রাভেলসের ওমরাহ হজ্বের এক্সক্লুসিভ প্যাকেজ নিয়ে কাজ চলছে।

আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দশ দিনের এই ওমরা প্যাকেজের সমস্ত প্রক্রিয়া এরই মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার মুহাম্মদ সেলিম (হারুন) জানিয়েছেন।

অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে ওয়ার্কশপ ও সেমিনারের আয়োজন করেছিল ১১ জানুয়ারি,শনিবার বিকাল ৩টায়। সম্মানিত ওমরাহ হাজিদের নিয়ে জ্যাকসন হাইটসের ৭৩ স্ট্রিটস্থ কর্ণফুলি ট্রাভেলসের কার্যালয়ে আয়োজিত এই ওয়ার্কশপ ও সেমিনারে ওমরাহ হজ্ব সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর ওমরাহ হজ্বে আগ্রহিদের ধারণা দেয়া হয়, যাতে পবিত্র ওমরাহ হজ্ব পালনে কোন প্রকার অসুবিধা না হয়। প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার মুহাম্মদ সেলিম (হারুন) ও সিইও রেহেনা আক্তার (মিনু) সেমিনারে বিস্তারিত তুলে ধরেন।

মুহাম্মদ সেলিম (হারুন) জানিয়েছেন, দীর্ঘ দুই দশক ধরে ওমরাহ হজ্বের জন্য বিখ্যাত এবং সৌদি হজ্ব মন্ত্রনালয় অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান কর্ণফুলি ট্রাভেল্স। এই প্যাকেজের মধ্যে বিশেষ কিছু সার্ভিস যোগ করা হয়েছে। হাজীদের সন্তুষ্টির জন্য যে সব সার্ভিস দেয়া প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে এয়ার লাইন্স টিকেট, ৫ তারকা হোটেল (মক্কা মোবাম্পিক এবং মদিনা মোবাম্পিক), ভিসা, ফুল ট্রান্সপোর্টেশান (জেদ্দা টু মক্কা,মক্কা টু মদিনা, মদিনা টু এয়ারপোর্ট), প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি জেদ্দা এয়ারপোর্ট থেকে হাজীদেরকে পিকআপ করেন। ওমরাহ গাইড, সাইড সিয়িং, ব্রেকফাস্ট, তায়েফ ট্যুর ও জিন পাহাড় ইত্যাদি।

এই প্যাকেজে মক্কা-মদিনায় দুইটি জুম্মা এবং পবিত্র শবেবরাত যাতে পালন করতে পারেন এই বিষয়গুলিকে সামনে রেখে প্যাকেজ তৈরী করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানের আরো জানানো হয়,এই প্যাকেজের মূল্য ধরা হয়েছে জনপ্রতি ২,৬০০ ডলার মাত্র। কর্ণফুলি ট্রাভেল্স দীর্ঘ দিন ধরে হাজীদের সেবা দিয়ে আসছে অত্যান্ত নির্ভুলভাবে। সেলিম (হারুন) বলেন, মহান আল্লাহর অসিম রহমতে আজ পর্যন্ত কোন হাজী সার্ভিস নিয়ে কোন প্রকার অভিযোগ আনেন নি, ভবিষ্যতেও আমরা আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমাদের সুনাম অক্ষুন্ন রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছি।

তিনি আরো জানান, ওমরাহ হাজীদের জন্য সৌদি সরকার ম্যানিনজাইটিস এবং পলিমিটিস ভ্যাকসিন বাধ্যতামূলক করেছেন। হজ্বে যাবার পূর্বে হাজিগণ যেন তাদের প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র এয়ারর্পোটে নিয়ে যান।

উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে উক্ত ওয়ার্কশপ ও সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

NYC Buildings MASTER ELECTRICIAN LICENSED # 012637
FREE ESTIMATES
FULLY LICENSED & INSURED
GREEN POWER ELECTRIC CORP
NYC LICENSED ELECTRICAL CONTRACTOR
OUR SERVICES
SERVICE UPGRADE
GENERAL WIRING
RESIDENTIAL & COMMERICAL
VIOLATION REMOVAL
TROUBLESHOOTING
PANEL UPGRADE
আমরা সব ধরণের ইলেক্ট্রিক্যাল কাজ করে থাকি
CONTACT: 718-445-2740
Email: greenpowerelectric15@yahoo.com

শ্রাবনী মুভিং
আপনি কি নতুন বাসায় মুভ করার কথা ভাবছেন? নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে আমরা আমেরিকার যে কোন স্থানে কম খরচে এবং যত্ন সহকারে মুভিং এর দায়িত্ব পালন করে থাকি। আমাদের রয়েছে এয়ারপোর্ট সার্ভিস। এছাড়া যে কোন স্টেটে ১৫ সিটিংয়ের ভ্যান ও ড্রাইভার ভাড়া দিয়ে থাকি। আমরা গ্রীন ক্যাবও ভাড়া দিয়ে থাকি।
যোগাযোগ: ৯১৭-৪০৭-১১৭৭ সেল

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

বিশ্বের রাজধানী খ্যাত নিউ ইয়র্কে মিরিট কাবারের আরও একটি নতুন শাখার শুভ উদ্বোধন হয়েছে ৭৪স্টিটের কর্নার ও ৩৭ এভিনিউ-তে

আপনাদের সেবায় আমরা-

১. গরম-গরম ধোঁয়া ওঠা কাচ্চি বিরিয়ানি, পাশে এক গ্লাস ঠান্ডা বোরহানি আর সামনে এক বাটি ফিরনি।

২.কাবাব,পোলাওয়ের প্লেটে একটুকরা কাবাব না থাকলে পূর্ণতা পায় না।

রসনাতৃপ্তিতে আমরা আপনাদের পাশে

৩. শিঙাড়া, সমুচা,চায়ের সঙ্গে স্ন্যাকস বা হালকা নাশতায় সমুচার বিকল্প পাওয়া দায়।

৪. পরোটা,সাদা পরোটা থেকে পনির বা কিমা পরোটা এবং সবার চেয়ে জনপ্রিয় মোগলাই পরোটা মোগলদের আবিষ্কার।

৫. জিলাপি

MERIT KABAB PALACE

We specialized in Indoor & Outdoor Catering

Owner: Abdul Alim

37-67 74th St. Jackson Heights, NY 11372

Tel: 718-396-5827

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

যুক্তরাষ্ট্রে বিএনপি ওয়ার্ল্ড ফোরাম অফ চৌদ্দগ্রামের কমিটি গঠিত

জাতীয়তাবাদী বিশ্বাসী চৌদ্দগ্রামবাসী উপস্থিতিতে এক ভার্চুয়াল প্রোগ্রামে উপস্থিত সকলের মতামতে ভিত্তিতে ১০১ সদস্য বিশিষ্ট পুর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়। নবনির্বাচিত কমিটির সভাপতি কামরুল হাসান (আমেরিকা) সাধারণ সম্পাদক কামাল হোসেন (বেলজিয়াম)।

ভার্চুয়াল মিটিং-এ সভাপতিত্ব করেন, সাবেক ছাএনেতা নিউইয়র্ক মহানগর বিএনপির সাবেক সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ কামরুল হাসান (আমেরিকা), সঞ্চালনা করেন বেলজিয়াম বিএনপির দপ্তর সম্পাদক কামাল হোসেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সাবেক যুক্তরাষ্ট্রের বুশ প্রশাসনের জলবায়ূ বিষয়ক উপদেষ্টা ড. জয়নুল আবদ্দীন (আমেরিকা), বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চৌদ্দগ্রাম পৌরসভার সাবেক সভাপতি এডভোকেট গোলাম রাব্বানী নয়ন বাঙালী, (আমেরিকা)। উপস্থিত ছিলেন চৌদ্দগ্রাম উপজেলা ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, যুবদলের সাবেক সভাপতি এম এ আজাদ পাটোয়ারী (আমেরিকা) ডিসি বিএনপির সহ সভাপতি কাজী মোস্ড়াফিজুর রহমান (আমেরিকা), মোঃ শাজাহান সিরাজী (আমেরিকা), মোঃ আরিফ মজুমদার (ইংল্যান্ড), ফজলুল হক টিটু (ফ্রান্স), এমদাদুল হক কামাল (আমেরিকা), ফরিদ আহমেদ শাহিন (দুবাই), আজগর হোসেন (সুজারল্যান্ড), মীর আনোয়ার হোসেন (আমেরিকা), গাজী সালাউদ্দিন (ইতালি), কাজী আমজাদুল হক দিপু (বেলজিয়াম), তাজুল ইসলাম (সৌদি), কাজী বাবু (বেলজিয়াম) জসিম মিয়াজী (ইতালি), মনির মজুমদার (আমেরিকা),আবুকালাম মিলন (দুবাই), কাজী মোঃ আইয়ুব আলী, আব্দুল কাইয়ম (সৌদি), ইকবাল হোসেন (আমেরিকা), কে এম বাবুল (সৌদি), মোহাম্মদ ফরিদ (কাতার), এম আব্দুল গফুর (সৌদি), সহেল আরমান (পর্তুগাল), হৃদয় হাসান রউফ, (কুয়েত), মোহাম্মদ সোলাইমান (আরব আমিরাত), শ্রীপুর মাইনউদ্দিন মজুমদার (আরব আমিরাত)

আইয়ূবর রহমান (কাতার), জাহিদুর রহমান (সৌদি), আশিক হোসেন (সৌদি), শামিম চৌধুরী (তুরস্ক)।

সভাপতি কামরুল হাসান বলেন, বর্হি:বিশ্বে বসবাসকারী চৌদ্দগ্রামের জাতীয়তাবাদী আদর্শের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়া বর্তমান সময়ের দাবী। আমরা আমাদের মূলকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি প্রবাসী চৌদ্দগ্রামবাসীকেও শক্তিশালী করতে হবে। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুমিলা ১১ চৌদ্দগ্রামের ধানের শীর্ষের পক্ষে কাজ করতে হবে। ভৌগলিক দিক থেকে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা চৌদ্দগ্রাম। চৌদ্দগ্রাম বিএনপি শক্তিশালী মানে পুরো চট্টগ্রাম বিভাগে বিএনপির শক্তিশালী। কারণ ঢাকা-থেকে চট্রগ্রাম প্রবেশাগার আমাদের প্রিয় চৌদ্দগ্রাম। সুরাতাং বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমান এর হাতকে শক্তিশালী করতে কুমিল্লা ১১ আসনে ধানের শীষের প্রার্থীকে বিজয়ী করতে হবে।

প্রধান অতিথি ড. জয়নুল আবদীন বলেন, বাংলাদেশে বর্তমানে সবচেয়ে জনপ্রিয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং জনপ্রিয় নেতা তারেক রহমান। আর সবচেয়ে বেশী ঘৃনিত নেত্রী স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিএনপি নেতাকর্মীদেরকে বিভিন্ন ভাবে মুল্যায়ন করা হয়েছে। এখন আমাদের প্রয়োজন দেশ গড়ার কাজে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করা। চৌদ্দগ্রামে উন্নয়নমূলক প্রসঙ্গে প্রধান অতিথি বলেন, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। বর্হি:বিশ্বে বিএনপিকে শক্তিশালী করতে সকল সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি।

বিশেষ অতিথি এডভোকেট নয়ন বাঙালী বলেন, ওয়ার্ল্ড ফোরাম বর্হি:বিশ্বে প্রবাসীদের অধিকার আদায়ের সচেষ্ট হতে হবে, প্রতিটি ইউনিয়নে প্রবাসী তথ্য কেন্দ্র গঠন করতে হবে। দেশে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা এবং জনগণকে তাদের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে আনতে বিএনপির প্রত্যেককর্মীকে অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে কাজ করবে।

এম এ আজাদ পাটোয়ারী বলেন, বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমান যাকে নমিনেশন দিবেন, আমরা তার পক্ষে কাজ করব তাকে সার্বিক সহযোগিতা করব। আগামী দিনে দলীয় নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য থেকে ও সাংগঠনিক নিময় মেনেই কাজ করে হবে।

শাহ নেওয়াজ গ্রুপের উদ্যোগে দোয়া ও মিলাদ

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): ইংরেজি নতুন বছর উপলক্ষে শাহ নেওয়াজ গ্রুপের উদ্যোগে জ্যাকসন হাইটস্থ গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার অফিসে দোয়া ও মিলাদের আয়োজন করা হয়। সোমবার (১৩ জানুয়ারী) অপরাহ্নে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে দোয়া ও মিলাদ পরিচালনা করেন মুফতি মোহাম্মদ ইসমাইল। অনুষ্ঠানের শুরুতে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন শাহ নেওয়াজ গ্রুপের কর্ণধার, জেবিবিএ'র সাবেক সভাপতি ও সাপ্তাহিক আজকাল সম্পাদক লায়ন শাহ নেওয়াজ।

অনুষ্ঠানে শাহ নেওয়াজ গ্রুপের অন্যতম কর্ণধার ও প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী রানো নেওয়াজ, শো টাইম মিউজিক-এর প্রেসিডেন্ট আলমগীর খান, বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর নূরুল আজীম, জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী প্রতীক হাসান এবং কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সহ শাহ নেওয়াজ গ্রুপের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

New York Endocrine & Diabetes Center
এন্ডোক্রাইন ও ডায়াবেটিস স্পেশালিষ্ট
Dr. Kaushik Mandal, MD, FACP
Board Certified
(Endocrinologist, Diabetes and Obesity Specialist)
with TJH Medical services PC
Affiliated with Jamaica Hospital

Location: 134-20 Jamaica Ave, 1st floor, Jamaica, NY 11418
(Located next to the subway Jamaica Sutphin Blvd
Parking $4 fee for patient flat fee)
Patients can call 718-206-6742 to make an appointment.

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

For Online Advertisement:
Tell: 718-380-6712, Cell: 646-327-7964,
E-mail: Jonmabhumi@gmail.com

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার

আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Call Today:

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	87-54 168th Street, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	859 Fillmore Ave
Jackson Heights, NY 11372	Jamaica, NY 11432	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমি
প্রবাসে বাংলাদেশের মুখ
Vol 25 No. 44 Thursday 16 January 2025 Weekly Jonmobhumi
অনলাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

গাজায় যুদ্ধবিরতি চুক্তি:ট্রাম্প ও বাইডেনের কৃতিত্ব দাবির প্রতিযোগিতা

ওয়াশিংটন ডেস্কঃ যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং বিদায়ী প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন দুজনই গাজা উপত্যকায় যুদ্ধবিরতি এবং বন্দি মুক্তির চুক্তির জন্য কৃতিত্ব দাবি করেছেন। পাতা-২৬

ট্রাম্পের শপথ অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন জয়শঙ্কর

ওয়াশিংটন ডেস্কঃ আগামী ২০ জানুয়ারি মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই শপথ অনুষ্ঠানে ভারতের পক্ষে যোগ দেবেন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। রোববার (১২ জানুয়ারি) ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃ তিতে এই তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ট্রাম্প-ভ্যান্স উদ্বোধনী কমিটির আমন্ত্রণে চলমান পাতা-১৮

যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সি রাজ্যের ফ্রাঙ্কলিন টাউনশিপের ডেপুটি মেয়র হিসেবে শপথ নিলেন শিফা উদ্দিন

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সি রাজ্যের ফ্রাংকলিন টাউনশিপের ডেপুটি মেয়র হিসেবে শপথ নিলেন শিফা উদ্দিন।
৭ জানুয়ারি মঙ্গলবার চলমান পাতা-২৫

নিউইয়র্কে বাংলাদেশ সোসাইটির যৌথ সভা অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্কে বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যকরী কমিটি ও বোর্ড অব ট্রাস্টির যৌথ সভা গত ১২ জানুয়ারী রোববার দুপুরে বাংলাদেশ সোসাইটির নিজস্ব কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম। চলমান পাতা-১৮

অভিবাসীরা সামান্য অপরাধ করলেই যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিষ্কার

(ছবি আছি ইন্টার পিকচার নং-০৩)
নিউইয়র্ক ডেস্কঃ মার্কিন কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভস গত মঙ্গলবার (৭ জানুয়ারি) একটি বিল পাস করেছে। যাতে ছোটখাটো অপরাধে অভিযুক্ত হলেই অনথিভুক্ত অভিবাসীদের নির্বাসনের কথা বলা হয়েছে।
রিপাবলিকান সংখ্যাগরিষ্ঠ এই বিলটি নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সীমান্তে কঠোর নীতি কার্যকরের প্রতিশ্রুতি পূরণের প্রথম পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে।
পাস হওয়া এ বিলটি ৪৮ জন ডেমোক্র্যাট এবং সব রিপাবলিকানের সমর্থন পেয়েছে। এটি সিনেটেও উভয়পক্ষীয় সমর্থন পেয়েছে শুক্রবার তা আলোচনায় উঠে। চলমান পাতা-২৫

নিউইয়র্কে ফেলানী দিবস পালিত

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী (বিএসএফ)-এর গুলিতে নিহত বাংলাদেশী কিশোরী ফেলানী খাতুন-এর ১৪তম মৃত্যুদিবস ছিলো ৭ জানুয়ারী। পনের বছর বয়সী ফেলানী খাতুন ২০১১ সালের জানুয়ারীর এই দিনে বাংলাদেশ-ভারত কুড়িগ্রাম সীমান্তে বিএসএফ'র গুলিতে নিহত হয়। গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর ফেলানীর দেহ সীমান্তরেখা বরাবর কাটাতারের বেড়ায় চার ঘন্টা যাবত ঝুলে থাকলেও বিএসএফ তাকে উদ্ধার করেনি। দিনটি বাংলাদেশে ফেলানী দিবস হিসেবে পরিচিত এবং পালিত হয়ে আসছে।
'ফেলানী দিবস' উপলক্ষ্যে নিয়ইয়র্কে বসবাসরত বাংলাদেশীদের সংগঠন 'প্যাট্রিয়টস অব বাংলাদেশ' গত ৮ জানুয়ারী বুধবার বিকেলে নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেটের সামনে এক প্রতিবাদ সভা ও মানব বন্ধনের আয়োজন করে। চলমান পাতা-১৮

মুনা নিউইয়র্ক নর্থ জোন নতুন কমিটি গঠন

নিউইয়র্ক ডেস্কঃ মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকার (মুনা) নিউইয়র্ক নর্থ জোনের ২০২৫-২০২৬ সেশনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ কর্মপরিষদ গঠন করা হয়েছে। নতুন কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ রাশেদুজ্জামান এবং চলমান পাতা-২৫

বিমানবন্দরে প্রবাসী বাংলাদেশি নরওয়ের নাগরিক সাইদকে মারধর করার নিন্দা ও প্রতিবাদ

লন্ডন ডেস্কঃ হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে গত ৮ ই জানুয়ারী রেমিটেন্স যোদ্ধা বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত নরওয়ের নাগরিক সাইদ উদ্দিনকে চলমান পাতা-২৫

নিউইয়র্ক সিটির চারশত বছর উদযাপনের ঘোষণা মেয়র এরিক অ্যাডামসের

হাকিকুল ইসলাম খোকনঃ ২০২৫ সালে নিউইয়র্ক সিটির চারশত বছর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী বছর। চারশত বছরের ঐতিহ্য উদযাপন করতে "Founded By NYC" নামে একটি বিশেষ ক্যাম্পেইনের সূচনা করেছে অ্যাডামস্ প্রশাসন। সোমবার,৬ জানুয়ারি ২০২৫,কমিউনিটি অপ:এড-এ সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস্ বলেন, 'আমরা উদযাপনের ক্যাম্পেইন ঘোষণা করতে পেরে আনন্দিত। নিউইয়র্ক প্রতিষ্ঠার বহু আগে থেকে এখানে বসবাসরত আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উপর কেন্দ্রিত উদযাপনটি নিউইয়র্ক সিটির সেই অসামান্য অবদানগুলোকে তুলে ধরে, যা আমাদের জাতিকে রূপ দিয়েছে এবং বিশ্ব মঞ্চে আমাদের দেশের অবস্থানকে সুসংহত করেছে।' - চলমান পাতা-১৯

নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামী লীগের 'বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস' উদযাপন ঃ শেখ হাসিনার ভার্চুয়াল বক্তব্য

নিউইয়র্ক ডেস্কঃ নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামী লীগ আয়োজিত 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস' উদযাপন অনুষ্ঠানে ভার্চুয়াল বক্তব্য দিয়েছেন বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সভায় প্রায় আধা ঘণ্টাব্যপী বক্তব্য দেন পাঁচ মাস আগে দেশ থেকে ভারতে আশ্রয় নেয়া এ সাবেক সরকার প্রধান। চলমান পাতা-২৬

কুলাউড়া বাংলাদেশী এসোসিয়েশনের ভোট 'খসরু-সুয়েব' প্যানেল নির্বাচনমুখী, 'জালাল-রেনু' প্যানেলের বয়কট

নিউইয়র্ক ডেস্কঃ যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলাবাসীদের সামাজিক সংগঠন কুলাউড়া বাংলাদেশী এসোসিয়েশন অব ইউএসএ'র ভোটার তালিকায় রেজিস্ট্রেশন আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে। রোববার (১২ জানুয়ারী) আনুষ্ঠানিকভাবে রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার ঘোষণা দেন এসোসিয়েশনের চলমান পাতা-৩৪

যুক্তরাষ্ট্রে বিএনপির ওয়ার্ল্ড ফোরাম অফ চৌদ্দগ্রামের কমিটি গঠিত

নিউইয়র্ক: প্রবাসে চৌদ্দগ্রামস্থ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির নেতাকর্মীদের সংগঠিত করার লক্ষ্যে 'বিএনপি ওয়ার্ল্ড ফোরাম অফ চৌদ্দগ্রাম' নামে সংগঠনে আত্মপ্রকাশ ও একটি আহবায়ক কমিটি গত বছর নভেম্বর মাসে করা হয়েছে। সংগঠনকে গতিশীল করার লক্ষ্যে গত ১লা জানুয়ারী ২০২৫ বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত - চলমান পাতা-৩৭

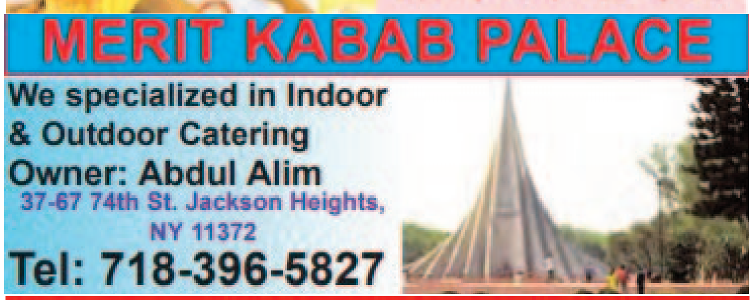

www.jonmobhumi.com

Editor: Ratan Talukder, Published by Jonmobhumi group Inc. 37-39-74 street,Jacktion Height,NY-11372.Tell: 718-380-6712 Cell: 646-327-7964,E-mail: Jonmabhumi@gmail.com